ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস পেলেন ১৫ অভিনয় শিল্পী পৃষ্ঠা ১৫

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

6 July 2023, Thursday, 7th Year, Issue 329, 40 Pages

সেঁজুতি সাহাকে অভিনন্দন বিল গেটসের পৃষ্ঠা ৩০

৬ জুলাই ২০২৩, ২২ আষাঢ় ১৪৩০, ১৮ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩২৯, পৃষ্ঠা: ৪০

আমেরিকার ভুল ইমিগ্রেশন নীতি, লাভবান অন্যদেশ

উচ্চ শিক্ষা

আমেরিকায় নাগরিকত্ব পাওয়ার অনিশ্চয়তায় প্রতিবছর হাজার হাজার মেধাবী অন্যদেশে তাদের ঠিকানা খুঁজে নিচ্ছে।

- যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের আসা কমে যাচ্ছে। ফলে বহু ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থী সঙ্কটে পড়েছে।
- শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার জন্য কোন সহজ ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু নেই।
- কোটা ব্যবস্থায় ২০২১ সালে ৪ লাখ কর্মীর কোটা পূরণ হয়নি।

ইব্রাহীম চৌধুরী

ভেঙ্গে পড়া ইমিগ্রেশন নীতির কারণে মেধাবীদের ধরে রাখতে পারছে না আমেরিকা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী লোকজন এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রে কম আসছে। যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য আসছেও, তাদের ধরে রাখার জন্য কোন অগ্রাধিকার অভিবাসন ব্যবস্থা নেই আমেরিকার। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ বিশ্বের সেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে অনেকেই অন্য দেশে চলে যেতে হচ্ছে। আমেরিকার ভুল ইমিগ্রেশন নীতির কারণে লাভবান হচ্ছে অন্যান্য দেশ।

আমেরিকায়ই সারা বিশ্বের মেধাবীদের গন্তব্য হিসেবে পরিচিত পেয়ে আসছে। বাইরে জন্ম নেয়া নবেল পদক বিজয়ী, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, বিনিয়োগকারীদের সমাহার অন্য যেকোন দেশের চেয়ে বেশি আমেরিকায়। সমাজ, অর্থনীতি ও আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্বকে উর্ধে তুলে রাখার জন্য ইমিগ্রেন্ট মেধাবীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে মার্কিন সমাজে।

আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৯৯ শতাংশই এ দেশে ইমিগ্র্যান্ট হতে ইচ্ছুক। যদিও এসব শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার জন্য কোন সহজ ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চলমান নেই। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের চাকুরী ভিত্তিক ভিসার জন্য কোন কোন ক্যাটাগরিতে এখন অপেক্ষার পালা ১৫০ বছরের বেশি। কোটা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা এমন কর্মভিত্তিক ৪ লাখ কর্মীর কোটা ২০২১ সালে অপূর্ণ থেকেছে। অভিবাসী গ্রুপগুলোর দাবীর মুখেও ইমিগ্রেশন বিভাগ এ কোটা সমন্বয় করে মেধাবী কর্মজীবীদের ভিসা প্রদান করেনি।

ব্যবসা ভিত্তিক যুক্তরাজ্যের ইমিগ্র্যান্ট আইনজীবী কিংসলি নেপলি বলেছেন, আমেরিকার ইমিগ্রেশন অব্যবস্থাপনার কারণে যুক্তরাজ্য নানাভাবেই লাভবান হচ্ছে। সেরা শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আমেরিকায় স্থায়ী হওয়া বা নাগরিকত্ব পাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণেই প্রতিবছর হাজার হাজার মেধাবী অন্যদেশে তাদের ঠিকানা খোঁজে পাচ্ছে সহজেই। মার্কিন ইমিগ্রেশন আইনজীবী তাহমিনা ওয়াটসন বলেছেন, মেধাবী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ভঙ্গি বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইতিবাচক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট মেয়াদের তৃতীয় বছরে সারা বিশ্বের জনসাধারণের কাছ থেকে বেশিরভাগ ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন। পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি নতুন সমীক্ষায় ২৩টি দেশের ৫৪% মানুষ বাইডেনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন, যখন ৩৯% অনাস্থা দেখিয়েছেন। একইভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে ইতিবাচক। শতকরা ৫৯% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইতিবাচক রেটিং দিয়েছে। পোল্যান্ড, ইসরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া, জাপান এবং কেনিয়া দশ-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে সাত বা তার বেশি রেটিং দিয়েছে। হাঙ্গেরি একমাত্র দেশ যেখানে অর্ধেকেরও কম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুকূলভাবে দেখে। বিশ্ব মঞ্চে আমেরিকার ক্রিয়াকলাপ প্রায়শই তার বৈশ্বিক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরে। সমীক্ষা অনুসারে, মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে জনমত বেশ জটিল, লোকেরা আমেরিকান শক্তির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই দেখে। ৮২% মানুষ বিশ্বাস করে যে মার্কিন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পিজিআরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বুধবার ঢাকায় সেনা সদরে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাদারত্বের প্রশংসা করে বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সব সময় দেশে ও বিদেশে মানুষের পাশে দাঁড়ান। বাহিনীর সদস্যরা পেশাদারত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শুধু দেশেই জনগণের পাশে দাঁড়ান না, অধিকন্তু বিদেশে শান্তিরক্ষা মিশনেও কাজ করেন।

রাজধানীতে সেনা সদর দপ্তরে গতকাল বুধবার প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) ৪৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গার্ডগুলোর সব সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৫ জুলাই পিজিআর গঠন করেন।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং পিজিআর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ খালেদ কামাল তাঁকে স্বাগত জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী পিজিআরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন। তিনি ভিভিআইপি দায়িত্ব পালনের সময় গুরুতর আহত ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

স্বাধীনতা দিবস শহর থেকে গ্রাম সব পর্যায়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে সবার স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৭তম স্বাধীনতা দিবসে নিউইয়র্ক সিটিতে আতশবাজির উৎসব।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ৪ জুলাই মঙ্গলবার দেশ জুড়ে দেশের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দেয়া লোকজনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আমেরিকার লোকজন। আতসবাজি আর দীর্ঘ সপ্তাহান্তের ভ্রমণ নিয়ে মেতে উঠেছিল আমেরিকার নগর জনপদ। নিউইয়র্কে বিখ্যাত মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক দেখার জন্য বিশ্বের পর্যটকদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। হাডসন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

অব্যবস্থাপনায় ভরা ছিল ৪৩তম বঙ্গ সম্মেলন

বিশেষ প্রতিনিধি

ঐতিহ্যের সাথে আগামী সম্ভাবনার সমন্বিত উত্তরণ খোঁজার মধ্য দিয়ে তিন দিন ব্যাপী উত্তর বঙ্গ সম্মেলন শেষ হয়েছে। নানা অব্যবস্থাপনা ও বিশৃংখলার দায় স্বীকার করেও আয়োজকরা সম্মেলনকে সফল উল্লেখ করে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ৩০ জুন শুক্রবার বিকেলে শুরু হওয়া সম্মেলন শেষ হয়েছে ২ জুলাই রোববার মধ্যরাতে। নিউজার্সির সমুদ্রপাড়ের শহর আটলান্টিক সিটির বিখ্যাত জিম হোয়েলান মিলনায়তনে বসেছিল উত্তর আমেরিকায় বাঙ্গালীদের বৃহত্তম এ সম্মেলন। অংশগ্রহণে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের প্রাধান্য থাকলেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীরা যোগ দিয়েছেন এ সম্মেলন। বাংলাদেশীদের উপস্থাপনাও ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলাদেশীদের মধ্য দিয়েই বাংলা বেঁচে থাকবে, এমন কথাই উচ্চারিত হয়েছে সম্মেলন জুড়ে।

অব্যবস্থাপনা থাকলেও লোকজন সহিংস হয়ে উঠেননি। ধৈর্য ধরেই অধিকাংশ লোকজন তাদের বিরক্তি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আলোচনার ইঙ্গিত, তবে স্পষ্ট করছে না আ.লীগ–বিএনপি

রাজনীতি

ঢাকা ডেস্ক

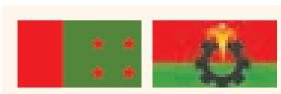

- আ.লীগ–বিএনপি দুই দলই আলোচনার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। দায় চাপাতে চাইছে অন্যের ওপর।

নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে যার যার অবস্থানে অনড় রয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি এই অবস্থান একধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আলোচনা বা সংলাপের বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। তবে সেই আলোচনার উদ্যোগ কে নেবে, এই প্রশ্ন এখন বড় হয়ে উঠেছে।

সরকারের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করার কথা বলে আসছে বিএনপি। দলটি রাজপথেই ফয়সালার কথা বলছে। তবে গত শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারকেই সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটা পথ বের করতে হবে। বিএনপি নেতার এই বক্তব্য দলটির আগের অবস্থান থেকে কিছুটা ভিন্ন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গতকাল রোববার সচিবালয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'মির্জা ফখরুলকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা সংলাপ করতে রাজি আছেন কি না। এরপর আমরা বিবেচনা করব। কারণ, আমাদের রাষ্ট্রপতি একবার ডেকেছিলেন, নির্বাচন কমিশন দুইবার তাঁদের ডেকেছে, তাঁরা আসেননি। তাঁদের মনোভাবটা (অ্যাটিচিউড) কী, সেটা আগে জানান।'

দুই দলই আলোচনার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। একে অপরের দিকে দায় চাপাতে চাইছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

বাংলাদেশ সোসাইটির সভায় অপ্রীতিকর ঘটনা

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সোসাইটির সর্বশেষ সভায় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মনোয়ন নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। ২ জুলাই রোববার সোসাইটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঘুষাঘুষি, চেয়ার ও পানির বোতল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী চেষ্টা করেও সংঘর্ষে লিপ্ত কর্মকর্তাদের নিবৃত্ত করতে পারেননি। পুলিশ ডাকা হয়েছে। একজন মৃত্যু আহতও হয়েছেন।

সভায় ট্রাস্টি সদস্য মনোনয়ন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। প্রথমে ঘুষাঘুষি শুরু হয় সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান ও কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেনের মধ্যে। এক পর্যায়ে মহিউদ্দীন দেওয়ান চেয়ার ছুঁড়ে মারেন। এতে আহত হন নওশেদ হোসেন। তার সমর্থকরা চড়াও হন মহিউদ্দীনের ওপর। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছুঁড়ে আসা চেয়ার এসে সহসভাপতি ফারুক চৌধুরীর গায়ে লাগে। ক্রীড়া সম্পাদক মইনুল উদ্দীন মাহবুব ক্ষুব্ধ মহিউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরেও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ALL COUNTY হোম কেয়ার

NYS LICENSED HOME CARE AGENCY

•CDPAP • PCA • HHA

- ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
- সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই
- নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি

অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে

150-47 Hillside Ave (2FL) Jamaica, NY 11432

718 658 3867

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ–এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড-এর ২১তম আসর

গত শনিবার ১ জুলাই ২০২৩ শনিবার ভার্জিনিয়ার হান্ডরন হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ২১ তম আসর। শো টাইম মিউজিকের স্বত্তায় এ অনুষ্ঠানের মুল আয়োজক ছিলেন ভার্জিনিয়া ম্যারিল্যান্ডের চারটি সংগঠন: একাত্তর ফাউন্ডেশন, বাইটপো, বাংলাদেশী এমেরিকান ফাউন্ডেশন ও লাভ শেয়ার বিডি। শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর আলম খান অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নাম ঘোষনা করেন। এ বছর যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তারা হলেন - সেরা অভিনেতা(টিভি নাটক) মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধরী(টিভি নাটক), আজীবন সন্মাননা অমিত হাসান(সিনেমা), সেরা অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধরী(টিভি নাটক), তাসনিয়া ফারিন(টিভি নাটক), সেরা টিভি পরিচালক এমএ কামাল রাজ, সেরা অভিনেত্রী পুজা চেরী(সিনেমা), সেরা অভিনেতা সাকিব খান(সিনেমা), ঢালিউড বিশেষ সন্মাননা সৈয়দ বাবু, ঢালিউড পাওয়ার সন্মাননা মিশা সওদাগর, রাইজিং স্টার জয় চৌধুরী, ক্রিটিক্স সম্মাননা জায়েদ খান(সিনেমা), জিয়াউল হক পলাশ(নাটক) এবং স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড সাজু খাদেম।

পুরষ্কার প্রাপ্তদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ, ফায়াদ সোলাইমান, কবির পাটোয়ারী, পারভীণ পাটোয়ারী, সামছুদ্দীন মাহমুদ, স্যাম রিয়া, হাসান চৌধুরী, রিয়া হাসান, মলি জাহিদ, বিউটি জাকির, লাভলী দেওয়ান, ফারজানা এলাহী, শরীফ আহমেদ, মিসেস শরীফ আহমেদ, ডঃ ফয়সাল কাদের, লাবণী কাদের, মোহাম্মেদ কাদের, অনু আফরোজ, কাজী ইসলাম , শরীফ উদ্দিন, কাজী কলি, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আলমগীর, শিরীন আকতার, তানভীর হোসাইন, এমএ মতিন, লিটু চৌধরী, রউফ সরকার, মোহাম্মদ কাজল, লিনা কাজল, মজনু মিয়া, মাসুমা মেরিন, তারেকুর রহমান জনি, মাহিয়া মাহি, মোহাম্মদ হোসেন ও লাভলী হোসাইন।

জমকালো আয়োজনে হাইজফুল হলভর্তি দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও অভিনয় পরিবেশন করে দর্শকদের মাঝ রাত পর্যন্ত মতিয়ে রাখেন নায়ক জাহিদ খান,নায়িকা পুজা চেরী, অন্যতম অভিনেতা মিশা সওদাগর, অমিত হাসান, মেহজাবিন চৌধরী, তাসনিয়া ফারিনম জয় চৌধুরী , কাবিলা খ্যাত জিয়াউল হক পলাশ সহ অন্যান্য শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাজু খাদেম ও সৈয়দ বাবু। অনুষ্ঠান শেষ হয় বর্তমান প্রজন্মের ক্রেজ তাহসান খান এর সুরের মুর্চনা দিয়ে।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনে যারা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন, কবির পাটোয়ারী, পারভীন পাটোয়ারী, সামছুদ্দীন মাহমুদ, স্যাম রিয়া, হাসান চৌধরী, মুনির হোসেন, সারোয়ার মিয়া, জাহিদ খান, জাকির হোসেন, ফজলে এলাহী, দেওয়ান বিপ্লব, হাবিবুল্লাহ ভুইয়া, তানভির হাসান, মাহিন সুজন, মামুন মোতালেব, ইলা শোয়েব,মোহাম্মদ মিরাজ, শোয়েব রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে যারা আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন তারা হলেন: ওয়াশিংটন ইউনিভার্সি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ, মিসমি গ্রুপ, রিয়েলটর নুরুল আজিম, হেলাল মিয়া, বাংলা ট্রাভেলস, শাহ গ্রুপ, ফাহাদ সোলাইমান, শাহীন চৌধুরী, ডাঃ সারোয়ার হাসান, টাইটেল স্পন্সর নাহিনুর রহমান, বিশিষ্ট লোন অফিসার শরীফ আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান, বিশিষ্ট আইটি ব্যবসায়ী ও গায়ক ডঃ ফয়সাল কাদের, বিশিষ্ট রিয়েলটর মোহাম্মেদ কাদের, বিশিষ্ট টেক্স কসসালটেন্ট ও হোম কেয়ার ব্যবসায়ী কাজী ইসলাম ও শরীফ উদ্দিন, এটর্ণী মোহাম্মদ আলমগীর, ডাটা এন্ড টেক এর সিইও শিরীন আকতার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তানভীর হোসাইন, বিশিষ্ট লোন অফিসার এমএ মতিন, বিশিষ্ট রিয়েলটর লিটু চৌধরী, বিশিস্ট ফাইনান্স কনসালটেন্ট রউফ সরকার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ কাজল, বিশিস্ট ব্যবসায়ী মজনু মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তারেকুর রহমান জনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হোসেন, এটর্ণী রাজু মহাজন, রিয়েলটর মুজিবল হক, ডঃ ফয়জুল ইসলাম, আকতার হোসেন, শেখ মিলন, আবু নাসের, রোকসানা পারভীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সফল ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর আলম খান, একাত্তর ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট পারভীন পাটোয়ারী, বাইটপোর প্রেসিডেন্ট সামছুদ্দীন মাহমুদ, বাংলাদেশী এমেরিকান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হাসান চৌধুরী, লাভ শেয়ার বিডির প্রেসিডেন্ট জাকির চৌধুরী।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

LOVE TO CARE HOME CARE INC
LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)

সম্পূর্ণ ফ্রি

ম্যারেইজ মিডিয়া

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষনা করিতেছি কোভিড-১৯ এর কারনে বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যারেজ মিডিয়া মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে পুনরায় কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিবাহ যোগ্য বাংলাদেশী সহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের বহু পাত্র পাত্রী রয়েছে। তাহাদের অভিবাবক সহ তাহাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ম্যারেজ মিডিয়া বিনা টাকায় কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গ যোগাযোগ করুন।

আমেরিকায় মদিনা'র আলো ও
লাইট অব দ্য আর্থ ইউএসএ

36-23 31st Street, Astoria, NY 11106
যোগাযোগ: ৭১৮-৯৩০-৬৫৫০
ইমেইল: marrigemedia62@gmail.com, lightoftheearth@gmail.com

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ট্রাভেল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং / এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেডিক রেসুমি / কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার-বৃহস্পতিবার)-----------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট -------------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট -------------------------মঙ্গলবার -----------(দু ১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ----------------- ----------শনিবার-----------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৫: ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(ম্যানহাটন/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

GLORIOUS HOME CARE LLC

Your Helping Hand

PCA
HHA
CDPAP

MD Riaz Morshed (CEO)

ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই
নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি

Weekly Payment
Direct Deposit
401K, INSURANCE

347-476-7522
37-22 73rd St. Suite # 1 D, Jackson Heights, NY 11372

EASY WAY TRAVELS & MULTI SERVICES CORP.

Focus on Global Connectivity

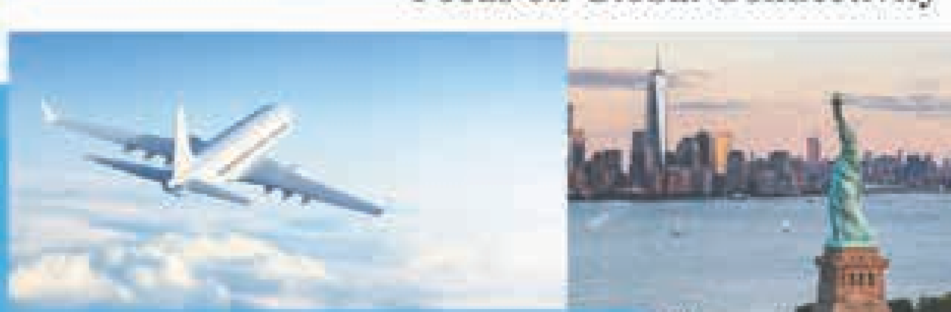

সবচেয়ে কম রেটে এয়ার টিকিট ।
যাবতীয় ইমিগ্রেশন সেবা সহায়তা।
স্বল্প খরচে ওমরাহ্ ভিসা ও প্যাকেজ
ইউএস ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন সহায়তা।
USA, Canada, UK, Schengen সহ সকল প্রকার ভ্রমন ভিসা সহায়তা করে থাকি।

MD Riaz Morshed (CEO)
347-507-1209
37-22 73rd St. Suite # 1 D, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদকীয়

সুইস ব্যাংক থেকে টাকা সরিয়ে কোথায় রাখছেন বাংলাদেশিরা

বৈধ-অবৈধ বা পাচারকৃত অর্থ গচ্ছিত রাখতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশের বিত্তশালীরাই সুইস ব্যাংকগুলোকে পছন্দ করেন। পরিসংখ্যান বলছে, বিগত নির্বাচনী বছরগুলোতে অন্য বছরের তুলনায় সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ জমা রাখার পরিমাণ বাড়ছিল। কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের অর্থ জমার পরিমাণ বৃদ্ধির ধারণা করা হলেও ঘটেছে উল্টো।

এবার নির্বাচনী বছরে সুইস ব্যাংকগুলো থেকে ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ অর্থ তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশিরা, যার পরিমাণ সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এ টাকা বাংলাদেশে আসেনি। তাহলে টাকাগুলো সরানো হলো কোথায়- সে প্রশ্নের উত্তর মেলাতে কাজ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটসহ (বিএফআইইউ) একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা।

নির্বাচনি বছরে সুইস ব্যাংকে টাকা জমা রাখার বদলে কেন টাকা সরিয়ে নিচ্ছেন বাংলাদেশিরা? কোথায় সরানো হচ্ছে এসব অর্থ? এ বিষয়ে সুইস ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে কিছুই উল্লেখ নেই। আর সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ একলাফে এক বছরে ৯৪ শতাংশ কমে যাওয়ায় তথ্যটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দেশে অর্থ পাচারের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

অর্থনীতি বিশ্লেষকরা মনে করেন, সুইজারল্যান্ডে গোপনীয়তা কমতে থাকায়, অনেক ধনী এখন অবৈধ টাকা জমা রাখার জন্য ঝুঁকছেন, লুক্সেমবার্গ, কেম্যান আইল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড কিংবা বারমুডার মতো ট্যাক্স হ্যাভেনের দিকে। হঠাৎ সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাওয়ার জন্য দেশের চলমান ডলার সংকটকেও বড় কারণ বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। তারা বলছেন, দেশে ডলারের সংকট দেখা দেওয়ায় দেশটিতে অর্থ জমার বা বিনিয়োগের সক্ষমতা হারিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে অর্থ তুলে নিয়েছে।

এদিকে একাধিক বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা সূত্র বলছে, সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশি নাগরিকদের রাখা অধিকাংশ টাকাই অবৈধভাবে উপার্জিত। প্রতিবছর আমানতের তথ্য প্রকাশ করায় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা পাচার তদারকি সংস্থাগুলো নজর ও তদারকি বৃদ্ধি করায় সুইস ব্যাংকগুলোকে আগের মতো নিরাপদ মনে করছেন না বাংলাদেশিরা। তারা এখন দুবাইকে নির্ভরশীল মনে করছেন। কেননা- দুবাই পাচারকৃত অর্থ কোনো দেশের অনুরোধে ফেরত দেয় না। দুবাই বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে অর্থ পাচারকারীদের তথ্য প্রকাশ করা হয় না। সেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিয়ে যে কেউ যে কোনো পরিমাণ অর্থ রাখতে পারে। যে কেউ যেকোনো সম্পদের মালিক হতে পারে। দুবাই বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান নীতি হলো- সেখানে বসে যদি কেউ কোনো অপরাধ না করে তাহলে অন্য দেশের অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিভিন্ন দেশের লুণ্ঠনকারী, দুর্নীতিবাজ, দুর্বৃত্তদের নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি) বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে শুধু যে বাংলাদেশিদের অর্থ কমেছে, তা নয়। ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, চীন, রাশিয়া, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ জমার পরিমাণও কমেছে। ২০২১ সালে সুইস ব্যাংকে ভারতীয়দের জমা অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮৩ কোটি সুইস ফ্রাঁ। গত বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪০ কোটি সুইস ফ্রাঁতে। একইভাবে ২০২১ সালে দেশটিতে পাকিস্তানিদের জমা অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭১ কোটি সুইস ফ্রাঁ। গত বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ কোটি সুইস ফ্রাঁতে। আর সৌদি আরবের জমা অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেছে এক বছরের ব্যবধানে। ২০২১ সালে সুইজারল্যান্ডে সৌদি আরবের মানুষের জমা অর্থের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪৫ কোটি সুইস ফ্রাঁ, সেটি গত বছর কমে ৫২১ কোটিতে নেমে এসেছে।

এসএনবির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এই ২২ বছরে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের সবচেয়ে কম অর্থ ছিল ২০০৩ সালে। ওই বছর দেশটির ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র আড়াই কোটি সুইস ফ্রাঁ। এরপর দেশটিতে বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছিল ২০২১ সালে, ৮৭ কোটি সুইস ফ্রাঁর বেশি।

নানা কারণে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশগুলো এখন পাচার করা অর্থ রাখার জন্য নিরাপদ জায়গা বলে বিবেচিত হচ্ছে না। কারণ আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার তদারকি এবং তদন্ত এখন আগের চেয়ে অনেক জোরদার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ থেকে যারা অর্থ পাচারকারী তাদেরকেও নানাভাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

আরেকটি কারণ হলো, সামনে নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয় তাহলে যে দেশগুলোতে পাচারকৃত অর্থের দিকে নজর যাবে তার মধ্যে অন্যতম হলো সুইস ব্যাংকগুলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি এবং অন্যান্য পদক্ষেপের কারণে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও পাচারকারীরা অর্থ সরাতে শুরু করেছে। কিন্তু এসব অর্থ সরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসছেন না। বাংলাদেশে টাকা আসার পরিমাণ খুবই কম। দুমাস আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে বেশকিছু অর্থ আসছিল। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনার পর এখন সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'দেশে ডলার সংকট দেখা দেওয়ায় হয়তো এসব প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে অর্থ তুলে নিয়েছে বা নতুন করে অর্থ জমা রাখতে পারেনি। এ ছাড়া হয়তো পাচারের কিছু অর্থ দেশটি থেকে সরিয়ে নিয়েছেন কেউ কেউ।

দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা একটি অপরিহার্য বিষয়। দুর্নীতি, মুদ্রাপাচার এসব বন্ধ না করতে পারলে নানা ধরনের বিশৃখলা সৃষ্টি হয়। সমাজ রাজনীতিতে অস্থিরতার মুলে এসব কারণকে চহ্নিত করেই সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। এ নিয়ে রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন, তাদের মতৈক্য এবং প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট নয়। এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য যা করা দরকার বাংলাদেশকে তাই করতে হবে।

সমুদ্র বিলাস!

ইব্রাহীম চৌধুরী

আমেরিকানরা, বিশেষ করে কোল্ড ওয়ারের সময়ে যাদের বেড়ে উঠা। তাদের কাছে প্রায়ই সমাজতান্ত্রিক দেশের নানা কৌতুক শোনা যায়। আমার এক আমেরিকান বন্ধুর এমন কৌতুক শুনে আমি মোটেই হাসতে পারিনি। দেশ থেকে সদ্য পুঁজিবাদের দেশে তখন এসেছি। কমিউনিস্টদের প্রতি এদের বিদ্বেষ ভর্ৎসনা দেখলে কষ্টই পেতাম।

মহান নেতা লেলিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা দখলের পরের ঘটনা। চেকা নামের গোপন পুলিশ গঠন করা হয়েছে। কমরেডদের মধ্যে একে অন্যের ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার আর পরস্পরকে নিয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর প্রচারণা তখন তুঙ্গে।

বলশেভিক পার্টির এক মৃত্যু পথযাত্রী কমরেড। অন্তিম শয্যায় কমরেডকে শেষ দেখা দিতে এসেছেন পুরনো সতীর্থরা। মিশা নামের কমরেডকে লক্ষ্য চরম অসুস্থ কমরেড করে বলছেন, ১৯২১ সালে আমি গোপনে চিকার কাছে তোমাকে রিপোর্ট করেছিলাম। তোমার মৃত্যুদন্ড প্রায় হয়ে গিয়েছিল। জীবনের এ পর্যায়ে সব স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার সময়। আমাকে ক্ষমা করে দিও কমরেড।

: সব ক্ষমা করা হয়েছে। এসব নিয়ে কোন মর্মপীড়ার দরকার নেই কমরেড।

এবারে, ইভান নামের কমরেডের উদ্দ্যেশ্যে,

: ১৯৩৭ সালে আমার গোপন রিপোর্টের কারণেই তোমার ২৫ বছরের জেল হয়েছিল। আমাকে ক্ষমা করে দিও কমরেড।

: সবই ক্ষমা করে হয়েছে কমরেড। আমাদের উজ্জ্বল স্মৃতিতে তুমি সব সময় একজন মহান কমরেড হিসেবে বেঁচে থাকবে।

এবারে দিমিত্রী নামের কমরেডকে উদ্দেশ্য করে,

: আমিই তোমাকে ১৯৪২ সালের মিথ্যে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম যাতে আর ফিরে না আসো। আমাকে ক্ষমা করে দিও কমরেড !

: সবই ক্ষমা করা হয়েছে। এসব নিয়ে এখন আর আলোচনার সময় নয়। আমাদের ভালোবাসার মণিকোঠায় তোমাকে আজীবন ধরে রাখবো কমরেড !

: প্রিয় তিনজন কমরেডই আজ উপস্থিত। আমার অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ী একটা কাজ করবেন আপনারা এ মিনতি করছি প্রিয় কমরেডগন!

সমস্বরে তিনজনই,

: অবশ্যই হে মহান কমরেড !

: প্রিয় কমরেডগণ, জীবনের অন্তিম সময় সমাগত। আমার ইচ্ছে, শেষ নিশ্বাস পড়ার পর আপনারা তিনজন এ গোলাপের তোড়াটা মুখে গুজে দেবেন। একদম ভালো করে গুজে দেবেন। বন্ধুদের ভালোবাসার গোলাপ নাকে মুখে গুজে নিয়ে জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে চাই।

এ কথা বলেই অসুস্থ কমরেড বড় করে শ্বাস নিলেন। গোঙ্গানির শব্দ হলো।

: পকয়সিয়া এস মিরম তবারিশ্চ (রেস্ট ইন পিস কমরেড) !

তিন কমরেড দ্রুত ফুলের তোড়া হাতে নিলেন। মৃত কমরেডের শরীর ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই দাঁতের পাটি ফাঁক করার চেষ্টা করা হলো। তিনজনই দ্রুত ফুলের তোড়া মুখে গুজে দিতে শুরু করলেন। মৃত কমরেডের মুখে ফুলের তোড়া বেশ শক্ত হয়ে গুজে আছে কি না, পরীক্ষা করলেন একে একে। এরমধ্যেই দরজায় টোকা পড়লো।

: কে ?

: পুলিশ ! আমাদের কাছে সংবাদ আছে, প্রবীণ বলশেভিক নেতাকে এখানে টর্চার করে হত্যা করা হচ্ছে। এমন হত্যার জন্য ফুলের তোড়া ব্যবহার হতে পারেও আমাদের কাছে আগাম খবর আছে !

আমেরিকান বন্ধু জর্জের কাজ থেকে কৌতুকটি আগেই শুনেছিলাম। এবারে গত ঈদের দিন শুনালেন দেশ থেকে আমেরিকায় বেড়াতে আসা বন্ধুটি। এক সময় বাম রাজনীতি করতেন। ছাত্রাবস্থায় একসাথে সাম্যবাদের স্লোগান দিয়েছি। ঘুণে ধরা সমাজ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার মোহনীয় আহ্বানে পায়ে পায়ে হেঁটেছি।

বাম নেতাদের উপর খিস্তি আওড়াতে আওড়াতে কৌতুকটি বলে হালকা হওয়ার চেষ্টা করছিলেন বন্ধুটি।

দেশ থেকে পুরনো এমন কেউ আসলে ঘুরে ফিরে সময়ের রাজনৈতিক নেতাদের কথাই চলে আসে। যতই এ বিষয়গুলো আমরা এড়িয়ে চলতে চাই, পারি না। সদ্য স্বাধীন দেশে আমাদের বেড়ে উঠা। এসব নেতাদেরই সামনে নিয়ে আমরা একটা দেশের সাফল্যের স্বপ্ন দেখেছি। নিজের ও দেশের ভবিষ্যৎ দেখেছি। কথা হচ্ছিলো আমাদের প্রিয় দুই নেতা রাশেদ খান মেনন এবং হাসানুল হক ইনুকে নিয়ে। বাম বিভ্রান্তির বিরান ভূমে নিভু নিভু করে টিকে আসছেন এ দুই মহান নেতা। এখনও আমরা তাদের খোঁজ নেই আমরা দূর দেশ থেকে। তাদের বক্তৃতা বিবৃতি আমলের লোকজন দেশে এখন কতজন , তা ঠিক বলতে পারবো না। আগের সময়েও ঠিক কতজন তাদের কথায় প্রভাবান্বিত হয়েছে, জীবন বাজী রেখেছে - এমন হিসেব এখন আর কেউ করে না। এমন হিসেব করাটাও যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অন্য কেউ কি বক্তৃতা দিলেন, তা নজরে না আসলেও এ দুই নেতাকে আমরা একটি প্রজন্ম এড়িয়ে যেতে পারি না। বিদেশে বসে সাবেক বাম ঘরানার লোকজনের যেকোন আড্ডায় এদের নিয়ে আলাপ বেশ জমেই উঠে। প্রথম প্রেম নিয়ে লোকজনের মধ্যে কথাবার্তায় এক ধরনের রোমাঞ্চ থাকে। থাকে পেরিয়ে আসা সময়ের ভাব বিলাস।

মঞ্চে বক্তৃতা করছিলেন হাসানুল হক ইনু।সাম্রাজ্যবাদ আর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তেজদীপ্ত বক্তৃতা। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। নেতা মঞ্চে ঢলে পড়লেন। হার্ট অ্যাটাকে সেদিনই মারা যেতে পারতেন। মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা বলতে বলতে নেতার এমন ঢলে পড়া নিয়ে সেদিন একটা কবিতাও লিখেছিলাম।

কথা বলছিলাম আর বন্ধুর ভাবলেশহীন অবয়বের দিকে নজর রাখছিলাম।

: আর হ্যাঁ, রাশেদ খান মেননের উপর যেদিন হামলা হলো সেদিনের কথা। নেতা বাঁচবেন কি না, বেঁচে আছেন কি না তাও জানা যাচ্ছিলো না। একদল পত্রিকা হকারদের নিয়ে সেদিন মধ্যরাত পর্যন্ত প্রতবাদি মিছিলে শহর কাঁপিয়ে দেয়ার স্মৃতিটি আজও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

অনেক কিছুই হয়নি। অনেক কিছুই করা যায়নি। তারপরও যৌবনের নায়ক এ নেতাদের বুকে ধারণ করি। এদের দেশপ্রেম নিয়ে দূর দেশ থেকে অহংকার করি। এর প্রমাণ তাঁরা আবারও দিয়েছেন। তাঁরাই প্রথম তথ্যটি ফাঁস করেছেন।

আমেরিকা বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে নিতে চায়। এ কারণেই তাঁরা উঠেপড়ে লেগেছে। নানাভাবে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের ভোট রাতে হবে না দিনে হবে, এ নিয়ে অন্যরা কেন কথা বলবে? আমার ভোট আমি দেবো, না মেশিন দিয়ে দেবে- এ নিয়েও আমেরিকা কথা বলছে !

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বলে কথা ! ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে, আমেরিকা কখনো বাংলাদেশের কাছে এই দ্বীপের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে নি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও বলা হলো, ওয়াশিংটন কখনও এ বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করেনি।

: তাহলে আলোচনা না করেই কি নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সেন্টমার্টিন দ্বীপ?

এতক্ষণ চুপচাপ থাকা বন্ধুটি হঠাতই উঠে পড়লেন। জোরে একটা কাশি দিয়ে বুকে জমে থাকা বর্জ বের করতে বাইরে গেলেন। ফিরে এসে আড্ডার কফি হাতে নিতে নিতে বন্ধুটি বলে উঠলেন,

: It is always a much easier task to educate uneducated people than to re-educate the mis-educated.

আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা কি না, ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে উক্তিটি আমেরিকার বিখ্যাত মানুষ হ্যারবার্ট শেলটনের মুখ থেকে আসা। তথ্যটি আমার জানা বলে মন্তব্য করলাম।

বাংলাদেশের ১৫০ টির মতো দ্বীপ রয়েছে। ৮০০ বছর আগে মেঘনা আর ব্রক্ষপুত্র নদীর স্রোত মোহনা থেকে সবচেয়ে বড় দ্বীপ ভোলার উৎপত্তি। বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল এখন ভোলা। মাত্র তিন স্কয়ার কিলোমিটারের সেন্টমার্টিন দ্বীপ। এ দ্বীপটিরও প্রায় আড়াইশ বছরের ইতিহাস রয়েছে। অবস্থানগত গুরুত্বের কারনেই এখন আমেরিকার চোখ পড়লো এ দ্বীপের উপর?

প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদ এ দ্বীপকে ব্যাপকভাবে পরিচয় করেছেন। তাঁর দারুচিনি দ্বীপ ও রূপালি দ্বীপ নামে গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পরই সারা দেশে সেন্টমার্টিন পরিচিত হয়ে উঠে। 'সমুদ্র বিলাস' নামে সেন্টমার্টিনে একটি অবকাশ কেন্দ্রও করেছিলেন হুমায়ুন আহমেদ। জীবনের শেষ সময়েও সেখানে তাঁর থাকা হলো না হুমায়ুন আহমেদের। সেন্টমার্টন দ্বীপের উপর নজর পড়েছে। সমুদ্র বিলাসের উপরেও কি নজর পড়লো তাদের? তাঁর সমুদ্র বিলাসের উপর আমেরিকার নজর পড়েছে জানলে কী লিখতেন হুমায়ূন? অভিমান করে কি চিকিৎসা নিতেও কি আসতেন না সাগর মহাসাগর পাড়ি দেয়া এ দেশটিতে?

১৯ জুলাই হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যু দিবস। নিউইয়র্কেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ। তাঁকে অন্তিম গোসলটি করিয়েছিলাম নিজ হাতে। দেশ থেকে হুমায়ুন ভক্ত বন্ধুটি সেন্টমার্টিন দ্বীপ নিয়ে আমার উদ্বেগকে পাত্তা না দিয়েই জিজ্ঞেস করেন, নিউইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদের শেষ অবস্থান কোথায় ছিলো?

: লিবার্টি স্ট্রিটের ফিউনারেল হোম। এর কাছাকাছি এক ভাড়া নেয়া বাসায় থেকে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

: আসছে ১৯ জুলাই সে স্থানটিতে যেতে চাই !

: তথাস্তু !

: ফেরার পথে আমরা সেন্টমার্টিন নিয়ে কথা বলবো। সেন্টমার্টিন এখন এক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রচারণার নাম হয়ে উঠেছে। প্রপাগান্ডার নাম হয়ে উঠেছে। আসল সত্য কে জানাবে? হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, আমেরিকান দূতাবাস, না অন্য কেউ ?

দেশ থেকে আসা বন্ধুটির মুখে অবিশ্বাস আর বিভ্রান্তির অভিব্যক্তি। বন্ধুটিকে জানি বলেই তাঁর অভিব্যক্তি টের পাই। এই সেই বন্ধু , যার সাথে তর্ক করে বড় হয়েছি। ঝগড়া করে কথা বন্ধ রেখেছি। দিন শেষে বুকে বুক জড়িয়ে আলিঙ্গন করেছি। বন্ধুত্বের বুকের উষ্ণতা আলিঙ্গন করলেই মাপা যায় না। টের পাওয়া যায়। সন্দেহ সংশয়ের এমন অভিব্যক্তিও টের পাওয়ার। এরজন্য কিছু বলার দরকার হয় না।

বাবার খুশিতে আল্লাহ খুশি

ধর্ম

রায়হান রাশেদ

সন্তানের জন্য বাবার হৃদয়ে আছে অফুরন্ত শুভকামনা। আছে সঞ্চিত দয়ার ভান্ডার। বাবা নির্ভয় ও নির্ভরতার আশ্রয়স্থল। বাবার ছায়ার মতো এত পবিত্র, বিশ্বাসী ছায়া পৃথিবীতে নেই। এ ছায়ায় কোনো কলুষতা নেই। স্বার্থ নেই। ভয় নেই। দ্বান্দ্বিকতা নেই। এ ছায়া ভালোবাসার। মায়ার। ভরসার। সৌভাগ্যের। কল্যাণ ও প্রার্থনার।

সন্তানের জীবনজুড়ে আছে মা-বাবার আত্মত্যাগ। মা-বাবার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বদৌলতে সন্তান বেড়ে ওঠে। তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা ইমানি দায়িত্ব। মা-বাবার ত্যাগ ও কষ্টের মূল্যায়ন করে আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের 'উফ' বোলো না এবং তাঁদের ধমক দিয়ো না। তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো—হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি রহম করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (সুরা বনি ইসরাইল: ২৩-২৪)

জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে বাবার সন্তুষ্টির সবুজ কার্ড লাগবে। তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। রাসুল (সা.) বলেন, 'বাবা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমার ইচ্ছা, এর

হেফাজত করো অথবা একে নষ্ট করে দাও।' (মুসনাদে আহমদ: ২১৭৬৫)

মুসলমানের জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে বাবার সন্তুষ্টি লাগবে। বাবাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহকে খুশি করা যায় না। আল্লাহকে পাওয়া যায় না। রাসুল (সা.) বলেন, 'বাবার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি রয়েছে।' (তিরমিজি: ১৮৯৯)

আমাদের ভেবে দেখা উচিত, যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে কাজ বা চাকরি করছি, এতে বাবা খুশি কি না। একবার নবী (সা.) ও সাহাবিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এক সাহাবি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নবীজির কাছে ছুটে এলেন। অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবীজি তাকে অনুমিত দেননি। বরং মা-বাবার সেবায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ দিলেন।

সন্তানের আয় থেকে বাবা চাইলে খরচ করতে পারেন। সামর্থ্যবান সন্তানের উচিত সাধ্যানুযায়ী বাবার জন্য খরচ করা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল, 'আমার সম্পদ আছে, সন্তান আছে। আমার বাবাও আছেন। আমার বাবা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। এখন আমার করণীয় কী?' রাসুল (সা.) বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার বাবার।' আরও বললেন, 'তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা সন্তানদের সম্পদ ভোগ করতে পারো।' (ইবনে মাজাহ: ১৮৭০)

মা-বাবার প্রতি মায়া-মমতার সঙ্গে তাকানোও বড় সওয়াবের কাজ। রাসুল (স.) বলেন, 'যে সন্তান তার মা-বাবার দিকে সশ্রদ্ধ ও ভালোবাসার নজরে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তার আমলনামায় একটি কবুল হজের সওয়াব লিখে দেন।' এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সে যদি ওইভাবে দৈনিক ১০০ বার তাকায় তাহলে কি সে ১০০ কবুল হজের সওয়াব পাবে?' নবীজি বললেন, হ্যাঁ, যদি দৈনিক ১০০ বারও তাকায়, তাহলে সেই সন্তান ১০০ কবুল হজের সওয়াব পাবে।' (শুআবুল ইমান: ৭৪৭২)

লেখক: ইসলামবিষয়ক গবেষক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুঁজির শোষণকে একচেটিয়া করে তুলবে

আবু তাহের খান

করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক মন্দা, ইউক্রেন যুদ্ধ, মার্কিন-চীন উত্তেজনা ইত্যাদির মতোই গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। এর প্রায়োগিক ফলাফল, উপকারিতা, ক্ষতিকর অনুষঙ্গ, দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের আলোচনাও এখন যথেষ্টই মুখর। পরিবর্তনবাদীদের মতে, প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ফলাফলকে পরিপূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করতে না পারলে এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়াটা প্রায় অনিবার্য।

অন্যদিকে নিজেদের যাঁরা মানবিক যুক্তিবাদী বলে দাবি করেন, তাঁদের মত হচ্ছে, এআইকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণকাঠামোর আওতায় ব্যবহার করতে না পারলে পরিণামে তা পুরো মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও সৃজনশীলতাকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। এর চেয়েও বড় কথা, এটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুঁজির একচেটিয়াত্বকে আরও প্রবল করে তোলার মাধ্যমে শ্রেণিবৈষম্যকে প্রকট করে তুলতে পারে, যার সবচেয়ে বড় অমানবিক শিকারে পরিণত হতে পারে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো।

উপরিউক্ত এ ত্রিমাত্রিক পরিস্থিতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবজাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারকাঠামো কী হবে, সে বিষয়টি নিয়ে যেকোনো ধরনের আবেগ ও আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করা উচিত বলে মনে করি। উল্লেখ্য, ইতালি এবং আরও বেশ কিছু দেশ ইতিমধ্যে এআইর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

অপরদিকে বিরাটসংখ্যক সহজবাদী মানুষ ও নিরবচ্ছিন্ন মুনাফা সন্ধানী উদ্যোক্তা ইতিমধ্যে একে প্রযুক্তির বৈপ্লবিক রূপান্তর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষকেরা ইতিমধ্যে দেখিয়েছেন যে বিশ্বের কেন্দ্রে থেকে এআই প্রযুক্তির উৎপাদন ও বণ্টনকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন, এর মাধ্যমে তাঁরা বস্তুত তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, প্রয়োজন ও ব্যবসায়িক স্বার্থকেই সমুন্নত রাখার চেষ্টা করছেন এবং ভবিষ্যতেও হয়তো তাঁরা সেটাই করবেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অন্য একটি আলোচনা এরূপ যে এর সম্প্রসারিত ব্যবহারের ফলে বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়বে, যা খুবই অগভীর ও অসম্পূর্ণ আলোচনা। আসলে এআইর বর্ধিত ব্যবহারজনিত বেকারত্বের বিষয়টি তেমন বড় কোনো সমস্যা নয়, যেমন বড় বলে আপাতদৃষ্টিতে এটিকে মনে করা হচ্ছে। এর ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োগের ফলে সীমিতসংখ্যক মানুষের বেকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা হয়তো আছে। তবে এর ব্যবহার-প্রক্রিয়ায় নতুন করে বহু লোকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ রয়েছে।

ফলে এ নিয়ে যতটা উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতি মোটেও ততটা ভীতিকর নয়। যেকোনো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ে সব যুগেই এমনটি হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের লগি-বৈঠাচালিত নৌকার জায়গায় যখন শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার চলাচল শুরু হয়, তখন নিরীহ অসহায় মাঝিরা জীবিকা হারানোর ভয়ে রীতিমতো তটস্থ ছিলেন। কিন্তু ঘটনা-পরবর্তী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা বিকল্প জীবিকা খুঁজে নিতে সক্ষম হন এবং নতুন সে পেশা যেকোনো বিবেচনা থেকেই পূর্ববর্তী পেশার চেয়ে অধিকতর উন্নত, উপভোগ্য ও মর্যাদাকর বলে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু তারপরও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এটি এখন খুবই উদ্বেগজনক আলোচনা যে তা মানুষের চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দিতে পারে এবং ফলে মানবসমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যত্ব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর মানুষের মেধা, প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তাভাবনা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে সৃজনশীলতার দুর্ভিক্ষ একটি জাতিগোষ্ঠীকে কীভাবে ও কতটা পঙ্গু করে দিতে পারে, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই বাংলাদেশেই রয়েছে।

কোনো প্রকার আদর্শিক ও দার্শনিক লক্ষ্য ছাড়াই বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি চরম মানহীন গিনিপিগ শিক্ষাব্যবস্থার শিকারে পরিণত হওয়া এ দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেরানি বা ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক বা খাজাঞ্চি, বণিক অথবা উদ্যোক্তা, মন্ত্রী অথবা আমলা ইত্যাদি অনেক কিছুই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় বিশ্বমানের বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক নেতা কিংবা দলনিরপেক্ষ দক্ষ দপ্তরকর্মী ইত্যাদি গড়ে ওঠার হার খুবই নগণ্য। ফলে দিনে দিনে এ দেশ একটি বৃহত্তর ভোক্তা সমাজে তথা অন্য দেশে উদ্ভাবিত পণ্যের একচ্ছত্র বাজারে পরিণত হচ্ছে।

আর এ অবস্থারই অনিবার্য ফল হিসেবে করোনা থেকে বাঁচার জন্য আমরা অন্যের উদ্ভাবিত টিকার অপেক্ষায় থাকি, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যের আবিষ্কৃত ওষুধ খুঁজি, শিল্পে ব্যবহারের জন্য অন্য দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করি, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নাম করে মুখে ফেনা তুলি আর দিনরাত ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে এ মাধ্যমের সমুদয় ও একচেটিয়া মুনাফা আটলান্টিক পাড়ের পশ্চিমি উদ্ভাবকদের হাতে তুলে দিই।

মোটকথা, আমরা আয় বাড়িয়ে ভোক্তা হতে চাই, আন্তর্জাতিক পণ্যের বাজার হয়ে নিজেদের বৈশ্বিক বলে প্রমাণ করতে চাই, এমনকি এরূপ অবাধ বাজারব্যবস্থার সুবাদে নিজ দেশের সম্পদ অন্য দেশে পাচার করে দিতেও অকুণ্ঠিত থাকি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিজেদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাই না বা সেই মর্যাদাবোধের জায়গাটিও জাতি হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ থেকে এখন আমরা নয়া পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিকতার যুগে প্রবেশ করেছি এবং সামনের দিনগুলোতে তা ক্রমান্বয়ে আরও জোরদার হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ওই যে আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত বিদেশিরা গ্রহণ করছেন, সেটিও ওই মৌলিক চিন্তা বিকশিত না হওয়াজনিত দৈন্যতাপূর্ণ মানসিকতারই ফল।

অতএব বলতেই হয় যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মূল সমস্যাটি কাজ হারানোজনিত নয়; বরং বাংলাদেশের জন্য মূল সমস্যা হচ্ছে এআইকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী এর চেয়েও উন্নততর কাজের যে বিপুল সুযোগ তৈরি হতে যাচ্ছে, সেই সুযোগ ব্যবহারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে না পারা। আর তা না পারার জন্য যে কারণগুলো সর্বাধিক দায়ী তার মধ্যে একেবারে প্রথমেই রয়েছে চরম মানহীন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যার আওতায় শিক্ষার প্রচলিত ধাঁচের মান এবং ব্যতিক্রমী সৃজনশীলতা কোনোটির বিকাশই সম্ভব নয়। মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ অবশ্য আন্তর্জাতিক পুঁজির মালিকানাকাঠামোর ধরনের কারণেও বিঘ্নিত হচ্ছে।

ওই যে এআই এখন সারা পৃথিবীর সব মানুষের করতলগত, তা সত্ত্বেও এর বাস্তব ব্যবহারের ক্ষমতা ও ব্যবহারজনিত ফলাফল এর কোনোটিই কি বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তের সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে ও স্বার্থের অনুকূলে রয়েছে বা নিকট ভবিষ্যতে তা থাকবে? মোটেও না।

বিষয়টিকে খানিকটা ব্যাখ্যা করা যাক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোবটসহ অন্য যে ধরনের প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল, তা আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য এসব সাধারণ মানুষের প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে নব উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি অবধারিতভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে বিত্তবান শ্রেণি দ্বারা; অর্থাৎ পুঁজি বা পুঁজিপতিরাই এর আহরণ ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে অর্থনীতি শাস্ত্রের নানা তাত্ত্বিক হিসাবনিকাশের ফাঁকফোকর গলিয়ে এআই প্রযুক্তির অধিগ্রহণ ক্ষমতা স্বল্পবিত্তের সাধারণ মানুষের হাতেও থাকবে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কৃত্রিম বুদ্ধি সৃষ্টির জন্য তথ্য ও উপাত্তকে যাঁরা যন্ত্রে সন্নিবেশিত করবেন (প্রোগ্রামিং), তারা কি শ্রেণিনিরপেক্ষ? কখনোই না। ফলে সেখানে, অর্থাৎ প্রযুক্তি-প্রক্রিয়ায় তাঁরা যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করবেন, সেই সব খুব স্বাভাবিকভাবেই পুঁজির স্বার্থকেই রক্ষা করে চলবে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রোবট উৎপাদনকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান চ্যাটজিপিটিকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ইউক্রেন যুদ্ধের মূল দায় কার এবং এ ক্ষেত্রে ইইউ কতটুকু দায়ী, সে জবাব দিল 'সাধারণ আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অনুযায়ী' রাশিয়াই এর জন্য দায়ী।

কিন্তু এ বক্তব্য কি ঠিক যে এটিই সাধারণ ঐকমত্য? তাহলে যে ইউক্রেন যুদ্ধ প্রশ্নে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটিতে সিরিয়া-উত্তর কোরিয়াসহ ৪ দেশ রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিল এবং চীন-ভারতসহ ৩৫ দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকল, সেটি কী? মোট ৩৯ দেশ কর্তৃক প্রস্তাব সমর্থন না করা সত্ত্বেও সেটি ঐকমত্য হয় কেমন করে? আর তার চেয়েও বড় কথা, চ্যাটজিপিটি যদি মার্কিন না হয়ে ইরানি প্রতিষ্ঠান হতো, তাহলে এর জবাবটি কি সম্পূর্ণ বিপরীত হতো না? অতএব এআইর জ্ঞান কখনোই শ্রেণিনিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারবে না; বরং বরাবরই তা কাজ করবে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসেবে।

ছাতার কথা

কয়েক ছত্র

সাজিদ মোহন

বর্ষা এলেই সবার আগে খুঁজে নিতে হয় ছাতা। ছাতার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বৃষ্টির দিনে। অথচ ইতিহাস বলে, বৃষ্টি নয়, রোদ ঠেকানোর কাজে ব্যবহারের জন্যই মূলত ছাতা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কেউ বলেন মিসর, কেউ বলেন চীন ছাতা আবিষ্কার করেছে। প্রায় চার হাজার বছর আগের ইতিহাস বলছে, মিসর, গ্রিস ও চীনের চিত্রকর্মে ছাতার নিদর্শন রয়েছে। মিসরীয় চিত্রলিপিতে এবং সমাধি-মন্দিরে আঁকা থেকে বোঝা যায়, ২৫০০ থেকে ২৪০০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে রাজা ও দেবতাদের ছায়াদানের জন্য ছাতা ব্যবহার করা হতো। আজকের মতো সেগুলো অবশ্য গোলগাল ছিল না। ছিল চার কোনা সমতল। তেল মাখানো বা মোম দেওয়া কাগজ দিয়ে ছাতাকে পানিরোধক করার কর্মটি প্রথম করেছিল চীন। সে সময় ছাতার কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হতো বাঁশ বা মালবেরিগাছের বাকল।

ছাতার ইতিহাসের সঙ্গে রাজকীয় বিষয়-আশয় জড়িত। অতীতে কেবল অভিজাত ব্যক্তিরাই ছাতা ব্যবহার করতে পারত। বাংলাদেশেও অতীতে আমজনতা ছাতা ব্যবহারের অধিকার রাখত না। বৃষ্টি-বাদলার দিনে তাদের ভরসা হতো মাথাল, টোকা বা কচুর পাতা। গ্রামের বিত্ত ও ক্ষমতাবানেরাই কেবল ছাতা ব্যবহার করতে পারত। জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে ছাতা মাথায় যেতে পারত না সাধারণ মানুষ। ছাতা ভাঁজ করে বগলের নিচে রেখে, জুতা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যেতে হতো। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধন ও আভিজাত্যের প্রতীক ছাতা থাকলেও, বাঙালি মধ্যবিত্তের শিক্ষিত সন্তানেরা একালে ছাতা বহন করতে লজ্জা পায়—ছাতা হাতে নিলে গেঁয়ো গেঁয়ো লাগে।

নারী-পুরুষ সবাই এখন ছাতা ব্যবহার করলেও মাত্র ৩০০ বছর আগে লন্ডনে ছাতা ছিল নারীদের ব্যবহার্য, এটা পুরুষকে মানায় না। এই প্রথাকে ইতর প্রথা বলে মনে করত রাজতন্ত্রের ছাতার ছায়ায় বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক মানুষেরা। ফ্রান্স ঘুরে এসে বিশিষ্ট ভ্রমণকারী, লেখক জোনাস হ্যানওয়ে ইংল্যান্ডের কুসংস্কারকে ঠেলে ছাতা মাথায় প্রথম পুরুষ হিসেবে রাস্তায় নামলেন। সমালোচনার ঝড় উঠল বিভিন্ন মহল থেকে। ধর্ম ও চার্চের অনুগতরা মনে করলেন, ছাতা মেলে দিয়ে হ্যানওয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে ফেলেছেন। ঈশ্বর প্রদত্ত রোদ ও বৃষ্টি নিজের পায়ে ধারণ না করে তা প্রতিহত করা ঈশ্বরের আদেশ তামিল না করার তুল্য অপরাধ!

ছাতা মাথায় চলছেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু। ছাতা হোজ্জার। কওয়া নেই, বলা নেই, বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। বেগতিক দেখে বন্ধু ছুটলেন। হোজ্জা তাঁকে থামালেন, 'বৃষ্টি আল্লাহর রহমত না?' বন্ধু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। 'তাহলে ভাগছ কেন?' এবার বললেন হোজ্জা। বন্ধু নিরুত্তর। ভিজতে ভিজতে চললেন।

সব দিন সমান যায় না। কদিন পরের কথা। ছাতা বন্ধুর। তাঁর সঙ্গে চলছেন হোজ্জা। আবারও বৃষ্টি এল। এবার পাগড়ি সামাল নিয়ে দৌড় দিলেন হোজ্জা। বন্ধু তাঁকে থামানোর চেষ্টা করলেন, 'হোজ্জা করো কী? বৃষ্টি দেখে ভাগছ কেন? ও কী আল্লাহর রহমত নয়?'

'ভাই রে, সে জন্যই তো এই দৌড়। আল্লাহর রহমত যত পায়ের নিচে কম পড়ে, ততই ভালো। তাই না?' না থেমেই হোজ্জার জবাব।

মানবজাতি এখন দুই ভাগে বিভক্ত, যারা ছাতা কেনে, আর যারা ছাতা কেনে না। জীবনে একবারও ছাতা হারায়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। আবার ভুল করে অন্যের ছাতা নিয়ে আসার ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটে। বর্ষণ সামলাতে ছাতা ধার নিয়ে

ফেরত দিতেই যত আলসেমি। বিখ্যাত কবি ও রম্যলেখক তারাপদ রায়ের অনবদ্য গল্প ছাতা। মেঘনাদবাবুকে চিঠিতে ঘনশ্যাম লিখেছেন,

প্রিয় মেঘনাদবাবু,
গত শনিবার রাতে খুব বৃষ্টির সময় আমাদের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের চাকর পাশের বাড়ি থেকে যে ছাতাটি আপনাকে চেয়ে এনে দিয়েছিল, সেই ছাতাটি পাশের বাড়ির ভদ্রলোক আজ চাইতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বললেন, ছাতাটি তিনি তাঁর অফিসের বড়বাবুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, বড়বাবুকে বড়বাবুর ভায়রাভাই খুব চাপ দিচ্ছেন ছাতাটির জন্য, কারণ বড়বাবুর ভায়রাভাই যে বন্ধুর কাছ থেকে ছাতাটি আনেন, সেই বন্ধুর মামা তাঁর ছাতাটি ফেরত চাইছেন।

দয়া করে মনে কিছু করবেন না। আমাদের নিজের ছাতা না থাকায় পাশের বাড়ি থেকে ছাতাটা ধার করে নিয়ে এসেছিলাম। তাই এই জটিলতার জন্য আমরা নিজেরাও খুব সংকোচ বোধ করছি। এই সামান্য ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়ই তাগাদা দিতাম না।ছাতাটি পত্রবাহকের হাতে ফেরত দিয়ে বাধিত করবেন। আবারও বলছি, মনে কিছু করবেন না। এইমাত্র পাশের বাড়ির ভদ্রলোক আবার তাঁর চাকর পাঠিয়ে তাগাদা দিলেন।

ইতি
আপনাদের ঘনশ্যাম

বলা বাহুল্য, মেঘনাদবাবুর পক্ষে ছাতাটি ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ওই ছাতা নিয়ে পরের দিন সকালে মেঘনাদবাবুর ছেলে বাজারে যায় এবং ফেরার পথে যখন বৃষ্টি থেমে গেছে, বাজারের পাশের চায়ের স্টলে এক কাপ চা খেতে গিয়ে সেখানে ফেলে আসে। পরে অবশ্য চায়ের দোকানদার ছাতার কথা অস্বীকার করেননি, কিন্তু সেদিনই দুপুরে আবার যখন বৃষ্টি আসে, তখন দোকানদার মশাই সেটা মাথায় দিয়ে বাড়ি যান ভাত খেতে। বিকেলে সেই ছাতা নিয়ে দোকানদার মশাইয়ের ভাই খেলার মাঠে যান। খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে ভাইটি তাঁর বান্ধবীর বাড়ি যান। সেখানে ছাতাটি রেখে আসেন, কিন্তু এখন সেই বান্ধবীর বাড়িতে ছাতাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বার্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা

আফতাব চৌধুরী

বাঙালি মধ্যবিত্তের ছোট ছোট পরিবারগুলোর জীবনে কিন্তু বহুদিন যাবৎ-ই সুখের চেয়ে নানা শঙ্কার ছায়াই ক্রমশ গাঢ়তর হয়েছে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দোলাচল, শিক্ষায় অব্যবস্থা, সমাজে নৈরাজ্য, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা সেই শঙ্কার একটা দিক হতেই পারে। গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী আর এক বা দুই সন্তান- এই ছোট মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন শঙ্কা অস্বাভাবিক নয়। যেখানে সংসারে আয়ের পথ একটি সেখানে এই শঙ্কা যে অপেক্ষাকৃত গাঢ় তাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

মূল সমস্যা হল বেশ কয়েক বছর ধরে একের পর এক বিভীষিকাময় ঘটনায় মধ্যবিত্তের ছোট পরিবারের ওই শঙ্কায় ঢুকে পড়েছে মৃত্যুভয়- জ্ঞাত-অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নির্মম যন্ত্রণাময় মৃত্যুচিন্তা। আর ভয়চিন্তা বেশি করে গ্রাস করছে শহর মহানগরে বহুতলে-বন্দি ছোট পরিবারের বয়স্ক মানুষজনকে। আততায়ীর নিষ্ঠুর হাত এড়িয়ে জীবনের শেষটুকু নির্বিঘ্নে কাটানো যাবে কি না- এই প্রশ্নই এখন নিঃসঙ্গ বার্ধক্যে সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে দুষ্কৃতকারীদের একটা প্রধান টার্গেট বয়স্ক মানুষজন। ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মিলে থাকেন, ছেলে-মেয়েরা চাকরি বা উচ্চশিক্ষার জন্য ভিন জেলা বা প্রবাসে এমন পরিবারের দিকেই খুনী ডাকাতদের ঝোঁক বেশি। উদ্দেশ্যে, কখনও টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি লুঠ, কখনও সংশ্লিষ্টের জমি-বাড়ি, ফ্ল্যাট দখল। আর যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হল- এমন সব খুনের ঘটনায় জড়িতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিহত হতভাগ্যদের বিশেষ পরিচিত। এই পরিচিতদের তালিকায় আত্মীয়-পরিজন, বাড়ির কাজের লোক, এমনকি আর্থিক বা অন্যভাবে উপকৃত কৃতঘ্ন শ্রেণির লোকও থাকছে।

ভালোবাসা, মায়া-মমতা, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতাবোধ সব তো তছনছ হয়েই গিয়েছে। এদিক-ওদিক ছিটেফোঁটা যেটুকু পড়ে আছে সেটুকুও আর থাকবে না। হ্যাঁ আল্লাহ- তা হলে ভবিষ্যতে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে। মনে হবে না এমন কথা? এমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খুনের ঘটনা ঘটলেই দেখা যায় আঙুল ওঠে পুলিশের দিকে। পুলিশ বয়স্ক মানুষজনকে ঠিকমত নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তাই একের পর এক এমন মর্মান্তিক সব ঘটনা ঘটছে-অনেকেই অভিযোগের সুরে এমন কথা বলেন। কিন্তু, সত্যিই কি এভাবে হাজার হাজার, লাখ লাখ প্রায় নিঃসঙ্গ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব পুলিশের দ্বারা। আমাদের দেশের নিরাপত্তা পরিকাঠামো কি ততটা দৃঢ়? এই কোটি-কোটির দেশে তেমন পুলিশি বন্দোবস্ত কি আদৌ সম্ভব। প্রতিশ্রুতিতে সেচ্ছাসেবীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কেউ কেউ আবার দেখা যায়- প্রবাসী সন্তানদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। ওরা নাকি নিজেদের উন্নতি চিন্তায় বয়স্ক বাবা-মায়েদের অবহেলা করছেন- তাই এমন সব নির্মম ঘটনা ঘটছে। এটাও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। বিদেশে বা ভিন জেলায় যাঁরা চাকরি বা পড়াশুনার সূত্রে থাকেন, তাঁদের বাধ্যবাধকতাটা ভাবতে হবে ঠিকই। হুট করে বললেই কি কাজকর্ম ফেলে আসা যায়? কর্মসংস্কৃতিটা সর্বত্র এক রকম ভাবলে কী করে হবে। বলা হচ্ছে না যে, প্রবাসী বা ভিন জেলাবাসী সব সন্তানই বাবা-মা অন্তঃপ্রাণ, তাঁদের জন্য ভেবে ভেবে আকুল হয়।

আসলে, যেদিন থেকে একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত সংসারে ভাঙন ধরল - বড়-মেজ-ছোটরা আলাদা আলাদা বাসা করল, পরিবারের গুরুজনদের দূরে রেখে নিজের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা সংসারের স্বাধীনতা এবং সামান্য আয়েও এক ধরনের সচ্ছলতার স্বাদ পেতে শুরু করল-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই অসহায়তা, এই নিরাপত্তাহীনতার সূত্রপাত সেদিনই ঘটে গিয়েছিল। তারপর সময় যত এগিয়েছে ঘর-পরিবারগুলো তত ছোট হয়েছে। একদিন যাদের অঙ্গুলি হেলনে চলত পরিবার, সেই রাশভারী প্রবীণ-প্রবীণারা ক্রমশ যেন গুরুত্ব হারিয়ে সরে যেতে থাকলেন সংসারের প্রান্ত সীমায়। তারপর এক সময় গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশে আমাদের ঘরেও উড়ে এল বিশ্বায়নের মোহিনী মায়া। ইউরো ডলার বা পাউন্ডের দেশে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে তাদেরকে ওই স্বপ্নের ভবিষ্যতে পৌঁছে দিতে উঠে পড়ে লাগলেন বাবা-মায়েদের অনেকেই।

সব মিলিয়ে বয়স্কদের চারপাশ থেকে একটু একটু করে সরে যেতে লাগল পারিবারিক বাঁধনের সুতোগুলো, এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, বাড়িতে-বাড়িতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভেসে বেড়াতে লাগলেন আর তাঁদের সম্পত্তি জমি-বাড়ি হয়ে উঠতে লাগল মূর্তিমান বিপদ। সত্যি বলতে কী- পরিবার যত ছোট হচ্ছে নিঃসঙ্গতা প্রবীণদের তত গ্রাস করছে।

সাংবাদিক-কলামিস্ট

উৎসব
পরিবেশ মেলা
২২ জুলাই, ২০২৩, শনিবার
(170-48 84th Avenue, Jamaica, NY 11432, USA)
বাংলাদেশের
পরিবেশ উন্নয়নে
প্রবাসীদের
ভূমিকা
শামীম আল আমিন
এর সঞ্চালনায়
বিশেষ টকশো
২২ জুলাই, শনিবার, ২০২৩
মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে
Website: https://ben-global.net/; Facebook: https://www.facebook.com/groups/BangladeshEnvNetwork;
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bangladesh-environment-network-ben/
Twitter: https://twitter.com/BDEnvNetwork
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)
ben-global.net

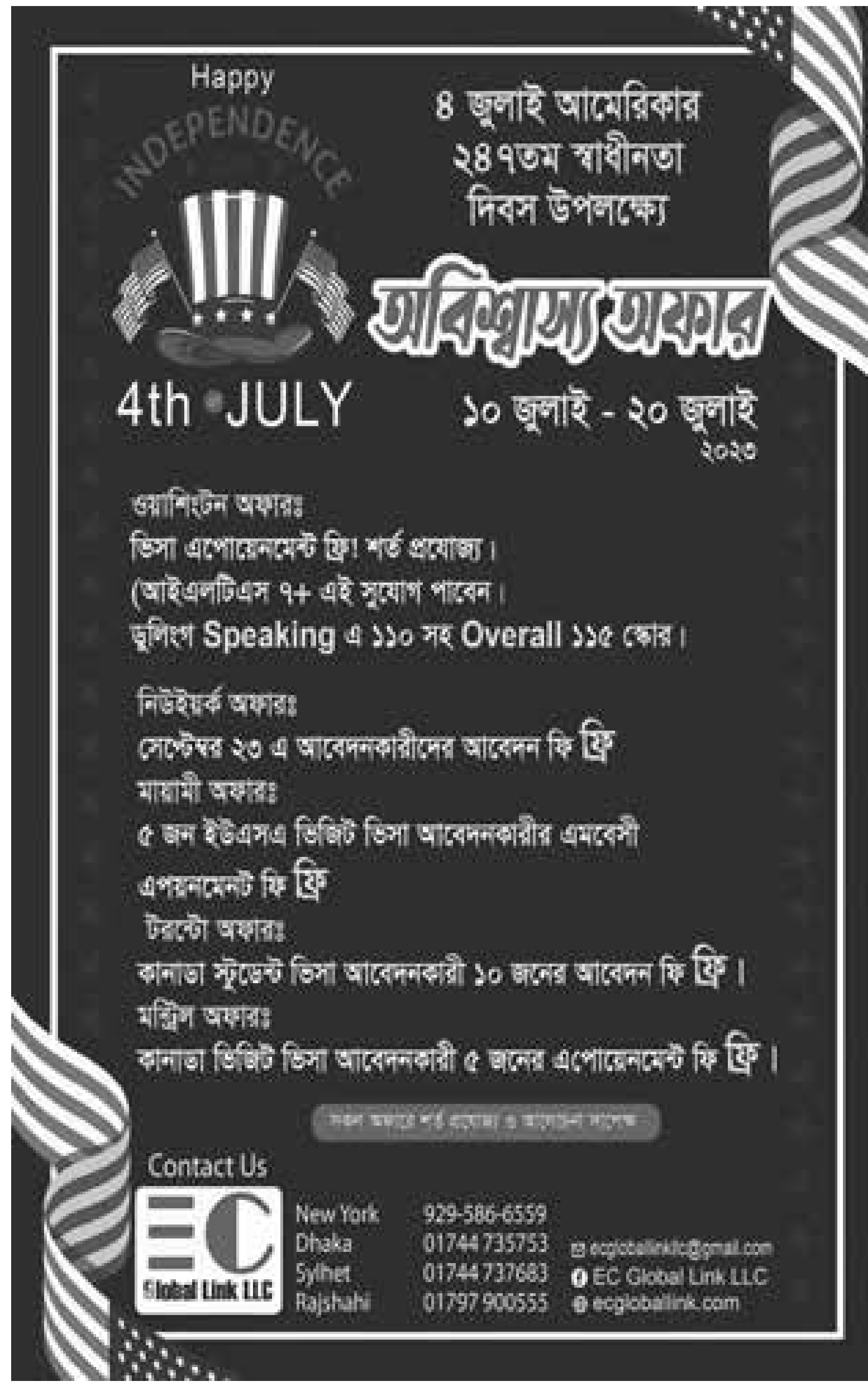
Happy
INDEPENDENCE
৪ জুলাই আমেরিকার
২৪৭তম স্বাধীনতা
দিবস উপলক্ষ্যে
অবিশ্বাস্য অফার
4th JULY
১০ জুলাই - ২০ জুলাই
২০২৩
ওয়াশিংটন অফারঃ
ভিসা এপোয়েনমেন্ট ফ্রি! শর্ত প্রযোজ্য।
(আইএলটিএস ৭+ এই সুযোগ পাবেন।
ডুলিংগ Speaking এ ১১০ সহ Overall ১১৫ স্কোর।
নিউইয়র্ক অফারঃ
সেপ্টেম্বর ২৩ এ আবেদনকারীদের আবেদন ফি ফ্রি
মায়ামী অফারঃ
৫ জন ইউএসএ ভিজিট ভিসা আবেদনকারীর এমবেসী
এপয়নমেন্ট ফি ফ্রি
টরন্টো অফারঃ
কানাডা স্টুডেন্ট ভিসা আবেদনকারী ১০ জনের আবেদন ফি ফ্রি।
মন্ট্রিল অফারঃ
কানাডা ভিজিট ভিসা আবেদনকারী ৫ জনের এপোয়েনমেন্ট ফি ফ্রি।
Contact Us
EC Global Link LLC
New York 929-586-6559
Dhaka 01744 735753
Sylhet 01744 737683
Rajshahi 01797 900555
ecgloballinkllc@gmail.com
EC Global Link LLC
ecgloballink.com

সামার সেল! সামার সেল!
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
বিশেষ ছাড়
Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
Emirates
KUWAIT
TURKISH AIRLINES
QATAR AIRWAYS
Global Tours & Travel
Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন
আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law
গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)
IMMIGRATION
স্টুডেন্ট ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ অঙ্গরাজ্যে একই দিনে প্রবাসীদের ঈদ উদযাপন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে একই দিনে ৫০ অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিরা উদযাপন করেছে পবিত্র ঈদুল আজহা। স্থানীয় সময় ২৮ জুন বুধবার যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী সকল দেশীয় মুসলিম সম্প্রদায় পবিত্র ঈদুল আযহার নামাজে অংশ নেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় হাজারেরও বেশি মসজিদের ব্যবস্থাপনায় এবারে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। খোলা মাঠ ছাড়াও মসজিদ ও গির্জার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের জামাত। দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব স্টাটিস্টিশিয়াঙ্গ অব আমেরিকান রিলিজিয়াস বডিস'র সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সূত্রটি জানায়, গত দুই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ও মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালের যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২ শ' ৯টি, মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার ২ হাজার ১শ' ৬টি এবং ২০২০ সালের সর্বশেষ গণনায় যুক্তরাষ্ট্রে মোট মসজিদের

পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার ৭শ' ৯৬টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মসজিদ রয়েছে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে ৩৪৩টি, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৩০৪টি, টেক্সাসে ২২৪টি, ফ্লোরিডায় ১৫৭টি ইলিনয়সে ১০৯টি এবং নিউ জার্সিতে ১৪১টি মসজিদ রয়েছে বলে জানা গেছে।

বুধবার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশি পরিচালিত মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন মাঠ, পার্কের মাঠে ও গির্জার মিলনায়তনে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। যেসব এলাকায় মসজিদ নেই সেসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গির্জার মিলনায়তনেই জুম্মা ও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বাংলাদেশিদের পরিচালনাধীন তিন শতাধিক মসজিদ বা তৎসংলগ্ন মাঠে ঈদ জামাত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন বাংলাদেশি ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় জামাত এবং মসজিদগুলোতে পর্যায়ক্রমে চলে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। ঈদ জামাতের নিরাপত্তায় স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নিউ ইয়র্কের বড় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে। এ ছাড়া জ্যামাইকার অন্য মসজিদ, জ্যাকসন হাইটস, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, এস্টোরিয়া, ম্যানহাটনসহ প্রায় সব এলাকার মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনবহুল ও বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউ জার্সি, পেনসিলভেনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, ওহাইও, ইলিনয়স, কলারাডো, ডেলাওয়ার, জর্জিয়া, কানসাস, ম্যারিল্যান্ড, মিশিগান, সাউথ ক্যারোলিনা, ওয়াশিংটন ও কেন্টাকি'র বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার ও প্রায় দুই শতাধিক খোলা মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ইইউ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জি এম কাদেরের বৈঠক

ঢাকা অফিস

ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় ইইউ রাষ্ট্রদূতের গুলশানের বাসভবনে এ বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শেষ হয় দুপুর ১২টার পর।

বৈঠকে ইইউ ডেপুটি রাষ্ট্রদূত বার্নড স্পেনিয়ারও ছিলেন। জাপা চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন তাঁর বিশেষ দূত মাশরুর মওলা। সূত্র জানায়, ইইউ রাষ্ট্রদূত নির্বাচনে জাপার অবস্থান কী হবে জানতে চান। এর জবাবে রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়, জাপা এখন পর্যন্ত এককভাবে নির্বাচন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে।

নির্বাচন বিষয়ে বিএনপিসহ অন্য দলগুলোর মনোভাবের বিষয়েও ইইউ রাষ্ট্রদূত জানতে চেয়েছেন বলে জানান মাশরুর। জবাবে জাপা চেয়ারম্যান এ বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন বলে জানান তিনি।

নির্দলীয় সরকারই একমাত্র সমাধান

ইইউকে জানাল বিএনপি

ঢাকা অফিস

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত নয় বলে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) জানিয়েছে বিএনপি। এ অবস্থায় নির্দলীয় সরকারকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে ইইউয়ের কাছে উপস্থাপন করেছে দলটি।

মঙ্গলবার গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এমনটাই জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর আগে বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দুই পক্ষের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'নির্বাচনের বিষয়েই আলোচনাটা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, আমাদের (বিএনপি) কী চিন্তা, আমরা কী ভাবছি, কী করছি—এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা খুব পরিষ্কার করে বলেছি যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এখানে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার ছাড়া কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচন করা সম্ভব নয়।'

তিনি জানান, ইইউ অনেকবারই বলেছে যে তারা বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায়। বাংলাদেশে আসলে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সুযোগ আছে কি না, সেটা দেখতেই তাদের টিম আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশে আসছে। এই দলের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কথা হবে, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা হবে। এই বিষয়েই আমাদের সঙ্গে আগাম আলোচনা করেছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত।

আন্তর্জাতিক মহলের মধ্যস্থতায় কোনো সংলাপের সম্ভাবনা আছে কি না জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'আমি এ বিষয়ে এখনই কথা বলতে পারব না। কারণ, সে ধরনের কোনো আলোচনা হয়নি। আলোচনাটা হয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচনের পরিস্থিতি আছে কি না, সেই বিষয়ে।'

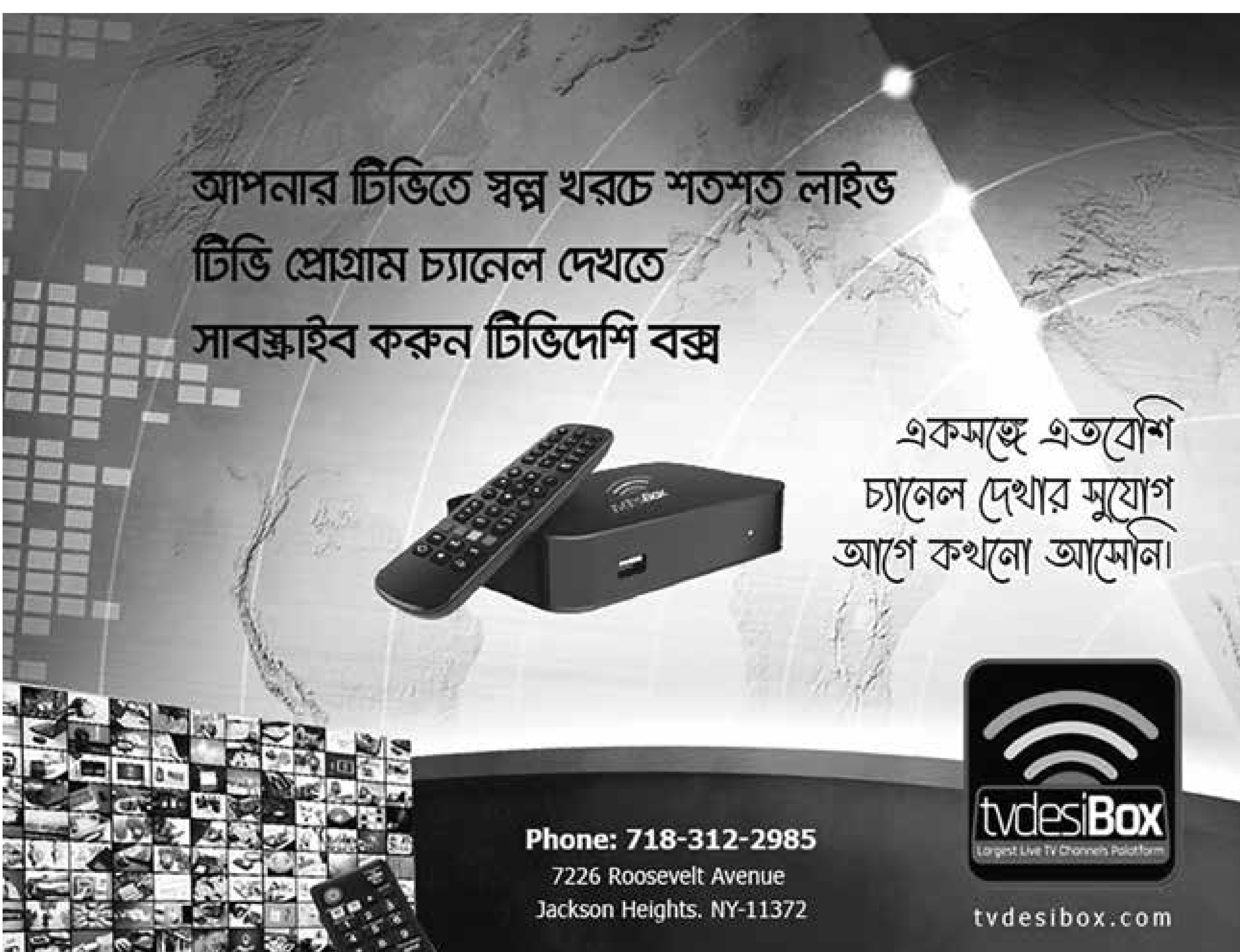

আওয়ামী লীগ নেত্রী আইরিন পারভিনকে অবাঞ্ছিত ঘোষনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আইরিন পারভিন

২৫ জুন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক আইরিন পারভিনকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়েছে, দলটির বাফেলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ ঘোষনা দেয়া হয়েছে। বাফেলো আওয়ামী লীগ নিউইয়র্কের সভাপতি আব্দুল এম খান ফাহিম ও সাধারন সম্পাদক কবির হোসেন হাওলাদার পোদ্দার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে পারভিনকে অবাঞ্চিত ঘোষনা ও তার কর্মকান্ডের নিন্দা করা হয়েছে।

বাফেলো আওয়ামী লীগের প্যাডে স্বাক্ষরিত ঘোষণায় বলা হয়, গত ২৩ জুন দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নামে দলের যুক্তরাষ্ট্র ও নিউইয়র্ক স্টেট আওযামীলীগের নেতৃত্বের বিরোধিতাকারীদের নিয়ে তিনি এক সভা করেন। বাফেলোতে গনতান্ত্রিকভাবে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের বিরুদ্ধে তিনি ও তার অনুসারিরা বক্তব্য রাখেন। এতে দলের অনেক ক্ষতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, আইরিন পারভিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য দেন। তিনি জননেত্রী শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ এর নাম ব্যবহার করে নিজেকে শক্তিশারী বলে জাহির করেছেন। আইরিন পারভিন জননেত্রী শেখ হাসিনার মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে দাবি আইরিন পারভিনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হোক।

এদিকে নিউইয়র্কের কুইন্সে আইরিন পারভিন দলের বিপথগামীদের নিয়ে সভা সমাবেশ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের কাছে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আর্কষন করলে তিনি প্রতিবেদককে বলেন, বাফেলোর কমিটি গনতান্ত্রিকভাবে ভোটের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এ কমিটির ব্যবপারে কারও বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকবার কথা নয়। আইরিন পারভিনের ব্যাপারে আমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তবে দলে যে যেমন কাজ করবেন তেমনই প্রতিদান পাবেন।

জিল্লুর রহমান জিল্লু দুর্বৃত্তের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত

উত্তর আমেরিকা অফিস

জিল্লুর রহমান

২৮ জুন বুধবার রাতে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু নিউইয়র্কের সাবওয়তে এক কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের আকস্মিক হামলার শিকার হন।

জানা গেছে, বুধবার রাতে কাজ শেষে বাড়ী ফেরার পথে ট্রেন থেকে নামার পর গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়েতে এক বখাটে কৃষ্ণাঙ্গ পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তার মধ্যে পড়ে মাথায় ও হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরে স্থানীয় বাংলাদেশিরা খবর পেয়ে তাকে এলমহার্স্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান তাঁর ডান হাত ভেঙ্গে গেছে।

বিএনপি নেতা আহবাব চৌধুরী খোকন এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমানের উপর এই হামলায় নিন্দা করেছেন। তিনি তাঁর আশু সুস্থতা কামনা এবং তাঁর রোগ মুক্তি কামনায় দলমত নির্বিশেষে সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

ঢাবি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

১ জুলাই নিউইয়র্কে বসেছিল এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই মিলনমেলার আয়োজন করা হয় কুইন্সের লাগুর্ডিয়া এয়ারপোর্ট মেরিয়টের ব্যাংক ওয়েট হলে। শুধু নিউইয়র্ক নয়, আনন্দ ভাগাভাগী করতে এই অনুষ্ঠানে ছুটে আসেন নিউজার্সি, ভার্জিনিয়া, পেনসেলভেনিয়াসহ ভিন্ন স্টেটে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পা রাখলো ১০৩ বছরে। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ৮৪৭ শিক্ষার্থী, ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারপর শতবর্ষ পেরিয়ে এটি এখন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

কেক কাটার মাধ্যমে শুরু করেন নিজেদের প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৩ তম জন্মদিন প্রবাসে থাকা ঢাবি শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থীরা।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনসুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত কিছে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কের জ্যাকসনহাইটসস্থ ডাইভার্সিটি প্লাজায় ঈদ উল আযহার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা।

নিউইয়র্কে বাগেরহাট জেলা সমিতির জমজমাট বনভোজন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাগেরহাট জেলা সোসাইটির জমজমাট বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ জুলাই শনিবার লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সবার জন্য খেলাধূলার প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সব বয়সীদের জন্য খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। সকালের নাস্তাসহ দুপুরে সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয়।

এবারের বনভোজনে বিশেষ আর্কষণ ছিল রাফেল ড্র। বিশের অধিক পুরস্কারের মধ্যে সোনার চেন, সোনার ব্রেসলেট, ফ্রিজ, টিভি ছিল উল্লেখযোগ্য। পিকনিক কমিটির আহবায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মুরাদ খন্দকার। সদস্য

সচিব পর্না ইয়াসিন, সমন্বয়কারি স্বপন তালুকদার। সমিতির সভাপতি আনসার আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বাবুল হাওলাদার এর নির্দেশনায় অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সমিতির উপদেষ্টা আল আমীন রাসেল। অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা লিঠু চৌধুরী। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন কমিউনিটির প্রিয় মুখ, সুরেলা কন্ঠের অধিকারীনি মিতা, বাপ্পি, ইব্রাহিম সেলিমসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ড. ওয়াজেদ এ খান, গাজিপুর সমিতির সভাপতি লিটন চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আলি এহসান ছোটন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা ফারুক তালুকদার, সহ-সভাপতি হ্যাপি চৌধুরী, সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক চয়ন মিস্ত্রী সহ সমিতির সকল কার্যকরী সদস্য বৃন্দ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ফেরদাউস, হাবিবুর রহমান চাঁন, এম রহমান শান্ত, পারভেজ, রাছেল, মোঃ শিহাব, মোঃ মোদাসসির হোসেন, সুলতান, ছাত্তার হোসেন ও ভবতোষ বাবু প্রমুখ।

নিউইর্য়ক ঈদগাহে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

মিনি বাংলাদেশ নিউইয়র্কের জ্যাকসনহাইটসস্থ ডাইভার্সিটি প্লাজায় নিউইর্য়ক ঈদগাহর ঈদ উল আযহার ৫টি জামাত ছিল মুসল্লীতে ভরপুর। দূরে কোরবানী করতে যাওয়া মুসল্লীদের সুবিধার্থে ও তাঁদের অনুরোধে ১ম জামাতটি সকাল ৬টায় শুরু করায় শেষ ও ৫ম জামাতটি ১০টায় করতে হয়, যে কারনে নিউইয়র্ক ঈদগাহর অনেক মুসল্লীরা অসুবিধায় পড়ে যান, কতৃপক্ষ এইজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। স্থানীয় সংবাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে এই সময়সূচী আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপরও ১১টার জামাত পড়তে আসা অনেক মুসল্লিদের জন্য পরে মোহাম্মদী সেন্টার মসজিদে আরেকটি জামাতের ব্যবস্থা করা হয়। ঈদের জামাতে ইমামতি করেন কাজী কায়ুম, ইমাম শাইখ আবদুল্লাহ মামুন, ইমাম শাইখ মুসতানজিদ বিল্লাহ রাব্বানী বদরপুরী, ইমাম শাইখ হাফিজ মোশাররফ হোসাঈন এবং ইমাম শাইখ ক্বারী আবুল খাইরও । প্রতিটি জামাতের ইংরেজী খুতবায় কোরবানীর ঐতিহ্য ও বিশেষত্ব তুলে ধরা হয় নতুন প্রজন্মের জন্য । আমেরিকার মুসলমান, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয় প্রতিটি জামাতেই।

নিউইয়র্ক আওয়ামী লীগের ঈদ পুনর্মিলনী

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান ঈদ পুনর্মিলনী ও বনভোজনের আয়োজন করেছিল প্লাসিন মিউডো করোনা পার্কে। ব্যতিক্রম ধর্মী বনভোজনে আয়োজনের মধ্যে ছিল বারবিকিউ পার্টী খেলাধূলা আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে বৃষ্টির জন্য কিছুটা ব্যাহত হলেও প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানের অতিথি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল হাসান এসে উপস্থিত হন।দিনব্যাপী মহানগর আওয়ামী লীগের বনভোজনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহন করেন।

উপস্থিত আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি এম উদ্দীন আলমগীর।সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃমাসুদুল হাসান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নুরুল আফসার সেন্টু,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান,সহসভাপতি মাসুদ সিরাজী, স্বেচ্ছাসেবকলীগনেতা দুরুদ মিয়া রনেল, সৈয়দ কিবরিয়া, নাফিজুর রহমান তুরন, হেলাল মিয়া, যুবলীগনেতা রিয়াজুল লস্কর মিঠু, ছাত্রলীগনেতা ফাহিম আহমেদ, রাসেল, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগ সভাপতি আব্দুল মুহিত, জ্যাকসন হাইটস ইউনিট সাধারন সম্পাদক কায়ছার তানভীর, মহানগর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সিবলী সাদিক, দুলাল বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার, সুমন মাহমুদ। উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জাকির হোসেন চৌধুরী অসিম,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শফিউদ্দীন তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক ইলিয়াস খসরু, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক মোফাচ্ছিল হোসেন, সদস্য আবুল বাশার জুয়েল, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সহসভাপতি কবি আবু তাহের চৌধুরী, ছাত্রলীগনেতা সাফাত রহমান প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড.সিদ্দিকুর রহমান বলেন আগামী সেপ্টেম্বরে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সম্মেলনে আসলে আমরা সবাই মিলে সংবর্ধনার আয়োজন করব। ইমদাদ চৌধুরী বলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভ্যানগার্ড হিসেবে সবসময় পাশে থাকবে।

প্লাসিন মিউডো করোনা পার্কে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠান ঈদ পুনর্মিলনী

ইমদাদ চৌধুরীর মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর মাতা আলহাজ্ব মমতাজ বেগম চৌধুরী ৩ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহী রাজিয়ুন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

মমতাজ বেগম চৌধুরীর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

নায়াগ্রা ভ্রমণ

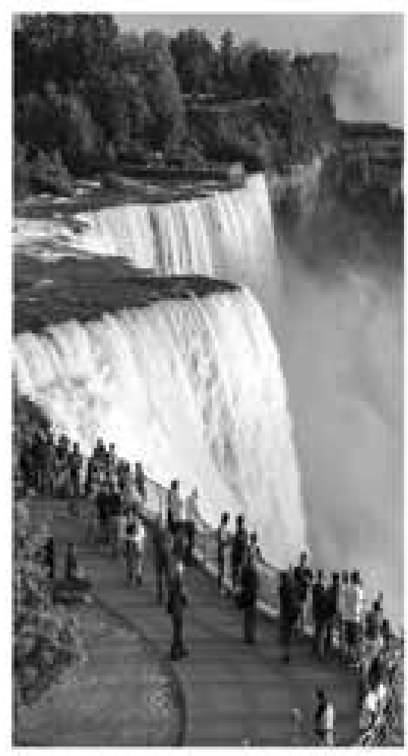

তারিখঃ
২৩ ও ২৪ জুলাই
(রবি ও সোমবার)
থাকার স্থান
কোয়ালিটি হোটেল এন্ড সুইটস্
240 Street, Niagara Falls, NY 14303
গাড়ী ছাড়ার স্থানঃ
সকাল-৭টা
(জ্যাকসন হাইটস ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে)
সকাল-৮টা
(পার্কচেস্টার খলিল বিরিয়ানী হাউসের সামনে)
মাথা পিছু - ২৮৫ ডলার (এডাল্ট)
ছোটদের - ২৬৫ ডলার
(লাক্সারি বাসে আসা যাওয়া এবং হোটেল অন্তর্ভুক্ত)
যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING

DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
সিমসিত আসনে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডাঃ আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
আমাদের সেবা সমূহঃ
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস পেলেন ১৫ অভিনয় শিল্পী

ভার্জিনিয়া

১ জুলাই ভার্জিনিয়ার হার্ন্ডন হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে এসব পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ইমা এলিস

ভার্জিনিয়ায় দেশের ১৫ জন অভিনয় শিল্পী এবারে পেলেন ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস। স্থানীয় সময় ১ জুলাই শনিবার রাতে ভার্জিনিয়ার হার্ন্ডন হাই স্কুলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২১তম আসরে নিউ ইয়র্কের শো টাইম মিউজিকের স্বত্বাধিকারী আলমগীর খান আলম পুরুস্কারপ্রাপ্ত ১৪ জন অভিনয় শিল্পী ও কলাকুশলীর নাম ঘোষনা করেন।

অভিনেতা সাজু খাদেমের সঞ্চালনায় এবারে নিউ ইয়র্কের সর্ববৃহৎ বিনোদমূলক অনুষ্ঠান ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস যারা পেয়েছেন তারা হলেন- সেরা অভিনেতা মোশারফ করিম (টিভি নাটক), জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী (টিভি নাটক), আজীবন সম্মাননা অমিত হাসান (সিনেমা), সেরা অভিনেত্রী মেহাজাবীন চৌধুরী (টিভি নাটক), জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিন (টিভি নাটক), সেরা টিভিনাট্য পরিচালক এম এম কামাল রাজ, ঢালিউড বিশেষ সম্মাননা সৈয়দ বাবু, ঢালিউড পাওয়ার সম্মাননা মিশা সওদাগর, সেরা অভিনেতা শাকিব খান (সিনেমা), সেরা অভিনেত্রীর সম্মাননা পুজা চেরী, রাইজিং স্টার সম্মাননা প্রিয় মনি, বিশেষ রাইজিং স্টার সম্মাননা জয় চৌধুরী, ক্রিটিক্স সম্মাননা জায়েদ খান (সিনেমা), ক্রিটিক্স সম্মাননা জিয়াউল হক পলাশ (টিভি নাটক) এবং সেরা অভিনেতা সাজু খাদেম (টিভি নাটক)।

শো টাইম মিউজিকের স্বত্বাধিকারী আলমগীর আলম খান বলেন, ভার্জিনিয়ায় আমাদের ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসের ২১তম আসর সর্বত্রই সফল হয়েছে। এবারের আসরের পেছনে যারা কাজ করেছেন তাদের সবাইকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এর আগে গত ২৫ জুন নিউ ইয়র্কে দেশ ও প্রবাসের ১৭ জন সঙ্গীতশিল্পীকে ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। কুইন্সের জ্যামাইকার অ্যামাজুরা'র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২১তম আসরে নিউ ইয়র্কের শো টাইম মিউজিকের স্বত্বাধিকারী আলমগীর খান আলম পুরুস্কারপ্রাপ্ত ১৭ জন শিল্পী ও কলাকুশলীর নাম ঘোষনা করেন। বাংলাদেশি শিল্পী ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শিল্পী ও কলাকুশলীরাও পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরুস্কার।

অনুষ্ঠানে সেরা ব্যান্ড নগর বাউল জেমস, জনপ্রিয় ব্যান্ড চিরকুট, সেরা গায়ক তাহসান খান, প্রতিভাবান গায়ক প্রতিক হাসান, সেরা লোকগীতি শিল্পী সেলিম চৌধুরী ও রেশমি মির্জা, বিশেষ ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড মেহের আফরোজ শাওন, ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড উত্তর আমেরিকা প্রমি তাজ, মোঃ তরিকুল ইসলাম মিঠু, আফতাব জনি, মেহজাবিন মাহবুব খুশবু, আজীবন সম্মাননা দিলরুবা খান, ঢালিউড সঙ্গীত পরিচালক পুরস্কার জাকের খান মজলিশ, নাট্য পরিচালক সৈয়দ আর ইমন, নাট্য অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, ইয়াং ট্যালেন্টেড ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ফাতিহা আয়াত এবং ইয়াং ট্যালেন্টেড ডালিউড অ্যাওয়ার্ড প্রিসিলা। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বেশ কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকও পেয়েছেন এবারের নিউ ইয়র্ক ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস।

ভার্জিনিয়া প্রবাসী ব্যবসায়ী নেতা কবির পাটোয়ারী, ৭১ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট পারভিন পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন, বাংলাদেশ আমেরিকা ফাউন্ডেশনের সভাপতি হাসান চৌধুরী ও সাধারন সম্পাদক সারোয়ার মাহিসহ অনেকে এ অনুষ্ঠান সফল করতে সহায়তা প্রদান করেছেন।

অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সির সাথে প্রথম আলো'র মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউজার্সির সমৃদ্ধ শহর আটলান্টিক সিটিতে একজন বাংলাদেশি মেয়র নির্বাচিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এরমধ্যেই তালিকাভুক্ত বাংলাদেশী আমেরিকান ভোটার নিজেদের ঐক্য ধরে রাখতে পারলে সিটি হল বাংলাদেশীদের দখলে থাকার কথ। যদিও এখন একজন মাত্র বাংলাদেশী আমেরিকান কাউন্সিলম্যান রয়েছেন। বাংলাদেশীদের সমর্থন নিয়ে আরও একজন পাকিস্তানি আমেরিকান এখন রয়েছেন কাউন্সিলম্যান হসেবে। প্রান্তিক শহর আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশীদের এমন বিভেদের কারণেই নিজেদের এখনও রাজনৈতিকভাবে শাক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারছেন না বাংলাদেশীরা।

বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া লেখক সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য সভায় এসব কথাই উঠে এসেছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লেখক সাংবাদিকদের সাথে ২ জুলাই রোববার মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সি কার্যালয়ে। সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরীর উদ্যোগ আয়োজনে এ সভায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন আব্দুর রফিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর হোসেন ভুঁইয়া,জাকিরুল ইসলাম খোকা,আবু নসর, মোঃ মনিরুজজামান, পিন্টু রায়, মোঃ আইয়ুব, ফারুক তালুকদার, কনক রাউথ, মনোজ দেব রায়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষে সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, লেখক সাংবাদিক রহমান মাহবুব, শেলী জামান খান, ভায়লা সালিনা, মৌ মধুবন্তি, সুলতানা ফেরদৌসী, মুকুল হক, ঊষা রহমান, নাসিমা সুলতানা ফ্লোরা প্রমুখ।

৪৩ তম বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষে আটলান্টিক সিটিতে উপস্থিত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারকে ব্যাপকভাবে অভিবাদন জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সি নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয় ঘুরিয়ে দেখান। এ কার্যালয় থেকে বাংলাদেশীদের কনস্যুলেট সেবা প্রদান সহ নানা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। নিয়মিত ফুড ব্যাংক পরিচালনার মাধ্যমে লোকজনের কাছে খাবার বিতরণ করা হয়ে থেকে এ কার্যালয় থেকে। সরকারী অনুদানে সংগঠনের কার্যালয় রূপান্তর করা হচ্ছে। অচিরেই তাঁরা শহীদ মিনার স্থাপনের কাজ শুরু করবেন বলে জানালেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশীদের এমন এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে পাশে থাকার কথা জানানো হয়। অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সি তাদের বার্ষিক মেলায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আটলান্টিক সিটি সাগর পাড়ের একটি সমৃদ্ধ শহর হিসেবে পরিচিত ছিল। গত এক দশকে এ শহরের অর্থনৈতিক অবস্থা উঠা নামা করছেন। ক্যাসিনো সহ নানা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীরা কাজ করছেন। এরমধ্যেই নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকানদের উত্থান ঘটছে। অন্তত অর্ধ শতাধিক নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীরা এ শহর থেকেই কেউ চিকিৎসক হয়েছে, কেউ হওয়ার পথে। অন্যান্য পেশা ও মূলধারার কাজকর্মে নতুন প্রজন্মের সাফল্যের সাথে অংশগ্রহনের কথা জানালেন পরিশ্রমী প্রবাসীরা। নিজেদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে অচিরেই আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশীদের অবস্থান আরও সংহত করার প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে আড্ডা আলোচনার সমাপ্তি ঘটে।

অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সির সাথে সফররত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবার। ছবি: প্রথম আলো

সাহিত্য একাডেমির মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩০ জুন শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র নিয়মিত মাসিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতেই ছিল এই বছর প্রকাশিত নতুন বইয়ের পরিচয় পর্ব। আসরে উপস্থিত এ.বি.এম সালেহ উদ্দিন, বেনজির শিকদার, সুরিত বড়ুয়া, আবু সাঈদ রতন, সুমন শামসুদ্দিন, মনিজা রহমান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, সবিতা দাস, রওশন হক ও পলি শাহীনা নিজেদের বইয়ের সঙ্গে সকলের পরিচিয় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে ঠিকানা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, লেখকের ভালোবাসায় সাহিত্য একাডেমি প্রবাসে এগিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি।

নিউ ইয়র্কে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের পরিবেশনায় মুগ্ধ দর্শকশ্রোতা

কনসার্ট ফর অপ্টিমিস্টস

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মতো নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান 'কনসার্ট ফর দ্য অপ্টিমিস্টস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ জুলাই শনিবার জামাইকার ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেসের মেরি লুইস অ্যাকাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের গানে সহায়তা করেন দেশ বিদেশের জনপ্রিয় গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও প্রযোজক ফুয়াদ আল মুকতাদির।

সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অনুদানের অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের দানশীল সংস্থা 'দ্য অপ্টিমিস্টস'-এর তহবিলে প্রদান করা হবে বলে শুভেচ্ছা বক্তব্যে উল্লেখ করেন রাহাত মুকতাদির। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কোন প্রবেশ মূল্য ছিল না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যারা যারা অনুদান প্রদান করেছেন তাদের সেই অর্থ আমরা দানশীল সংস্থা 'দ্য অপ্টিমিস্টসের তহবিলে জমা করবো। অনুদান প্রদানকারীসহ অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিদের তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন গতানুগতিক অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আমরা একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আয়োজনের চেষ্টা করেছি মাত্র। এর ফলে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা আরও বেশু উৎসাহিত হবেন বলে তিনি আশা করছেন।

নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে যারা গান করেছেন তারা হলেন-প্রিয়াংবদা ব্যানার্জি, সোনিয়া লাসমিন লাবনী, রুদাবা, রানান, জোনাথন ও জাস্টিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষন হিসেবে ছিল এ সময়ের জনপ্রিয় সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও প্রযোজক ফুয়াদ আল মুকতাদির ও তার ব্যান্ড দল ফুয়াদ আন্ড ফ্রেন্ডস। শিল্পীদের যন্ত্রসঙ্গীতে সঙ্গত করেন নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় 'মাটি ব্যান্ডের শিল্পীরা'। এরা হলেন- পার্থ গুপ্ত, রিচার্ড, মাহফুজ, জোহান এবং দেবু চৌধুরী। ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস গ্রুপের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরা হলেন-ফুয়াদ আল মুক্তাদির, পান্থ কানাই, হাসিব ও তাশফি। তাদের যন্ত্রে সঙ্গত করেন- ড্রামে তমাল, গিটারে নাঈম ও আদনান, বেস গিটারে পাভেল্ স্যাক্সোফোনে নিক জিয়ানি। এছাড়াও ইলিশিয়াম ব্যান্ডের পক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রুডাবা (গিটার), জনাথন (গিটার), কীবোর্ডে-জাস্টিন, এবং ড্রামে টম। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এ অনুষ্ঠান।

উল্লেখ্য, ফুয়াদ ১৯৮৮ সালে আট বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর একটি জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হন। তিনি সবসময় সঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অবশেযে ১৯৯৩ সালে মধু, হিমেল, শুমন এবং ফ্রেডকে সাথে নিয়ে তিনি একটি ব্যান্ড দল 'যেফির গঠন করেন। ১৯৯৯ সালে ব্যান্ড ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা অনেকগুলো গান রেকর্ড করেন। তারা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের বাংলাদেশি বসবাসকারীদের জন্য দুইটি এলবাম মায়া ১ এবং মায়া ২ বের করেন।

ফুয়াদ জনপ্রিয়তা লাভ করেন তার সঙ্গীতায়জনে মিলার কণ্ঠে বাপুরাম সাপুরে এবং রুপবানে নাচে কোমর দোলাইয়া গানে। এছাড়াও ওয়ার্ল্ড কাপ টি-২০ থিম সং 'চার ছক্কা হই হই' গানেও তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

ফুয়াদের পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িত। ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ফুয়াদ মায়াকে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী মায়া, কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক। ৪

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নির্মল পরিবেশ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে
পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব ও
পরিবেশ মেলা
২২ জুলাই, ২০২৩, শনিবার , অপরাহ্ণে ৩টা - রাত ১১টা
স্থান: পিএস ১৩১ জামাইকা, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ
(170-45 84th Avenue, Jamaica, NY 11432, USA)
বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক
রচনা ও তথ্যচিত্র (ভিডিও) প্রতিযোগিতা
Essay and Video Competition on Environmental Issues of Bangladesh
Essay Competition
TOPIC: Environmental Issues of Bangladesh
Language: English/Bangla
Eligibility: High School, Undergraduate or Graduate Students with Age Limit of 35 Years
Words: 1000-1200 words
Format: Microsoft Word, Font 12-point Times New Roman
or 11-point Arial type, Single Spacing, 1 inches margin
Pictures/Figures: Encouraged to be added and allowed but authors must hold
copyright or must have formal permission to use it from the original sources.
Video Competition
TOPIC: Environmental Issues of Bangladesh
Language: English/Bangla
Eligibility: High School, Undergraduate or Graduate Students with Age Limit of 35 Years
Duration: Maximum 2 minutes
Format: Maximum file size of 200 MB in MP4 or MOV or WMV format
(or Link of uploaded youtube video)
SHORT VIDEO CONTEST
Deadline-Wednesday July 12, 2023 midnight EST (NY Time).
Attractive prizes and exposure will be given to the winners.
Send final submission or queries to BEN at bd.env.network@gmail.com
Student who can be present at the event in person on Saturday, July 22, should contact BEN immediately
Website: https://ben-global.net/; Facebook: https://www.facebook.com/groups/BangladeshEnvNetwork;
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bangladesh-environment-network-ben/
Twitter: https://twitter.com/BDEnvNetwork
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)
www.ben-global.net

নির্মল পরিবেশ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে
পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব ও
পরিবেশ মেলা
২২ জুলাই, ২০২৩, শনিবার , অপরাহ্ণে ৩টা - রাত ১১টা
স্থান: পিএস ১৩১ জামাইকা, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ
(170-45 84th Avenue, Jamaica, NY 11432, USA)
শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
বিষয়: আমাদের সুন্দর পৃথিবী
CHILDREN'S
art
Competition
July 22nd, Saturday, 2023,
TIME- 3:30PM TO 4:30PM
VENUE- P.S. 131Q, 170-45 84th Avenue
Jamaica, NY 11432
GROUP A: Age 5 to 8 Years
GROUP B: Age 9 to 15 Years
Art Materials will be provided by Organizers
Subject: Our Beautiful World
Contact: Ranu Ferdous (718-207-1012)
Judges: Artist Tajul Imam, Artist Zahed Sharif
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)
www.ben-global.net

Shahjalal®

শাহজালাল পরোটা

এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

PREMIUM FOODS USA INC.

50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

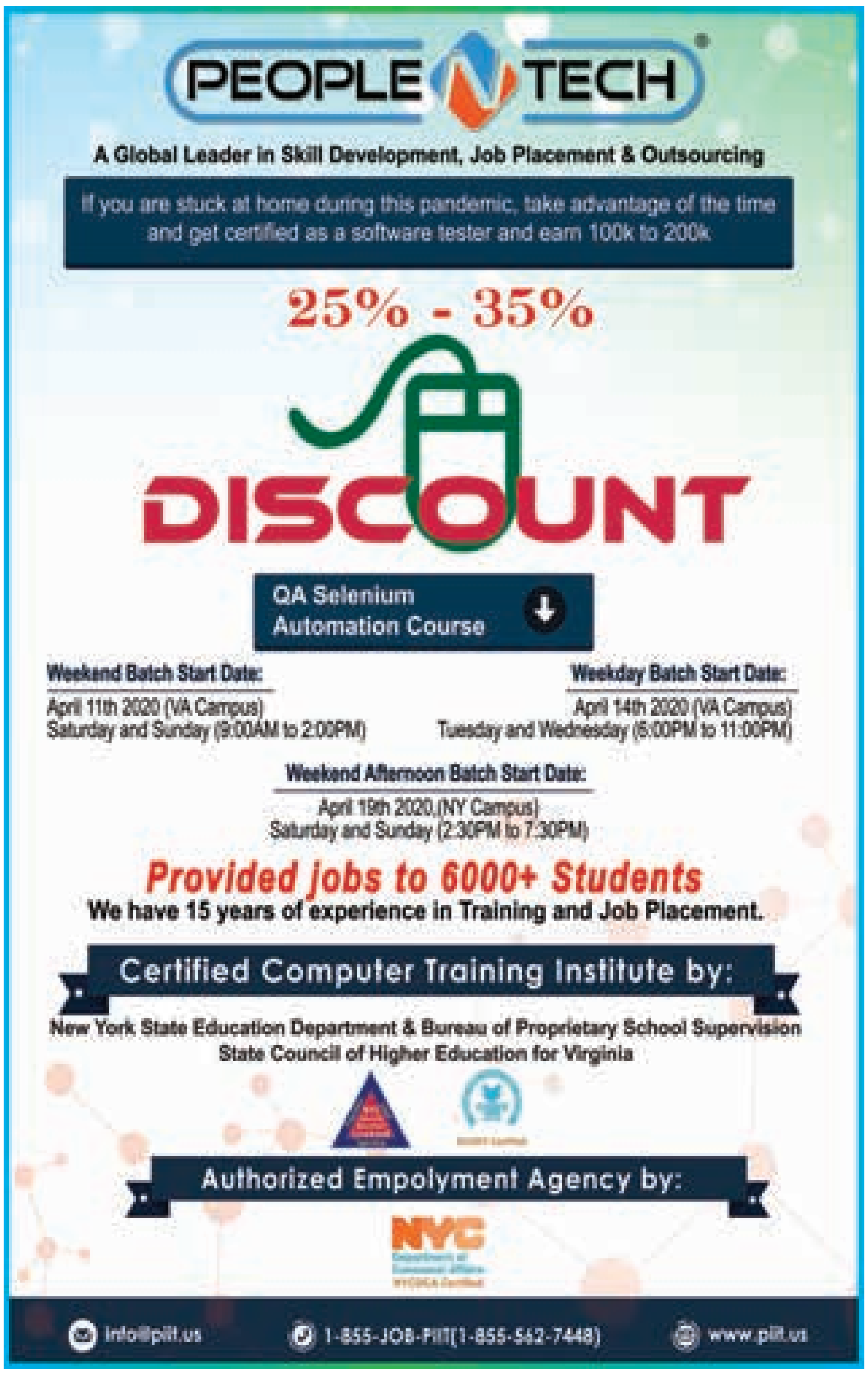
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

Alpha-i
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
CHORKI
মহাসমারোহে
শুভ মুক্তি
২১শে জুলাই
নিউইয়র্ক
২৮শে জুলাই
সারাদেশে
রায়হান রাফীর সিনেমা
সুড়ঙ্গ
SURONGO
A JOINT PRODUCTION BY ALPHA I & CHORKI
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
জ্যামাইকা মাল্টিপেক্স সিনেমায়
In
JAMAICA Multiplex
২১শে জুলাই

PREMIUM SUPERMARKET
حلال
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 07 - 13, 2023) | Promo Code : PSP27
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $5.49/LB SIZE 700/800 HILSHA
SALE $9.99/LB SIZE 1200/1500 HILSHA
SALE $2.39/LB SIZE 4 KG ROHU
SALE $4.99/LB SIZE 1 KG KORAL
SALE $3.99/LB PANGASH
SALE $3.99/LB MAGUR
SALE $21.99/EA SIZE 1/2 2 LB BOX GOLDA SHRIMP
SALE $16.99/EA SIZE 30/40, 4 LB BOX HEAD ON SHRIMP
SALE $3.39/LB SIZE 5/7 (PER LB) TILAPIA FILLET
SALE 3/$5.00 SHAHI KACHUR LATI
SALE $18.99/EA 20 LB SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE
SALE $12.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $10.99/EA 10 LB LAXMI EXTRA LONG BASMATI RICE
SALE $3.99/EA 25 PCS PACK SHAHJALAL PLAIN PARATHA
SALE $6.49/EA 42 OZ QUAKER OATS
SALE $9.99/EA 1 KG WAGH BAKRI TEA
SALE $16.99/EA 5 liter LAXMI MUSTARD OIL
SALE $2.49/EA 6 IN A PACK FROOTI MANGO JUICE
SALE $5.99/EA LAXMI TANDOORI & GARLIC NAAN
NOW HIRING
For Restaurants Jobs
• Restaurant Managers
• Shift Managers • Chefs
• Assistant Chefs • Helpers
For Supermarket Jobs
• Supermarket Assistant Managers
• Butchers • Helpers
Send the Resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to
516-461-8414
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208........ 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462........ 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
HALAL FOOD
حلال
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
UCB
bKash

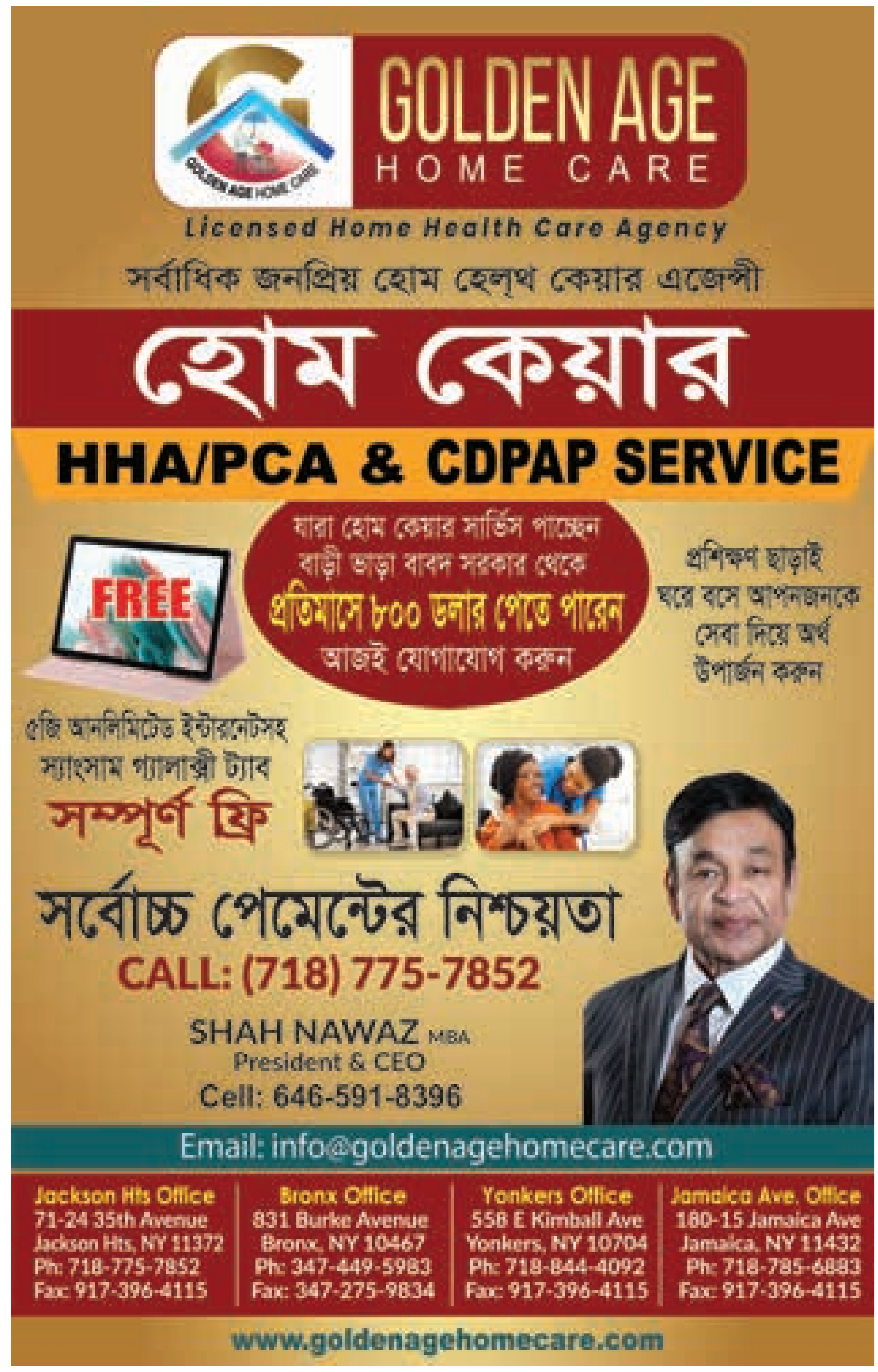
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

বেন-এর ২৫ বছর পূর্তি উৎসব ও পরিবেশ মেলা আগামী ২২ জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

নির্মল পরিবেশ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক - বেন তাদের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৫ বছর পূর্তি উৎসব ও এক পরিবেশ মেলা আয়োজন করেছে। আগামী ২২ জুলাই শনিবার পিএস ১৩১ জ্যামাইকায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। অপরাহ্ন ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। বেন বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য নির্মল পরিবেশ বিনির্মানে এগিয়ে আসুন- এই আহবানে বেন - এর এই মেলা আয়োজন। পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা, সম্মাননা প্রদান, প্রামান্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা ও পরিবেশ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ভিডিও বার্তা প্রতিযোগীতা, শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, কাব্য নাট্য, পুঁথিপাঠ, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে সাজানো হয়েছে মেলা। এই মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ২৫ বছর ২৫ মাইল/কি:মি: পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক সাইকেল রাইডেরও আয়োজন করা হয়েছে।

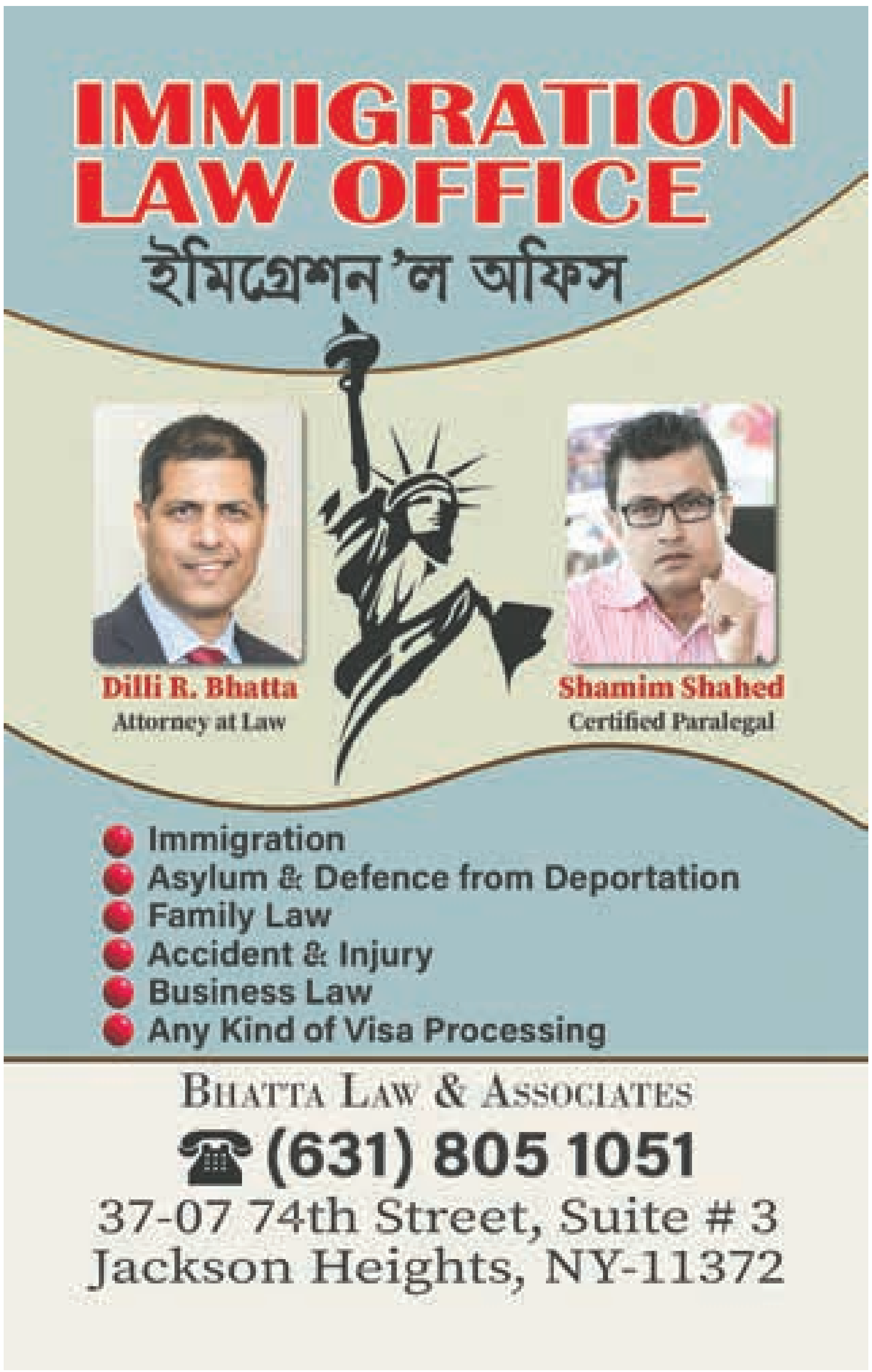

পরিবেশ বিষয়ে অনুষ্ঠান
আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা, সম্মাননা প্রদান, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্কুল কলেজ শিক্ষার্থীদের রচনা ও পরিবেশ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ভিডিও বার্তা প্রতিযোগিতা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কাব্যনাট্য, পুঁথি পাঠ, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান
২৫ বছর ২৫ মাইল/কি:মি:
পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
বাইসাইকেল রাইড
বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত আন্তর্জাতিক সংগঠন
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)
পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব ও
পরিবেশ মেলা
নির্মল পরিবেশ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে
২২ জুলাই, ২০২৩, শনিবার
অপরাহ্ণ ৩টা - রাত ১১টা
স্থান: পিএস ১৩১ জামাইকা, নিউ ইয়র্ক
(170-45 84th Avenue, Jamaica, NY 11432)
সকলের জন্য উন্মুক্ত
বেন-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব ও
পরিবেশ মেলায় আপনারা আমন্ত্রিত!
বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য
একটি বাসযোগ্য নির্মল পৃথিবী বিনির্মাণে এগিয়ে আসুন।
তথ্য ও যোগাযোগ:
৯১৭.৩৩০.০৩৭৪/৬৩১.৮৫৫.২৭৬৮/৯১৭.৫৬৭.৯৪৫০
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)
ben-global.net / নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ
BEN Bangladesh Environment Network

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
বার্ষিক বনভোজন ২০২৩
সম্মানিত সুধী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসছে ৯ই জুলাই ২০২৩ ইং রোজ রবিবার, প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউ এস এ ইনক এর উদ্যোগে CROTON POINT PARK এ এক মনোরম পরিবেশে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত বনভোজনে প্রবাসী শেরপুর জেলাবাসী সহ আপনারা স্ব-পরিবারে আমন্ত্রিত।
Place: CROTON POINT PARK, 1 Croton Point Ave, Croton-On-Hudson, NY 10520
Time & Date : Sunday, July 9th 2023, 9:00 am
আমন্ত্রণে
*** বনভোজন উদযাপন কমিটি ***
আহবায়ক
মোঃ মাসুদ পারভেজ মুক্তা
347 261 4710
সদস্য সচিব
মোঃ আল আমিন
917 202 5537
সদস্য
মোঃ লিটন জামান
929 631 8017
ধন্যবাদান্তে
সভাপতি
নাহিদ রায়হান লিখন
917 496 6926
সাধারন সম্পাদক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
646 339 3515
উদ্বোধক
সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম
প্রধান উপদেষ্টা, প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
প্রধান অতিথি
নুরুল আজিম
বিশিষ্ট রিয়েল্টর ইনভেস্টর
বিশেষ অতিথি
ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক
মার্কস হোম কেয়ার
মোঃ ইলিয়াস খান
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কাওরান বাজার সুপার মার্কেট
বিশেষ আকর্ষন
র‍্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার এয়ার টিকেট ($১০০০)
২য় পুরস্কার সোনার চেইন
৩য় পুরস্কার সোনার চেইন
৪র্থ পুরস্কার- স্মার্ট টিভি
ল্যাপটপ সহ আকর্ষনীয় আরও ২০টি পুরস্কার
আরও থাকছে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Probashi Sherpur Zilla Samity USA Inc

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ জুলাই সোমবার জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের (শাহীন কামালী-মইনুল ইসলাম) ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন করে এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে

নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (শাহীন কামালী-মইনুল ইসলাম)'র বর্ণাঢ্য ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ৩ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে এ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইফজাল আহমেদ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি এম এ কায়ূ্যম, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ, কার্যকরী সদস্য (সিলেট) হেলিম উদ্দিন, ইমাম কাজী কায়ূ্যম, কবি ও গীতিকার ইসতিয়াক রূপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এমাদ চৌধুরী, আব্দুল মালেক খান (লায়েক), ফজলুর রহমান, দুরুদ মিয়া রনেল, মামুন আহমেদ, রিয়াজ কামরান, ময়নুজ্জামান চৌধুরী, জামাল হোসাইন, হুমায়ূন চৌধুরী, মুশাহিদ চৌধুরী, জালাল, এডভোকেট আলাউদ্দিন, জামাল আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকি। বক্তারা নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র জন্য নিজস্ব ভবন 'জালালাবাদ ভবন' প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ঢাকায় লু'-হাওয়া বইবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরের সপ্তাহে আসবেন অর্থনৈতিক বিষয়ের আন্ডার সেক্রেটারি জোসে ডব্লিউ ফার্নান্দেজ। এদের টেক্কা দিয়ে আগেই আসছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব (পূর্ব) সৌরভ কুমার। লু'র ঠিক একদিন আগে তিনি আসছেন। ডোনাল্ড লু'-কে বলা হয় 'রেজিম চেঞ্জ' স্পেশালিস্ট। দেখা যাক, ঢাকায় লু'-হাওয়া বইবে, নাকি এই প্রচন্ড গরমে বাতাস 'সৌরভ'-এ ভরপুর হবে?

ওঁরা সবাই আসছে, আমাদের গণতন্ত্র শেখাতে, কিভাবে সুষ্ঠূ ভোট করতে হয় সেই জ্ঞান দিতে। ওঁরা আমাদের 'কাইজ্যা' (ঝগড়া) থামাতে বৈঠক করবে, সব দলকে নির্বাচনে আনতে চেষ্টা করবে, আশা দেবে, ভরসা দেবে, সাথে থাকতে বুদ্ধি দেবে। এসব সাবজেক্ট ওঁরা নিশ্চিতরূপে আমাদের চাইতে ভালো জানে, তাই তাঁরা আমাদের প্রশিক্ষণ দিতেই পারে। অতীতে যখন ওঁরা এসব করতো না, আমরা তখন, 'আমরা' মানে যাঁরা কখনো না কখনো ক্ষমতায় ছিলাম বা আছি, ওঁদের দুয়ারে মাথা খুঁটেছি, আমাদের ক্ষমতায় যাওয়ার ট্রেনিং দেয়ার জন্যে। ওঁরা উদার, ওঁরা ট্রেনিং দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে। এটি তো সত্য, জাতি হিসাবে আমরা এখনো সুষ্ঠূ নির্বাচন করতে শিখিনি, তাই ট্রেনিং দরকার!

এবার কি শিখবো? মনে হয়না। প্রবাদ আছে, যিনি জেগে ঘুমিয়ে থাকেন, তাকে জাগানো যায়না', আমরা ধনুর্বন্ধ পণ করেছি, আমরা শিখবো না, আমাদের শেখায় সাধ্য কার? বাংলাদেশে সুষ্ঠূ নির্বাচনের সংজ্ঞা হচ্ছে, 'আপনাকে হারিয়া প্রমান করিতে হইবে নির্বাচন সুষ্ঠূ হইয়াছে'। 'তালগাছ আমার না থাকিলে বিচার সঠিক হয় কি করিয়া'? আশার কথা (!) আমরা বিদেশীদের পরামর্শ শুনি, মেনে নেই, অবশ্য যদি 'আমার' পক্ষে বলে! চীন আমার পক্ষে কথা বললে আমরা 'চীনের গণতন্ত্র'-র ভক্ত হয়ে পড়ি। আমেরিকা আমার বিরুদ্ধে থাকলে, আমেরিকার গণতন্ত্র কোন গণতন্ত্রই নয় বলে মন্তব্য করি। আর ভারত? ভারতের 'কাঁচালঙ্কা' কারো কাছে 'বেজায় ঝাল' আবার কারো কাছে 'কাচামিঠা' আমের মত অম্ল-মিষ্টি-মধুর!

ইঁদুরের সাথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

গার্বেজ ব্যাগে বর্জ্য ফেলতে হবে মুখ বন্ধ করে। একইভাবে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ঢাকনা সহ গার্বেজ বিন ব্যবহার করা বাধ্যতামুলক করা হচ্ছে।

মেয়র এরিক অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আপনারা জানেন আমি ইঁদুর ঘৃণা করি এবং ইঁদুর আবর্জনার ব্যাগ ভালোবাসে। নিউইয়র্ক সিটি চারটি মেইন স্ট্রিটের জন্য পরিচিত ছিল। এখন এ সিটিকে পরিচ্ছন্ন সিটি হিসেবে লোকে জানবে বলে মেয়র তাঁর সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন। বর্জ্য ফেলার নতুন নিয়ম সিটির প্রায় ২৫ শতাংশ ব্যবসার বেলায় প্রযোজ্য হবে।

মেয়রের সাথে কন্ঠ মিলিয়েছেন সিটি কাউন্সিল মেম্বার শন আইবরু। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্কের মতো সিটির বর্জ্য ফেলার পুরনো ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে। সড়কের পাশে বর্জের ব্যাগ স্তূপ করে রাখার দিন শেষ হয়ে আসছে। তিনি বলেন, সিটি প্রশাসন ইঁদুর না দমানো পর্যন্ত থামবে না।

সিটির স্যানিটেশন কমিশনার জ্যাসিকা টিসচ বলেছেন, নতুন বর্জ্য ব্যবস্থায় প্রায় চার লাখ স্থাপনা চলে আসবে। তিনি বলেন অনেকেই কাজ কর্মের সমালোচনা করেন। বর্জ্য ফেলার নিয়ম না মানার জন্য এরমধ্যেই ৪৫ হাজার সমন জারী করা হয়েছে। নিয়মিত জরিমানা করা হচ্ছে।

নৃত্যশিল্পী তানভীর আলম

শেষ পৃষ্ঠার পর

নৃত্যকলা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছুটে চলা এই তানভীর এখন ওর উদ্ভাবিত থিম নিয়ে কোরিওগ্রাফি ও বেশ কিছু যৌথ ও একক প্রডাকশন নিয়ে ব্যস্ত।

কিছুদিন আগে সে এসেছিল তার জন্মশহর মন্ট্রিয়লে একটি আন্তর্জাতিক শোতে অংশ নিতে। তখনই তার সাথে দেখা হয়, কথা হয়।

মন্ট্রিয়লের বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী, ব্যবসায়ী দম্পতি সাহাব উদ্দিন ও ইশরাত আলমের ছেলে কমিউনিটির প্রিয়মুখ তানভীরের সাথে যখন কথা হচ্ছিল, আমি নিবিড় ভাবে শুনছিলাম ওর ক্যারিয়ার গড়ার গল্প। সেই ছোট্ট লাজুক তানভীর এখন প্রায় ২৪ বছরের যুবক। কতো সুন্দর করে কথা বলে এখন। তার কথায় ফোটে ওঠে নম্রতা, বিচক্ষণতা।তানভীর আলমের একাগ্রতার গল্প, পরিশ্রমের গল্প, অভিজ্ঞতার গল্প, সাফল্যের গল্প সত্যিকার অর্থেই বিমুগ্ধকর।

সম্প্রতি তানভীরের নিরীক্ষাধর্মী একটি নিজস্ব প্রযোজনা 'লেহের' দেখে এসে এক দর্শক ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন এভাবে - "গতকাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম তানভীরের নিজস্ব প্রযোজনা 'লেহের' দেখার জন্য। কত্থক নাচে বিলম্বিত লয়ে তানভীর যে গল্প শোনালো, যে ছবি আঁকলো ওর শৈল্পিক চেতনা, মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে - সেটা ছিল অসামান্য, অনবদ্য! তানভীরের পরিবেশনায় ছিল চোখ জুড়ানো পরিমিতি, মন জুড়ানো প্রশান্তি।" টরন্টোতে এই শো দেখে আসা এই দর্শক আবৃত্তি শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মী আরিয়ান হক আরও লিখেছেন, "আরও একটি বিষয়ে তানভীরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাতে চাই! এতো মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার পরও তানভীরের সারল্য, ওর এ শিল্পের প্রতি সততা আমাকে বাকরুদ্ধ করেছে। পরিবেশনার শুরুতে এবং পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে ও বলেছে এই প্রযোজনাটি নিরীক্ষাধর্মী! এ বিষয়টি অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার জন্য নিরলস কাজ করে যাবে।"

নার্গিস সুলতানা নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক লিখেছেন, "কানাডায় জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা প্রজন্ম তানভীরের কাজটি শুধু বিমুগ্ধ করার নয় অনেকটা বিস্ময়েরও! তানভীরের অসাধারণ কোরিওগ্রাফ ও পারফর্মেন্স বেশ কঠিন ও উচ্চমার্গীয় একটি বিষয়কে সহজবোধ্য ও উপভোগ্য করে তুলেছে। মানুষের যাপিত জীবনটা যে লেহের (ঢেউ/তরঙ্গ)'র মতোই প্রবহমান - তানভীরের নিপুন নৃত্য-মুদ্রায় তা প্রতিভাত হয়েছে।"

এছাড়া 'ভারতের জাতীয় টেলিভিশন 'দূরদর্শন'র একসময়ের নিয়মিত নৃত্যশিল্পী (যিনি দূরদর্শনে দুর্গার ভূমিকায় দীর্ঘ দশ বছর অভিনয় করেছেন) সংযুক্তা ব্যানার্জি, নৃত্যশিল্পী অরুণা হায়দার, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী কলিম শরাফীর মেয়ে কণ্ঠশিল্পী আলিয়া শরাফী 'লেহের'এ তানভীরের কাজকে অসামান্য, অভাবিত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সংযুক্তা ব্যানার্জি লিখেছেন, "অনন্য পরিবেশনা। 'লেহের' প্রদর্শনকালে আমার দেহমন এক প্রশান্তময় ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েছিল।"

'লেহের' দেখতে আসা বোদ্ধা দর্শকদের অনেকেই এভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, একটি আলোকিত সন্ধ্যায় নিজেদের অবগাহন করে এসেছেন তাঁরা। 'লেহের'র ভূয়সী প্রশংসা করে বড় একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কানাডার মূলধারার প্রধান নিউজ মিডিয়া সিবিসি। এনিয়ে লিখা সিবিসি'র অনলাইন ভার্সনের শিরোনাম ছিল "Go slow: Kathak dancer Tanveer Alam gets vulnerable in Leher".

নিঃসন্দেহে তানভীর আলমের এই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য একক কাজটি ছিল বেশ চ্যালেন্জের। সে মেধা, শ্রম, সময় ও সৃজনশীলতা দিয়ে সফল ভাবেই প্রডাকশনটি দর্শকদের সামনে নামাতে পেরেছে।

উল্লেখ্য, ২ ও ৩ জুন টরন্টোতে নেটিভ আর্ট আকি স্টুডিওতে দি কানাডা কাউন্সিল ফর দ্যা আর্টস সহ কানাডার জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগ ও সহযোগিতায় প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে তানভীরের এই অপরূপ নৃত্যশৈলি 'লেহের' প্রদর্শিত হয়। এটির প্রযোজক ও মঞ্চ ব্যবস্থাপক ছিলেন এডাম ব্রমলি। এছাড়া লাইটিং, ভিডিওগ্রাফি, মিউজিক ও অন্যান্য বিষয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে মূল ধারার দক্ষ লোকজন দায়িত্ব পালন করেন।

তানভীরের জন্ম মন্ট্রিয়লে। তবে সে নিজেকে বিশ্ব নাগরিকই মনে করে। নৃত্যকলার বহুমাত্রিক মানবিক বাণী ছড়িয়ে দিতে তানভীর ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। সে যেমন জন্মরাষ্ট্রের (কানাডা)'র সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ধারণ করে চলে, তেমনি তার মা বাবার শেকড় (বাংলাদেশ) সংস্কৃতিকেও লালন করে চলেছে। তানভীর মনে করে, স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখেই ভারতীয় নৃত্যকলার সাথে পাশ্চাত্যের নৃত্যকলার কখনও একীভূত আবার কখনও সমান্তরাল ধারা উভয় সংস্কৃতিকেই অনন্য মাত্রায় পৌঁছায়। সময়ের চাহিদাও সেটিই। সে বিশ্বাস করে, ফিউশনের আবশ্যকতা এখন অস্বীকার করার কিছু নেই।

পেশাদার সাংবাদিক সংবাদের সত্যতার ব্যাপারে

শেষ পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করা- সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক পরিচয় এর সম্পাদক নাজমুল আহসান।

২৯ জুন বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, নাজমুল আহসান। নিউইয়র্কে বাঙালি কমিউনিটিতে সবার পরিচিত মুখ নাজমুল আহসান কথা বলেছেন আমেরিকায় তাঁর দীর্ঘ যাত্রা ও নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে।

শুরুতেই নাজমুল আহসান আমেরিকায় তার দীর্ঘ যাত্রা প্রসঙ্গে জানান। লুইজিয়ানার একটি ইউনিভার্সিটিতে বিদেশি ছাত্র হিসাবে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি নিউইয়র্কে প্রথম পা রাখেন। ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে নিউইয়র্কের বারুক কলেজে ট্রান্সফার নিয়ে আসেন। সেখানে পড়ালেখা শেষ করে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্টে বেশ কিছুদিন চাকরিও করেছেন। ১৯৯২ সালের দিকে নাজমুল আহসান "পরিচয়" পত্রিকার কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে 'পরিচয়' মাসিক ম্যাগাজিন আকারে বের হলেও এখন পর্যন্ত পত্রিকাটি সাপ্তাহিক আকারে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কের অনেকগুলো পুরনো পত্রিকার মতো এই 'পরিচয়' পত্রিকা পাঠকের অফুরন্ত ভালোলাগা নিয়ে টিকে আছে। গত ৩১ বছর ধরে পত্রিকাটি তার প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে। কোন কারনেই তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়নি।

তবে করোনাকালীন সময়ে পত্রিকাটি প্রিন্টভার্সন থেকে ই-ভার্সনে চলে যায় বলে জানান, নাজমুল আহসান।

তিনি বলেন, যে কোনো সংবাদপত্রের দুটো দিক আছে। সংবাদ সহ লেখালেখির দিক এবং বাণিজ্যিক দিক। পত্রিকা বেঁচে থাকার জন্যে অবশ্যই বাণিজ্যিক দিক দরকার আছে। কিন্তু পত্রিকার সংবাদের উপস্থাপনা, স্থানীয় সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশের সুযোগ, লেখক-লেখিকাদের লেখা প্রকাশের সুযোগটাই মুখ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি নিজে কখনো 'পরিচয়' পত্রিকাকে বাণিজ্যিক ভাবে সফল পত্রিকা বানানোর চিন্তা করিনি। আমার পত্রিকায় মিথ্যা বা ভুল সংবাদ প্রকাশের জন্যে আমি কখনো দুঃখ প্রকাশ করিনি।

শুরুর দিকের সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নাজমুল আহসান বলেন, আমি মূলত পঁচাত্তর সালের শেষের দিকে চট্রগ্রামে ক্রীড়া সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু করি। ঢাকা থেকে পত্রিকা ছাপিয়ে চিটাগাং নিয়ে যেতাম। ক্রিকেট খেলার দারুণ ভক্ত ছিলাম তাই ক্রিকেটের উপরে লেখালেখি করতাম। ১৯৭৫ সালে ক্রিকেটের প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ সংঘটিত হয়েছিল, যা নিয়ে আমি দৈনিক বাংলায় কাভার স্টোরি লিখেছিলাম।

তিনি বলেন, সাংবাদিকতার কিছু নিয়ম নীতির মধ্য দিয়ে একজন সাংবাদিককে এগোতে হয়। বর্তমান সময়ের সাংবাদিকতায় সেগুলোর প্রয়োগ যথাযথ আছে কী-এমন প্রশ্নের উত্তরে নাজমুল আহসান বলেন, সাংবাদিকতার অনেক পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। সাংবাদিকতার দুটো ধরন আছে, পেশাদার সাংবাদিকতা এবং শৌখিন সাংবাদিকতা। পেশাদার সাংবাদিকদের কারো না কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এখনকার সময়ে ফেসবুকীয় সাংবাদিকতা যা সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক-শেয়ার পাবার প্রতিযোগিতায় পরিপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। বানিয়ে সংবাদ প্রচার করা সাংবাদিকতার সবচাইতে ক্ষতিকর দিক বলে তিনি বলেন।

সম্পাদক ও লেখকের মধ্যে যোগাগোগ রক্ষা এবং সৌহার্দ বিনিময়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে নাজমুল আহসান কথা বলেছেন। তিনি বলেন, শুধু লেখকের সাথে না, সংবাদ প্রকাশনের সাথে জড়িতদের সবার সাথেই আত্মিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। একজন লেখক তার নিজস্ব কোনো লেখা প্রকাশ হতে দেখলে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করেন। এ অনুপ্রেরণার পিছনে একজন সম্পাদকের অত্যন্ত আন্তরিক উদ্যোগ থাকা উচিত। লেখকদের কোন নির্দিষ্ট পত্রিকায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে তাদের মেধাকে খর্ব করা উচিত নয়। লেখকরা সব কাগজেই লিখুক, সব ধরনের পাঠকই তাকে চিনুক। একজন লেখকের প্রতি সর্বোত্তম চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে পাঠকের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে পৌঁছে দেয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচন নিয়েও নাজমুল আহসান কথা বলেছেন। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় দেশ । পরিচালনা করা খুব কঠিন। নির্বাচনের অনেক সময় বাকি। প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেন পুরোপুরি সফল না, ব্যাপারটি জনগনের কাছে স্পষ্ট। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বাইডেন ভাবেন। তবে ইমিগ্রেশনের প্রতি তার কিছু কিছু পদক্ষেপ ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতিমালার মতোই বাইডেন তার নীতিমালা অনুসরণ করছেন। দ্বিধা বিভক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া আমরা কোন আমেরিকা দেখতে চাই, সেটাই মুখ্য বিষয়।

তিনি আরো যুক্ত করেন, নির্বাচনের আগে ভোটারদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। প্যান্ডেমিকের পর দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি পেলেও প্রায় সবকিছুর দাম আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে। তাছাড়া ভোটারদের একটি বড় অংশ হচ্ছে বৃদ্ধরা। তাদের মেডিকেয়ারের সুযোগ সুবিধা কেমন আছে, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হবে।

দর্শকদের প্রশ্ন ছিল, সংবাদ পরিবেশনে যে অনুমান ভিত্তিক সংবাদের কথা বলেছেন তা কি এদেশের মূলধারাতেও হয়? জবাবে নাজমুল আহসান বলেন, প্রত্যেক পত্রিকার নির্দিষ্ট কিছু অনুসারী আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বড় পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সংশোধনী নামে একটা সেকশন আছে। প্রতিদিনই সেখানে আগের দিনের সংবাদের কিছু তথ্যগত ভুল-ত্রুটি গুলো প্রকাশ পায়। এখনও অল্প কিছু পত্রিকায় এই সংশোধনী অব্যাহত আছে।

'পরিচয়' পত্রিকাটি তার দীর্ঘযাত্রার ত্রিশ বছর পার করেছে। একটা ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে কিছু সময় কাটানোর ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি।

এভাবেই সেদিনের "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার ছিলেন সোহানা নাজনীন, কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় অনুষ্ঠানটি লাইভ করা হয়।

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

বাসা ভাড়া

169th স্ট্রিট /মেরিক বুলেভার্ড, জ্যামাইকা (১১৪৩৩) এলাকায়, ২ রুম, কিচেন ও ১ বাথের রিনোভেটেড বাসা ভাড়া হবে। (Q4, Q5, Q84, Q85 বাস ও গ্রোসারি হাতের কাছে) (Q4, Q5, Q84, Q85 বাস ও গ্রোসারি হাতের কাছে), যোগাযোগ : 929-278-7238.

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

বাসা ভাড়া

উডসাইডে BQE এর কাছাকাছি নিরিবিলি পরিবেশে তিন (৩) বেডরুমের একটি বাসা ১লা জুলাই থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 917-650-0991.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

রুম ভাড়া

ফ্লাশিং পারসন্স Blvd এ মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্ট বিল্ডংয়ে একটি বড় রুম ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, লন্ড্রি, বাস নিকটে। লিফট সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ 917-341-3026

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে এ ট্রেন এর ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ১জন কর্মজীবী মহিলা এর কাছে দেয়া হবে। ফোন: 347-260-7770, 347-891-7145.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Masjid AR-Raiyyan
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | h2o | T··Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

বাসা ভাড়া

1st floor Apartment তিন বেড + এক বাথরুম +লিভিং এবং রান্নাঘরে খাওয়ার জায়গা আছে। MORIS PARK (5 train) সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে 7-8 মিনিটের হাটার দূরত্বের। Call or Text Number - (929) 660-4525 only MASSAGE ON MASENGER

রুম ভাড়া

৩ মাস এর জন্য ১টি full finish রুম ভাড়া হবে location 172st hillside. Contact: +1 929-470-6328.

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

বাসা ভাড়া দেয়া হবে

বাসা ভাড়া দেয়া হবে তিন বেড / এক বাথরুম / লিভিং এবং ডাইনিং ।ইউক্লিড এভিনিউর A/C সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে চার / পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। Q8 বাস এক মিনিটের দূরত্বে। দেশি গ্রসেরি চার থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। বাইতুল মামুর মসজিদ ছয় থেকে সাত মিনিটের দূরত্বে। সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপার্টমেন্ট মাইক্রোওয়েভ, রেফ্রিজারেটর, ডিশ ওয়াশিং মেশিন, ভিডিও ডোর বেল। সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ। লোকেশন (ফাউন্টেন এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউ) ভাড়াটিয়া শুধুমাত্র ইলেকট্রিক বিল পরিশোধ করবেন (পানি/ হিট/ রান্নার গ্যাস সবকিছুর খরচ ভাড়ার সাথে সংযুক্ত) ভাড়াঃ $2950 call or text please :347-513-0415

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্বান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ফ্লোরাল পার্ক এলাকায়। 9440-240th Street, Floral Park 11001, 2nd Floor and Atik. ৩ বেড, ২ বাথ। ভাড়া হবে জুন ১ তারিখ ১০৭ এভিনিউ থেকে। 347-666-5727. টিসি- বেড, লিভিং, কি

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৭ ট্রেনের ৪৬ স্ট্রীট-এ সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ১লা জুন হতে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718- 808-2049, 718-808-3360.

রুম ভাড়া

উডসাইড ৫০ এভিনিউ ৬৩ স্ট্রীট প্রাউভেট হাউজের ১টি রুম ভাড়া হবে ব্যাচেলারের কাছে ১লা জুন থেকে। ফোন: 718-749-7711.

রুম ভাড়া

১৬১ নরমাল রোড জ্যামাইকায় পারসন্স বুলেভার্ডের ২ ব্লকের মধ্যে ছোট পরিবারের সাথে আলাদা বাথরুম ও ফ্রিজসহ একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী ও ১ বাচ্চাসহ ১ জুন থেকে বড় একরুম ভাড়া হবে। ১০৫০ ডলার (বিলসহ)। ফোন: 347-659-5543, 646-575- 6771.

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 929-590-8576

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ১লা মে হতে ওজনপার্ক এলাকায়। ২য় তলা ৩ বেডরুম এর বাসা। কার পার্কিং আছে। ঠিকানা: ১০৩-৪৯ ১০২ স্ট্রীট। যোগাযোগ: 917-348- 7804.

বাসা ভাড়া

দ্বিতীয় তলা ৪ বেড, ১ বাথ, কিচেন। বেসমেন্টঃ ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন। 1519 Zerega Ave. Bronx. 6 Train Zerega Ave. থেকে ২ ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: 646-704- 6989

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৩২-৫৬৮৬ স্ট্রীট সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ 347-484-6385, 347-686- 5591.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এটিক ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে এলমহার্স্ট হসপিটালের নিকটস্থ ১ রুম বিশিষ্ট এটিক ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-641-7531, 646-715-4701

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

বেসমেন্ট ও এ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Holis 197-03 99th road এর সুন্দর পরিবেশে এক বেডরুমের বেসমেন্ট এবং এক বেডরুমের এ্যাটিক কিচেন , বাথরুম শেয়ারসহ দুই জন নামাজী ব্যাচেলার অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্ঠিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

বাইরের ষ্টেটে শপিং মলে কাজ করার জন্য কয়েকজন ছেলে/ মেয়ে আবশ্যক। সেলফোন ষ্টোর ও রিপেয়ার সপ। কাজ না জানলেও চলবে। আমাদের রয়েছে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। আর্কষনীয় বেতনও থাকার ব্যবস্থা। যোগাযোগ: 513-306-2096, 425-900-3305

হাউজ কীপার আবশ্যক

ফ্যামিলি বাসায় (অনুর্ধ ৪০ বছরের ফিমেল) হাউস কীপার আবশ্যক। লেখাপড়া জানা থাকলে অফিস সহকারী হিসেবে পার্ট টাইম কাজও দেয়া হবে। বেতনঃ $15/Hour যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১২০ এভিনিউ এবং গাই আর বোলবার্ডএ ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম বাসা ভাড়া যাবে জুন মাস থেকে। ফোন: 718 415 8871, 718 902 9461.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬” শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

নিউইয়র্কে লোকসংগীত উৎসব ৮ জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

'ফিরে চলো মাটির টানে' স্লোগানকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লোকসংগীত উৎসব। ৮ জুলাই শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ' লোকসংগীত উৎসব নিউইয়র্ক ২০২৩'। বেলা ১২টায় শুরু হবে এবং চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী পবন দাস বাউল, কালা মিয়া সহ অন্যান্য বাউল শিল্পীরা এতে অংশ নেবেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ উৎসবটির আয়োজন করেছে।

এ নিয়ে ৫ জুলাই বুধবার জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা জানিয়েছেন, প্রথম বারের মতো এমন অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা ফিরে যাবেন দেশের মাটিতে। ধামাইল, পদাবলী কীর্তন, পুঁথি পাঠ, কবি গান, যাত্রা পালা, নৃত্য সহ লোকজ সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে উৎসব সাজানো হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছে। সংগঠক শিবলী সাদিকের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন পবন দাস বাউল, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী, বীর মুক্তিযোদ্ধা রথিন্দ্র নাথ রায়, দীনেশ চন্দ্র মজুমদার, শীতাংশু গুহ এবং সংগঠনের আহ্বায়ক দীপক দাস। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উৎসবের পৃষ্টপোষক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক শাহনেওয়াজ।

লোকসংগীত উৎসব আয়োজন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: প্রথম আলো

প্রেস কনফারেন্সে বলা হয়েছে, বাংলা লোকসংগীতের সীমানা দেশের গন্ডি থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে। বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের নাড়ির সাথে সম্পর্কের সংস্কৃতি দেশের বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস থেকেই এমন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে জন্ম ও বেড়ে উঠা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের মাটি মানুষের হাজার বছরের চর্চিত সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটবে এমন উৎসবের মাধ্যমে।

আটলান্টিক সিটিতে বিশাল ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ত্যাগের মহিমায় পবিএ ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়েছে।

২৮ জুন বুধবার সকালে আটলান্টিক সিটির ৫৪৫, আলবেনি এভিনিউতে অবস্হিত সেন্ড ক্যাসেল স্টেডিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ আমেরিকান মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মুসলিম ঈদের নামাজ আদায় করেন। হাজার হাজার মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নামাজের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা থাকায় বিপুল সংখ্যক মহিলাও এখানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। ঈদ জামাতে ইমামতি করেন ইমাম কামাল আল সায়েগ। নামাজ শেষে মানব জাতির কল্যাণ কামনার পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

আটলানটিক সিটির মসজিদ আল তাকওয়া, ইসলামিক সেন্টার অব আটলানটিক সিটি, গ্যালাওয়ে টাউনশীপের দারুস সালাম একাডেমি, প্লিজেনটভিলের মসজিদ বায়তুল নসর এর যৌথ উদ্যোগে এই বিশাল ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

বিশাল ঈদ জামাতে অংশগ্রহনকারী বাংলাদেশি আমেরিকান শাহনাজ বেগম তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে এই প্রতিবেদককে জানান, সেন্ড ক্যাসেল স্টেডিয়ামের খোলামেলা পরিবেশে ঈদের নামাজ আদায় করতে পেরে তিনি যারপরনাই খুশি। তিনি ভবিষ্যতেও এমন বিশাল ঈদ জামাতে নামাজ আদায়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

এই বিশাল ঈদ জামাতের আয়োজন প্রসঙ্গে ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির প্রতিষ্ঠাতা ইকবাল হোসাইন জানান, নিউজার্সীর মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আটলান্টিক সিটি এবং পাশ্ববর্তী অন্যান্য মসজিদের মুসল্লীদের সমন্বয়ে একটি ঈদের জামাত করার জন্য দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল আজকের এই বিশাল ঈদ জামাত।তিনি আগামীতে আরো বড় পরিসরে ঈদ জামাত আয়োজনের স্বপ্ন দেখেন ।

এদিন সকাল থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমরা ঈদ আনন্দে শরীক হতে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছিল।ঈদের নামাজ আদায় শেষে ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে মুসল্লিরা পরস্পরের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

জাতি বিবেচনায় অগ্রাধিকার নীতি বাতিল

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহনের জন্য একটি সুরক্ষা নীতি বাতিল করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতি বা বর্ণ বিবেচনার নীতি বাতিল করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। এতে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে পিছিয়ে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্প্যানিকসহ সংখ্যালঘু জাতি-বর্ণের শিক্ষার্থীরা কয়েক দশক ধরে যে সুবিধা পেত তা হুমকির মুখে পড়ল।

রক্ষণশীলদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় ছিল বিভক্ত। প্রধান বিচারপতিসহ ছয় বিচারপতি জাতি-বর্ণ বিবেচনায় ভর্তির সুযোগ বাতিলের পক্ষে ছিলেন। তিনজন ছিলেন বিপক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত হলো- এই সংরক্ষণ বিভেদ তৈরি করছে। বহুত্ববাদের নামে কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্প্যানিক ও অন্য সংখ্যালঘুদের এই সুবিধা দেওয়া উচিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো বিদ্যাপীঠ হার্ভার্ড ও নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির নীতির বিরুদ্ধে এক আপিলের শুনানি শেষে এ রায় আসে। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, জাতি হিসাবে নয়, মানুষ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে।

রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে ‘জাতিগত ন্যায়ের পথে বড় ধাক্কা’ হিসেবে দেখছেন ডেমোক্র্যাট নেতারা। সংগত কারণেই রায়ে সন্তুষ্ট নন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। তিনি বলেছেন, এই সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতিগত ভারসাম্য রক্ষা করে আসছিল। এই রায়ের ফলে যে সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। তবে আদালতের রায় হলেও এটাই শেষ নয়। বাইডেন আরো বলেন, ‘আমেরিকায় এখনো বৈষম্য আছে। এই রায়ের ফলে তা শেষ হয়ে যাবে না। বহুত্ববাদ আমেরিকার শক্তি।’ সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা টুইটে বলেছেন, ‘প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যারা আমেরিকার প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, এই সংরক্ষণ তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আমাদের সেই চেষ্টা দ্বিগুণ করতে হবে।’

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, ‘এটা অসাধারণ রায়। আমেরিকার ইতিহাসে দিনটি বিশেষ দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে।’ ট্রাম্পের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকা মাইক পেন্স বলেছেন, ‘আমেরিকায় জাতির ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না।’

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions,
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বুকের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

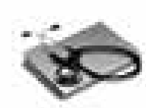

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু ‘রাস্তা’ খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

আত্তাকোয়া মসজিদের খোলা আকাশের নিচে নামাজের দৃশ্য। ছবি: প্রথম আলো

জর্জিয়ায় ৪শত মসজিদে ঈদুল আযহার নামাজ আদায়

মনজিলুর রহমান

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে ২৮ জুন বুধবার মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়েছে । রাজ্যের ক্যাপিটাল সিটি আটলান্টাসহ বিভিন্ন শহর উপশহরের বিভিন্ন মসজিদে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্বের নানান প্রান্তের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুসল্লীরা ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করেন । ৫৯ হাজার ৪২৫ বর্গ মাইলের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে অন্তত ৪শত মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদে এক বা একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয় । আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলন না হওয়ায় মসজিদের বাইরে খোলা আকাশের নিচেও নামাজ আদায় করতে দেখা যায় । মহিলারাও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জামাতে অংশ গ্রহণ করে।

জর্জিয়ায় ঈদুল আজহার সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয় ক্যাপিটাল সিটি আটলান্টার আল ফারুক মসজিদ অব আটলান্টায় । সেখানে যথাক্রমে সকাল আট , পৌনে নয়, সোয়া নয় এবং পৌনে দশটায় ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

জর্জিয়া ইসলামিক সেন্টার লরেন্সভিলে সকাল সাড়ে সাত, সাড়ে আট ও সাড়ে ন'টায় তিনটি জামাত, ইসলামিক সেন্টার অব নর্থ ফুলটন আটলান্টায় সোয়া সাত, সাড়ে আট ও সকাল দশটায় তিনটি জামাত,মসজিদ ওমর বিন আব্দুল আজিজ নরক্রসে সকাল আট ও সকাল সাড়ে ন'টায় দুটি জামাত, মসজিদ আল মদিনা দৌলুতে যথাক্রমে সকাল সোয় সাত সোয়া আট ও সোয়া ন'টায় তিনটি জামাত, ইবাদুর রহমান দাওয়াহ জামে মসজিদ মেরিয়াট্টায় সকাল সাড়ে সাত, আলাটোনা মসজিদ উডস্টক সকাল সাড়ে আট, মসজিদ কোবা বিউফোর্ড সকাল সাড়ে আটটায় একটি করে জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

ডোরাভিল ও লরেন্সভি সিটিতে বাংলাদেশিদের পরিচালিত আত্তাকোয়া ও দারুসসালাম নামে দুইটি মসজিদ রয়েছে। আত্তাকোয়া মসজিদ সকাল আট ও সকাল ন'টায় দুটি জামাত, এবং দারুসসালামে সকাল ৮ টায় একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঐ এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা বেশির ভাগই সেখানে নামাজ আদায় করে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন মসজিদগুলোতে এক বা একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। সব জামাতেই বাংলাদেশসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এখানে বাসা বাড়িতে কোরবানি বা কোন ধরণের প্রাণী জবেহ করার রীতি নাই। তাই নামাজ আদায়ের পর পরই মুসল্লিরা বিভিন্ন কসাই খানা বা সোলাট হাউসে গিয়ে গরু ছাগল বা মেষ জবেহ করে কোরবানি করে।

সেঁজুতি সাহাকে অভিনন্দন বিল গেটসের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সেঁজুতি সাহা

২৮ জুন বুধবার বিল গেটস তার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে লিখেছেন, '২০২৩ সালের সেরা ১০০ এশীয় বিজ্ঞানীর একজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় ড. সেঁজুতি সাহাকে অভিনন্দন! লাইফসায়েন্স ক্ষেত্রে আপনার যুগান্তকারী গবেষণা অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সহায়তা করেছে।'

উল্লেখ্য, জীববিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সেঁজুতি সাহা। আণবিক জিনতত্ত্বের এই গবেষক কাজ করছেন বাংলাদেশের চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনে। সেঁজুতি সাহা ও তার প্রতিষ্ঠান সিএইচআরএফ বাংলাদেশের রোগীদের নমুনা থেকে নতুন করোনাভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম বিন্যাস উন্মোচন করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সেঁজুতি সাহা ইতোমধ্যে দেশে ও দেশের বাইরে একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ শতাংশ প্রবাসী ঈদের ৩ দিন পর পান 'কোরবানির মাংস'

খামারে কসাই সংকট

ইমা এলিস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৬ হাজারেরও বেশি প্রাণিসম্পদ খামারে তীব্র কসাই বা ছেদক সংকট দেখা দেওয়ার ফলে ৩০ শতাংশ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভাগ্যে ঈদের দিনে জোটে না 'কোরবানির মাংস'। প্রায় প্রতিবছরই ঘটে এমন ঘটনা। কোরবানিতে অংশ নেওয়া প্রবাসীরা প্রাথমিকভাবে কেনা মাংস দিয়েই ঈদ উদযাপন করলেও ২/৩ দিন পর হাতে পান কোরবানির মাংস।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩৭ হাজার গরু ও ছাগল বা প্রাণিসম্পদ খামার রয়েছে। এসব খামারে দেওয়া কোরবানির অর্ডারের মাংস ঈদের ২/৩ দিন পর হাতে পান প্রবাসীরা। যুগ যুগ ধরে এ অবস্থা চলে আসছে কিন্তু তবুও নিরুপায় হয়েই প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের খামারে খামারে গিয়ে যৌথভাবে গরু এবং এককভাবে ছাগল কোরবানির অর্ডার দিচ্ছেন। প্রায় প্রতিটি খামারেই ঈদের দিন থেকে হাজার হাজার গরু-ছাগল জবাই করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমিক নম্বর অনুসারে কারও ভাগ্যে ঈদের দিন, আবার কারও ভাগ্যে ঈদের ২/৩ দিন পর জোটে কোরবানির মাংস। ঈদের দিনে কোরবানির মাংস হাতে পাওয়া প্রবাসীর সংখ্যা খুবই কম।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫ শতাংশ প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখানে যৌথভাবে গরু ও একক ভাবে ছাগল কোরবানিতে অংশ নেন। শুধু বাংলাদেশিরাই নয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান ধর্মাবলম্বী সকল দেশীয় মানুষরাও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রায় এক মাস আগে থেকেই বিভিন্ন খামারে গিয়ে গরু-ছাগল ওজন দিয়ে কোরবানির জন্য অর্ডার দিয়ে আসেন। ঈদের দিনে নামাজ শেষেই বেশিরভাগ প্রবাসীরাই ছুটে যান খামারের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে অপেক্ষার পর অপেক্ষা। সারাদিন অপেক্ষার পর কোরবানির গরু-ছাগল জবাইয়ের ক্রমিক নম্বর না মেলায় দিনান্তে ঘরে ফিরে আসেন। পরদিন আবার ছুটে যান একই খামারে। এভাবেই কোরবানির মাংসের জন্য চলে দৌঁড়ঝাপ।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, নিউ জার্সি, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, কানেকটিকাট, নর্থ ক্যারোলিনা, ওহাইও, মিনেসোটা, টেনেসি, নিউ হ্যাম্পশয়ার, মেইন, রোড আইল্যান্ড, ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যের হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঈদুল আযহার একমাস আগে থেকেই ছুটে যান বিভিন্ন গরুর খামারে। সেখানে জীবন্ত গরু যৌথভাবে এবং ছাগল এককভাবে ওজন দিয়ে কোরবানির অর্ডার বুকিং দিয়ে আসেন।

এদিকে, বিভিন্ন খামারে ছেদক ও কসাইয়ের হাতে বর্জ্যের নামে শত শত মণ কোরবানির মাংস চুরির ঘটনাও ঘটেছে অহরহ।

ঈদের দিন এসব খামারে এক তৃতীয়াংশের বদলে দেড় বা দুই তৃতীয়াংশ গরুর বর্জ্য ফেলে দেয়ার ঘটনায় অবাক হয়েছেন প্রবাসী মুসলমানরা। এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়, প্রতিবছরই ঘটে এমন ঘটনা। তবে এ ঘটনাকে সুকৌশলে কোরবানির মাংস চুরি বলে উল্লেখ করেছেন অনেকেই।

প্রকৃতপক্ষে বর্জ্যমুক্ত দুই তৃতীয়াংশ মাংস ঘরে আনার কথা। একটি গরুতে এত বর্জ্য ফেলাতে হয় না বলে জানিয়েছেন অভিজ্ঞ গ্রোসারী ব্যবসায়ীরা। নিউ ইয়র্কের একটি গ্রোসারিতে কর্মরত অভিজ্ঞ গরু ছেদক জানান, একটি গরু জবাইয়ের পর চামড়া, ভুঁড়ি ও পাসহ আনুষঙ্গিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দিলেও প্রকৃত ওজনের এক তৃতীয়াংশ বর্জ্য ফেলে দিতে হয়।

কিন্তু অধিকাংশ খামারে এক তৃতীয়াংশ বর্জ্যের বদলে দেড় বা দুই তৃতীয়াংশ বর্জ্য ফেলে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। যা দেখে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা হতাশ হয়েছেন। এসব বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে তার গরু দেরিতে বা না কাটার হুমকি দেন খামারিরা। এ কারণে কেউ জোর প্রতিবাদ করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় খামারে ১৫ হাজার, মাঝারি ও ছোট মাঝারি খামারে ১ হাজার থেকে ৫ হাজার গরু পালন করা হয়। এসব খামার থেকে প্রতি বছর ৩৯ মিলিয়ন গরু জবাই করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কোরবানির গরুতে একটি ভাগের মূল্য পড়ে প্রায় ২৫০ ডলার।

নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি আব্দুল গফুর জানান, তিনি পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত কোরবানি দিতেন। মাঝে কিছুদিন আর দেননি। গত বছর আবার তার বন্ধুদের সঙ্গে কোরবানির গরুতে একটি ভাগ দিয়েছিলেন। ১৫ দিন আগে একটি খামারে গিয়ে গরু ওজন দিয়েছিলেন ১৫শ ৬০ পাউন্ড। ঈদের দিনে বর্জ্য বাদ দিয়ে প্রকৃত মাংস পেয়েছেন মাত্র ৫শ ৬০ পাউন্ড। একটি গরুতে ১ হাজার পাউন্ড বর্জ্য ফেলে দিতে হয় এটা অবিশ্বাস্য যা তিনি কখনই দেখেননি বা শোনেননি।

শুধু তাই নয় মাংস কাটার জন্য বিভিন্ন গ্রোসারিতেও চর্বি ফেলে দেয়ার নামেও নিয়মিত চুরি হয়ে যায় মাংস। কানেকটিকাটের একজন প্রবাসী বাংলাদেশি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে নিয়মিত গ্রোসারি কিনে আনেন। তিনি অনেক সময় মাছ-মাংস কাটার অর্ডার দিয়ে অন্য বাজার করতে যান। কিন্তু মাছ-মাংস বাড়িতে আনার পর তার সন্দেহ হলে নিজের ঘরেই ওজন দিয়ে তা কম দেখতে পান। সেই থেকে আর ওই দোকানে আর বাজার করেন না। পরে আরেকটি গ্রোসারি দোকানে নিয়মিত বাজার শুরু করেন। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা দেখতে পান তিনি।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

স্বাধীনতা উদযাপনে নিহত ২০

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময়টিতে গুলাগুলিতে ২০ জন নিহত এবং ১২৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসে গুলাগুলিতে নিহত এসব লোকজন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মহুতি দিতে হয়েছে, এমন নয়। এলোপাতাড়ি বন্ধুকের গুলিতে দেশ জুড়ে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর বলি হয়েছে ২০টি তাজা প্রাণ। আহত ১২৬ জনের মধ্যেও অনেকের অবস্থা সংকটজনক। শেষ হিসেবে স্বাধীনতা দিবসে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

এবিসি নিউজের হিসেব অনুযায়ী ৩০ জুন শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ২২টি গণ গুলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকার বন্ধুক সহিংসতার হিসেব রাখার প্রতিষ্ঠান গান ভাইয়োল্যান্স আর্কাইভ। তাদের সূত্র অনুযায়ী কোন গুলাগুলির ঘটনায় চারজন বা তার বেশি লোকের মৃত্যু ঘটলেই গণগুলাগুলী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উৎসব আনন্দ বিষাদে সর্বত্রই আমেরিকায় বন্দুক সহিংসতা এখন সবচেয়ে বড় সানাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়। শুধু স্বাধীনতা দিবসের শুটির দিনগুলোতে আমেরিকার ১৭টি রাজ্য সহ ওয়াশিংটন ডিসিতে এমন গণগুলাগুলীর ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন শহরে গুলিতে নিহত আহত একজন দুইজনের হিসেব না করেও বলা হয়েছে ২০ জন মারা গেছে। আহত হয়েছে ১২৬ জন। এ বছরের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ২২ হাজার লোকের মৃত্যু হয়ে গেছে বন্দুক সহিংসতার কারনে। গত সপ্তাহ জুড়ে সবচেয়ে বেশি এমন সহিংসতা ঘটেছে বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, শিকাগো, ফোর্ট ওয়ার্থ এবং টেক্সাসে। মারা যাওয়া লোকজনের মধ্যে ১৫ বছর বয়সী একজন রয়েছে। আহত হয়েছে অনেক শিশু। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জন কোহেন বলেছেন, এসব গুলাগুলির ঘটনা প্রমাণ করছে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি লোকজন অগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থামাতে পারছিলেন না। বোতল নিক্ষেপে আহত হন সহ সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম। ভয়ে ফারহানা চৌধুরী অন্য রুমে গিয়ে আশ্রয় নেন। কর্মকর্তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

মারামারি শেষে সভাপতি উভয় পক্ষকে মিলিয়ে দেন। এক পর্যায়ে মহিউদ্দীন দেওয়ান সভা ত্যাগ করে চলে যান। কার্যকরি কমিটির সভা শেষে নবগঠিত ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত নওশেদের আঙ্গুল ফুলে কালো হয়ে যায়। তিনি ৯১১ কল করেন। ঘটনাটি পুলিশকে অবহিত করেছেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। ট্রাষ্টি বোর্ডের ১২ জনের মধ্যে ১১ জন ইতোমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছেন। একটি পোস্টের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এই সংঘাতের সুত্রপাত ঘটে বলে জানা গেছে।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ভঙ্গি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তবে বেশিরভাগই বিশ্বাস করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অবদান রাখে। পররাষ্ট্র নীতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটা অন্যান্য দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক জনমত মূলত বিভক্ত।

জরিপ করা দেশগুলির জনসাধারণের প্রায় অর্ধেক অংশ মনে করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশগুলির কথা বিবেচনা করে। সমীক্ষাটি আমেরিকান শক্তির অন্যান্য দিকগুলিও অন্বেষণ করে। অন্যান্য ধনী দেশের তুলনায় আমেরিকার প্রযুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়, সামরিক এবং বিনোদন সবই সেরা, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানুষের মধ্যে তার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমেরিকান অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধি গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরদাতারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে চীনের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করছেন। তবে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে এবং অস্ট্রেলিয়া, চীনকে শীর্ষ বিশ্ব অর্থনীতি হিসাবে বিবেচনা করে। এই ফলাফলগুলি ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ মে, ২০২৩ পর্যন্ত পরিচালিত একটি নতুন পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা থেকে এসেছে। যার মধ্যে রয়েছেন ২৩টি দেশের ২৭,২৮৫ জন মানুষ, যার মধ্যে বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল মিত্র। এই সমীক্ষার মধ্যে আমেরিকার সামগ্রিক চিত্র, বাইডেনের রেটিং, মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মতামত, আমেরিকান সফট পাওয়ার এবং আমেরিকান অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কিত কিছু সূচক রয়েছে।

আমেরিকার ভুল ইমিগ্রেশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইমিগ্র্যান্টদের হারিয়ে আমেরিকার অর্থনীতি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্বের জন্য যেখানে মেধাবীদের দরজা সব সময় উন্মুক্ত তখন নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে এসব মেধাবীরা কেনই বা আমেরিকায় থেকে যাওয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে?

যুক্তরাজ্য গত বছর "হাই পটেনশিয়াল ভিসা" নামের বিশেষ ইমিগ্রেশন ভিসা চালু করেছে। যুক্তরাজ্যের বাইরে ৪০টি সেরা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েটরা সহজেই এ ভিসায় যুক্তরাজ্যে অবস্থান করতে পারে। এ ৪০টি ইউনিভার্সিটির মধ্যেই ২১টি যুক্তরাষ্ট্রের। ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করা ওয়াশিংটন ভিত্তিক সংস্থা নিস্কানেন সেন্টারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট করা ৪০ হাজারের বেশি মেধাবী অভিবাসী শুধু কানাডায় ইমিগ্রেশন করেছে। শুধু কানাডা নয়, অস্ট্রিলিয়ার কোম্পানিগুলোও এখন আমেরিকা থেকে উচ্চ শিক্ষা নেয়া লোকজনকে ব্যাপকভাবে কাজ দিচ্ছে, ইমিগ্রেশন সুবধা দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আগমন হ্রাস পেয়েছে। ফলে বহু ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থী সঙ্কটে পড়েছে। হাই স্কিল কাজের জন্য মেধাবীদের পাওয়া এখন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি , প্রকৌশল এবং গণিত শাস্ত্রের উচ্চশিখা STEM নামে পরিচিত। এসব শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত লোকজনের সংকটের কথা জানাচ্ছে মার্কিন প্রযুক্তি প্রস্তিষ্ঠানগুলো। যুক্তরাষ্ট্রে পোস্ট গ্রাজুয়েট করা লোকজনের জন্য সরাসরি ইমগ্রেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। বেশ কিছু শিল্পোন্নত দেশে মেধাবীদের আকৃষ্ট করার জন্যই এ ধরনের ভিসা চালু করে সফল পেয়েছে।

এইচ- ১ ভিসার কৌটা বছরে ৮৫ হাজার। এ ভিসার কৌটা গত ১৫ বছরেও বাড়ানো হয়নি। ফলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেয় লোকজন এর সুবিধা নিতে পারছে না। এইচ- ১ ভিসার লোকজন আমেরিকায় উদ্যোক্তা হতে পারে না বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে না। এইচ-১ ভিসার লোকজন ৬০ দিনের বেশি কর্মহীন থাকলে তাঁকে অবশ্যই নিজের উদ্যোগে ডিপোর্ট করার নিয়ম। এসব ঝক্কি ঝামেলার কারনেই প্রকৃত মেধাবী উচ্চশক্ষিত পেশাজীবীদের জন্য আমেরিকায় নাগরিকত্ব নেয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে।

ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছেন এমন সংগঠকরা মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রে 'স্টার্টআপ ভিসা' নামের একটি ক্যাটাগরি চালু করা প্রয়োজন অবিলম্বে। এতে উচ্চশিক্ষার লোকজন নিজেদের মেধা খাটিয়ে 'স্টার্টআপ' শুরু করতে পারে। এ ধরনের ভিসায় সফল স্টার্টআপ উদ্যোক্তাকে সহজেই গ্রিণকার্ড দেয়া এবং নাগরিকত্বের পথ সুগম করা উচিৎ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশে এখন এমন স্টার্টআপ ভিসা চালু করা হয়েছে। মার্কিন আইনপ্রণেতারাও এ নিয়ে কয়েক দফা উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ভেঙ্গে পড়া ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়ে আমেরিকার রাজনীতির মাঠ গরম হয়, কোন সুরাহা হয় না। গত অর্ধ শতাব্দী থেকেই এমন চলছে। ইমিগ্রেশনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা দেশে ইমিগ্রেশন আইন হালনাগাদ না করলে এর ছাপ অর্থনীতিতে পড়ে। সমাজে , সংস্কৃতিতে , রাজনীতিতে নানা অসংলগ্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশ্বের মেধাবী প্রজন্মে আমেরিকায় ধরে রাখা নিয়ে ইমিগ্রেশনের অব্যবস্থাপনাই এখন বিভিন্ন মার্কিন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

ইমগ্রেশন ব্যবস্থা জটিল করে রাখা হয়েছে। একদিকে কর্মীর অভাব সর্বক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করার অনুমতি নেই। গ্রাজুয়েশন করা শিক্ষার্থীদের বা কর্ম ভিসার জন্য বাইরের লোকজনের জন্য অনুমোদন পাওয়ার ঝক্কিতে জড়াতে চায় না ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এমন বহুমুখী সংকটের কারণে আমেরিকা যদি বিশ্বের মেধাবীদের দূরে সরিয়ে দেয়, আখেরে ক্ষতি আমেরিকারই হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

আলোচনার ইঙ্গিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, মূলত আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার পর দেশের রাজনীতিতে ভিন্ন একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—দুই দলের জন্যই একধরনের চাপ তৈরি করেছে ভিসা নীতি। নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দলগুলোর চাপ আরও বাড়তে পারে, সেটা দুই দলই বিবেচনায় রেখেছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা প্রথম আলোকে বলেছেন, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণেও রাজনৈতিকভাবে তাঁরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে ক্ষুব্ধ করছে। এমন পরিস্থিতি বিএনপির জন্য সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বিএনপির নেতারা বলছেন, এবার তাঁরা এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে চান না। সে জন্য রাজপথের আন্দোলন জোরদার করার পক্ষপাতী তারাঁ। তবে আন্দোলনে সংঘাত বা সহিংতা এড়ানো যাবে কি না, এসব বিষয়ও তাঁদের আলোচনায় রয়েছে।

পাশাপাশি সরকারের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায়ের বিষয়টিও বিএনপির নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নেতাদের কারও কারও চিন্তায় রয়েছে। তাঁরা মনে করছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এবার যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের পদক্ষেপের কারণে সরকার বড় চাপে পড়েছে। ফলে সংকটের সমাধান না হলে সরকারের জন্য বিপদ আরও বাড়াতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে চাপ বাড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা যায় কি না, সে আলোচনাও বিএনপিতে রয়েছে।

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সংলাপে যোগ দিয়েছিল বিএনপি। সেই সংলাপে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সরকার রক্ষা করেনি—এমন অভিযোগ বিভিন্ন সময় দলটির নেতারা করেছেন। পুরোনো সেই অভিজ্ঞতাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে বিএনপি নেতাদের অনেকে সরকারের সঙ্গে এবার আর কোনো সংলাপ নয়—এমন অবস্থানে রয়েছেন। তবে দলটির কোনো কোনো নেতা মনে করেন, নির্দলীয় সরকারব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে আলোচনা হতে পারে। সেই আলোচনার ভিত্তি হবে নির্দলীয় সরকার।

এ বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত রাতে প্রথম আলোকে বলেন, বর্তমান সংকটের সমাধান করার দায়িত্ব এখন সরকারের। সরকারকেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।

তবে মির্জা ফখরুল বলেছেন, নির্দলীয় সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেই কেবল আলোচনা হতে পারে। সেই আলোচনায় নির্দলীয় সরকারব্যবস্থা গঠন নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা হতে পারে।

বিএনপি আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুধাবন করলেও আগে তাদের দাবি মানার বিষয়টি সামনে এনেছে। অন্যদিকে সংবিধানের বাইরে আওয়ামী লীগ যাবে না, আগের সেই অবস্থানেই অটল রয়েছে দলটি। এ ছাড়া বিএনপি আলোচনায় আগ্রহের কথা না জানালে সরকার নিজে থেকে কোনো উদ্যোগ নেবে না, মন্ত্রীরা এমন বক্তব্য ধারাবাহিকভাবেই দিয়ে আসছেন। গতকালও সাংবাদিকদের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের পুরোনো অবস্থানই তুলে ধরেছেন।

আওয়ামী লীগের দলীয় সূত্র বলছে, বিএনপির সঙ্গে সংলাপের বিষয়ে দলে কোনো আলোচনা এখনো হয়নি। দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা দলের সাধারণ সম্পাদককে এই বিষয়ে বিশেষ কোনো দায়িত্ব দিয়েছেন কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়।

আওয়ামী লীগের নেতাদের কেউ কেউ মনে করেন, সংবিধানের ভেতরে থেকে নির্বাচনের বিষয়ে বিএনপি আলোচনা বা সংলাপ চাইলে সেটা হতে পারে। তবে সংবিধান অনুযায়ী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন হতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি নয় আওয়ামী লীগ। তবে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন করা সম্ভব না–ও হতে পারে, এমন আলোচনাও দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে রয়েছে।

দুই দলের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে লেখক, গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেছেন, 'গণ–অভ্যুত্থান' ঘটানোর মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি করতে পারেনি বিএনপি। ফলে আলোচনা এবং রাজপথে থাকা দুই পথেই থাকতে হবে দলটিকে। সংকটের সমাধান রাজপথে কতটা করা সম্ভব হবে, সেটি বলা মুশকিল। তবে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান না হলে সেটি আওয়ামী লীগকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং পিজিআর সদস্যদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রতিটি বাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সব সময় জনগণের পাশে দাঁড়ায়। তাদের মানবিক সদিচ্ছার কারণে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান পায়। আমি খুব গর্ববোধ করি,

যখন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা তাঁদের দেশে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশংসা করেন।'

শেখ হাসিনা বলেন, সরকারপ্রধান হিসেবে তিনি পিজিআরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের কাজ, দায়িত্ব ও নিষ্ঠা দেখে তিনি মুগ্ধ। তিনি বলেন, 'ঝড়-বৃষ্টিসহ সকল প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবিলা করে দায়িত্ব পালনে আপনাদের আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রশংসিত। এই সুনাম ধরে রাখতে আপনারা সততা ও দেশপ্রেমের সাথে কাজ করবেন—এটাই আমার প্রত্যাশা।'

বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের পর উন্নয়ন সহযোগীরা এখন আর আগের মতো অনেক শর্ত দেয় না। তিনি বলেন, 'আমরা দেশকে এমনভাবে গড়ে তুলছি, যাতে কখনো অন্যের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে না হয়। আগামী দিনেও দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এই কামনা করি।'

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সত্যিকার অর্থে মেধা পাচার রোধ দুরূহ ব্যাপার। স্বল্পোন্নত-উন্নয়নশীল সব দেশ থেকেই মেধা পাচার হয়। সরকারের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের মেধা পাচার নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রয়েছে।

গতকাল জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে সিলেট-৩ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

দেশে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের কারণে মেধাবীরা দেশেই এখন কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অব্যবস্থাপনায় ভরা ছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেছেন। রেজিস্ট্রেশন, আবাসিক ব্যবস্থাপনা, খাবার বিতরণ, প্রোগ্রাম সূচী সহ সর্বত্রই নিজেদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তারা। এজন্য দায়ও নিয়েছেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত আনন্দ উৎসবের সফল সমাপ্তির জন্য তাঁরা সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন।

নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিন ৪৩তম বঙ্গসম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন। শনি ও রোববার বেশ কিছু আলোচনায় তসলিমা নাসরিনই ছিলেন মুখ্য আলোচক। কবিতা পড়েছেন। আলোচনা করেছেন। তাঁকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। ১ জুলাই শনিবার তসলিমা নাসরিন কবিতা পড়ছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে দেশের জন্য তাঁরা হাহাকার আর লড়াইয়ের কথা বলছিলেন। এসময় সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে তসলিমার দেশে যাওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার আকুতিকে সংহতি জানালে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তসলিমা নাসরিন বলেছেন, লেখার জন্যই আজ তাঁর কোন দেশ নেই। নিজের দেশের জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে বলেছেন।

বাংলাদেশী প্রতিষ্টানগুলোর মধ্যে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা, ঘুংঘুর, বাংলাদেশ একাডেমী অফ ফাইন আর্টস সহ অন্যান্যদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতি ছিল। বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টলেও ছিল উপচে ভরা ভিড়। নিউইয়র্কের মুক্তধারার স্টলকে ঘিরে বাংলাদেশীরা সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। দুই বাংলার লেখকদের বই কিনেছেন লোকজন লাইন ধরে। লিয়া শাড়ি সহ শাড়ি চুড়ির দোকানেও ছিলো সার্বক্ষনিক ভিড়। মেলামেলা ভাব ছিল সম্মেলন ঘিরে।

উত্তর আমেরিকার ৪৩ তম বঙ্গ সম্মেলনে শীর্ষ পৃষ্টপোষক ছিলেন বাংলাদেশী আমেরিকান ধনাট্যজন কালী প্রদীপ চৌধুরীর কে পি সি গ্রুপ। ব্যববহুল অনুষ্ঠানমালায় অর্থ সংগ্রহে টানাটানি চোখে পড়েছে। একদিনের জন্য মুল মিলনায়তন বাতিল হয়েছে। বহু অনুষ্ঠান ছেটে ফেলতে হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কথা দিয়েও উদ্যক্তারা মঞ্চে পারফর্ম করতে দিতে পারেননি। ফলে বিক্ষুব্ধ লোকজন সরব প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন মাঝে মধ্যে। পুলিশের হস্তক্ষেপও দেখা গেছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য।

শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী এবং মেহের আফরোজ শাওনকে নির্ধারিত সময়ে মঞ্চে উপস্থাপন করতে পারেননি আয়োজকরা। রোববার দুপুরে তাঁরা মঞ্চে আসেন। দর্শক অল্প হলেও তাঁরা মাতিয়ে রেখেছিলেন দর্শকদের। শনিবার রাতে সবার আকর্ষণ ছিল বর্তমান সময়ের ভারতীয় জনপ্রিয় শিল্পী জাভেদ আলীর পারর্ফমেন্স। দশ হাজারের বেশি ধারণ ক্ষমতার মিলনায়তনে তিন হাজারের মতো দর্শক উপস্থিত ছিলেন। জাভেদ আলী দর্শকদের ধরে রেখেছেন প্রায় মধ্য রাত পর্যন্ত। শেষ দিনে সনু নিগম দর্শক কাঁপানো অনুষ্ঠান করেছেন। সনু নিগমের পার্ফরমেন্সের মধ্য দিয়ে সমস্ত আমেরিকা থেকে এবং আমেরিকার বাইরে থেকে বঙ্গ সম্মেলনে যোগদান করা লোকজন ফিরে গেছেন পরবর্তী সম্মেলনে যোগদানের আকাংখা নিয়ে।

বঙ্গসম্মেলনে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

প্রথমবারের মতো প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা বঙ্গসম্মেলনে যোগ দিয়ে সকলের নজর কেড়েছে। বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানের বাইরে সাহিত্য সংস্কৃতির আলোচনায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ১৫ জনের বেশি সদস্য। কবি সুবোধ সরকার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকার কারণেই সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে মিলনায়তন ভর্তি আলোচনা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশই বাংলা সাহিত্যের আগামীর হাল ধরবে। বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখবে বাংলাদেশ, কোলকাতা নয়। বাংলাদেশী নতুন প্রজন্ম সহ সকলের কবিতার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ, ভালোবাসা বাংলাদেশে এবং প্রবাসে বাংলাদেশীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা কোলকাতায় ও প্রবাসী কোলকাতার ইয়ংদের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রবাসে সাহিত্যচর্চায় সংবাদ মাধ্যমের ভুমিকা ও গুরুত্ব নিয়ে ছিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার উন্মুক্ত আড্ডা আলোচনা। মৌ মধুবন্তির উপস্থাপনায় সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানান তাঁর সংক্ষিপ্ত এবং হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিমায়। রোববারের সম্মেলন কেন্দ্রের ক্লান্ত বিকেলে অনুষ্ঠানটি শুরু থেকেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

কবি সুবোধ সরকার, তসলিমা নাসরিন, কোনাল বসু, ক্যারোলাইন রাইট, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্র শঙ্কর, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী হোসেন, বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়, পায়েল সেনগুপ্ত, রুপা মজুমদার সহ অন্যান্যের উপস্থিতিতে জমজমাট আড্ডা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সহ নানা পর্বের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন শেলী জামান খান, রহমান মাহবুব, ধনঞ্জয় সাহা, মৌ মধুবন্তি, ভায়লা সালিনা, সুলতানা ফেরদৌসী, মুকুল হক, জাকির হোসেন, বেনজির শিকদার, ফারুক আযম, কবির কিরণ, ঊষা রহমান, নাসিমা সুলতানা ফ্লোরা, তামান্না আহমেদ, শাহানা বেগম, রাজিয়া ইফফাত চৌধুরী, সৈয়দা আনতারা হক।

কেউ কবিতা আবৃত্তি করে , কেউ আলোচনা যোগ দিয়ে মাতিয়ে রাখেন সাহিত্য আড্ডা। সব শেষে কবি সুবোধ সরকারের আহ্বানে জাকির হোসেন গেয়ে উঠেন, আমার সোনার বাংলা...।। হল ভর্তি দুই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির লোকজনের মধ্যে অনেকেই তখন ভেজা চোখে বুকে হাত রেখে দূর দেশে বাংলাকে বুকে ধারণ করিলেন।

বঙ্গ সম্মেলনে তসলিমা নাসরিন

৪৩ তম বঙ্গসম্মেলনে তসলিমা নাসরিন ছিলেন আলোচনা ও উপস্থাপনার কেন্দ্রে। শনি ও রোববার দুই দিনের অনুষ্ঠানেই তিনি কবিতা পড়েছেন। স্পষ্ট কণ্ঠে নিজের বেদনার কথা বলেছেন। প্রেম বিরহের কবিতা পাঠ করেছেন। দূর দেশে বসে একজন দেশ ছাড়া কবির কথা শোনার জন্য উদগ্রীব থাকতে দেখে সবাইকে। তসলিমা নাসরিন বারবার বলেছেন, লেখার জন্য তাঁকে কেন দেশ ছাড়া করা হলো, এর কারণ তিনি জানেন না। গণতন্ত্রের কথা, মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করে তসলিমা নাসরিন বলেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। তিনি বলেন, যারা ঝুঁকিতে রাষ্ট্রই যখন তাদের সুরক্ষা দেয়ার কাজ করে না, তখন মানবাধিকার বিপন্ন হয়। গণতন্ত্র মুখ তুবড়ে পড়ে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত না করলে গণতন্ত্রের কথা মুখে বলে লাভ নেই উল্লেখ করে নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিন বলেছেন, দেশের যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর অধিকারের জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।

বাংলাদেশ না বাঁচলে পশ্চিমবঙ্গও বাঁচবে না

৪৩ তম বঙ্গ সম্মেলনের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও সেমিনারগুলো প্রাণবন্ত ছিল শুরু থেকেই। ছোট কাগজ ঘুংঘুরের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজের লেখা ও স্মৃতি নিয়ে কথা বলেছেন ডঃ নুরুন্নবী, শাহাবুদ্দীন এবং নিউইয়র্ক বইমেলার আহ্বায়ক প্রবাসের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বলেছেন ড. আব্দুন নুর। কথা বলেছেন লেখক শাহাব আহমেদ এবং আনিসুজ্জামান।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৭ তম স্বাধীনতা দিবস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর ইষ্ট রিভারের পাড় থেকে নদীর উপর আলোর ফোয়ারা দেখেছেন কয়েক লাখ দর্শক। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ রাজ্য ও নগর প্রধানরা বাণী দিয়েছেন। স্বাধীনতাকে সুরক্ষার জন্য ঐক্য আর সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

১৭৭৬ সালের ২ জুলাই ইংল্যান্ডের শাসন থেকে পৃথক হওয়ার জন্য ভোট দেন আমেরিকার দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস। এর দুইদিন পর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় কংগ্রেস। প্রত্যেক বছর চার জুলাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। ইতিহাস বলে দিনটির জন্য জীবন দেন ২৫ হাজার বিপ্লবী আমেরিকান এবং ২৭ হাজার ব্রিটিশ ও জার্মান সেনা।

১৭৭৬ সালের ২ জুলাই দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে ভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পর পাঁচজনের একটি কমিটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করে। টমাস জেফারসন, জন অ্যাডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন এ কমিটির অন্যতম সদস্য। টমাস জেফারসন ছিলেন মূল লেখক। ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসের অনুমোদন পায় ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে। 'প্রতিটি মানুষই সমান এবং একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি' এই বাণীকে সামনে রেখে থমাস জেফারসন লিখেছিলেন স্বাধীনতার বাণী।

বাকস্বাধীনতা, প্রকাশনার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আইন পরিবর্তনের জন্যও সরকারের কাছে আবেদন করার স্বাধীনতা সবার, আমেরিকায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের। নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতাকে উদযাপন করে আমেরিকানরা। স্বাধীনতা দিবসে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বীরদের স্মরণ করা হয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে। লম্বা সপ্তাহান্তে এক রাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে ছুটে গিয়ে আনন্দ উদযাপনের সময় ফোর্থ জুলাই সপ্তাহান্ত। আতশবাজির ফোয়ারায় রঙ্গিন হয়ে উঠে নগর জনপদ।

নিউইয়র্কে মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক বা আতশবাজি আন্তর্জাতিভাবে বিখ্যাত। হাডসন আর ইষ্ট রিভারের পাড় থেকে ছুড়া আতশবাজিতে নদীর উপর রঙের খেলা দেখতে এবারেও কয়েক লাখ লোকের সমাগম হয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছে পর্যটকরা। কয়েক হাজার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজনের উপস্থিতিতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে নিউইয়র্কে লোকজন উদযাপন করছে আমেরিকার ২৪৭ তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের উরসব আনন্দের মধ্যেই বার বার উচ্চারিত হয়েছে আমেরিকার শ্রেষ্টত্বের জয়গান এ দেশের জনগণের মুখে।

২০০০ সালে আমেরিকান ভোক্তারা আতশবাজিতে ৪০ কোটি ৭০ লাখ ডলার খরচ করেছে। ২০২২ সালের মধ্যে সংখ্যাটি বেড়ে ২৩০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি ঘটে যখন কিনা জনসমাবেশে আতশবাজি ফুটানো বন্ধ করে দেয়া হয়। ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় ২০১৯ সালে ১০০ কোটি ডলার থেকে ২০২০ সালে ১৯০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়।

ব্যাপক সচেতনতা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হাজার হাজার আমেরিকান প্রতি বছর আতশবাজির কারণে আহত হয়। ২০২২ সালে ১০ হাজার ২০০ মানুষকে ইমার্জেন্সি রুমে চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং ১১ জনের মৃত্যুর জন্য আতশবাজিকে দায়ী করা হয়েছিল।

ভ্রমণ, ব্যাকিয়ার্ড পার্টি, সমুদ্র তীরে ভ্রমণ- এসব নিয়ে আমেরিকার ফোর্থ জুলাই ছিল উচ্ছ্বাস আর আনন্দের। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উদযাপন করেছেন।ইউএস ক্যাপিটলের সামনে বার্ষিক স্বাধীনতা দিবসের কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বছরের পারফরমারদের মধ্যে ছিলো শিকাগো, বেবিফেস, ন্যাশনাল সিম্ফোনি অর্কেস্ট্রা এবং ইউএস আর্মি ব্যান্ড।

ওয়াশিংটন ডিসির কন্সটিটিউশন এভিনিউ-এ স্বাধীনতা দিবসের ঐতিহ্যবাহী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে চারিত্রিক নীতিমালার নতুন মেরুকরণ

আব্দুল কাইউম আনোয়ার

যুক্তরাষ্ট্র ও তার কেন্দ্রীয় প্রশাসন সম্বন্ধে লিখতে বসলে বর্তমান ও অতীত হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরীণ কিছু ভৌতিক ঘটনাবলীর কথা স্মৃতির পতে ভেসে উঠে। যারা সেইসব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া আরও অনেক ঘটনার সংগে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

বিগত এক মাস জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমে যা বিশেষ সংবাদ হিসাবে শিরোনামের জায়গা জুড়ে আছে, তা সেই একই গাজী কালুর কাহিনী। পূর্বতন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার সমর্থকেরা একদিকে আর অন্যদিকে দেশের সুশীল সমাজের নাগরিকেরা। কোন কোন সমালোচক ক্ষোভের মাথায় বলেই বসেন- আমেরিকা খাদে পড়ে গেছে, হারিয়েছে তার প্রাণ গনতন্ত্র। বাস্তবে তেমন নয়। সংখ্যা তত্ত্বে হয়তো আধিক্য বেড়েছে সমালোচকদের কিন্তু সাড়ে তিনশো মিলিয়ন মানুষের দেশে সে সংখ্যা নগন্য বৈকি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এখন ক্ষমতায় নন কিন্তু তার নির্বাচনে হেরে যাওয়ার জিঘাংসা লেলিহান অগ্নি শিখার মতো নিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে। বেশ আগে ২০১৭ সালে TIME ম্যাগাজিনে TUFTS UNIVERSITY-র ডীন ও অবসরপ্রাপ্ত SAC AT NATO-র JAMES STARVIDIS তাঁর লিখা প্রবন্ধে লিখেছিলেনঃ THE CAUTIONARY TALE FOR MY STUDENTS IS APT; DON'T FLY TOO CLOSE TO THE SUN OF THIS PRESIDENT (TRUMP) BECAUSE THE WAX HOLDING YOUR WINGS TOGETHER MAY MELT ALL TOO QUICKLY. তিনি তাঁর ছাত্রদের আরও তিনটি উপদেশ দিয়েছিলেনঃ এক। নিজের দেশ ও জাতির সেবা করো নিজ দায়িত্বে; দুই। প্রেসিডেন্টের সরাসরি কর্তিত্বের অধীনে থেকে কোন চাকরী করো না; তিন। কোন চাকরীতে তুমি যদি মনে করো তোমার নীতি ও আদর্শের সংগে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবে পদত্যাগ করো।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. ট্রাম্প তত বর্ণবাদী নন কিন্তু প্রেসিডেন্ট হবার লড়াইয়ের শুরু থেকে অদ্যাবধি তিনি আমেরিকার চূড়ান্ত বর্ণবাদী গোষ্ঠীকে তার ধুরন্ধরি বুদ্ধিমত্তা দিয়ে MAGA বাণীতে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। ওতে তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হচ্ছে বিভিন্নভাবে।

ড. ট্রাম্প শুধু যে বর্ণবাদীদের হাত করে রাজনীতিতে নেমেছিলেন তা নয়, এদের সংগে মৌলবাদীদেরও যুক্ত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্য জুড়ে যেসব মৌলবাদীদের বাস, STEEVE BENON-র মতো কুচক্রিদের দিয়ে নানামন্ত্রে দীক্ষিত করে নিজের দলে ভিড়িয়েছিলেন ট্রাম্প। তার শাসনামলে আরও অনেক কুচক্রি হোয়াইট হাউস কে গিলে ফেলেছিল। জাতির ললাটে কালিমা লেপন করে তারা আমেরিকার অর্জিত আত্মমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে গিয়েছিলো।

এখনো একটি ঘটনার স্মৃতি সকল সুস্থ নাগরিকের মানস পটে জ্বলজ্বল করছে যে ২০২০ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ট্রাম্পই মৌলবাদীদের এক ভেল্কি দেখালেন। একই সালের ২ জুন রোববারে হোয়াইট হউসের অদূরে সেন্ট জোন্স চার্চের বাহিরে এক হাতে পবিত্র বাইবেল তুলে ধরে বোঝালেন যে তিনি খুবই ধর্মপ্রাণ সুতরাং সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যেন তার অনুসারী হন এবং তাকে

ভোট প্রদান করেন। এর পর থেকে দেশের সকল মৌলবাদী ও বর্ণ বাদীরা একত্রিত হয়ে MAGA দল গঠন করে। ট্রাম্প রাজনীতিতে আসার পর থেকেই সুশীল সমাজের নাগরিকরা কিছু কিছু জাতীয় আত্মঘাতী পদক্ষেপের নমুনা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যে কারণে ২০১৭ সালের THE ATLANTIC ম্যাগাজিনের এক সংখ্যায় নিবন্ধকার PETER BEINHART লিখেছিলেনঃ REPUBLICANS MUST RECKON THEIR POLICIES' RACIAL EFFECTS THAT WOULD BE MORE LIKELY IF LIBERALS STOPPED CARELESSLY CRYING RACIST.

> **নৈতিকতার অধঃপতন একজন রাষ্ট্র-নায়কের বেলায় কতোখানি মানায়? CNN এর রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য মতে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকাকালীন চারশ' ছেষট্টি (৪৬৬) দিনে তিন হাজার (৩০০০) বার মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছেন। এই রেকর্ড বিশ্বকে ছাড়িয়ে গেছে। জানিনা গিনিস রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না।**

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব পেয়েছি বহু আগে। এই নাগরিকত্বের সুবাদে ভোটাধিকার লাভ করেছি বিধায় প্রতি চার বছর পর পর জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেই। নাগরিকত্ব সনদ পত্র হস্তগত করে সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোটাধিকারের শর্তাবলী সম্পন্ন আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করি। যেহেতু নাগরিকত্ব নিয়ে ভোটাধিকার পেয়েছি সুতরাং ভোট দেওয়া আমার কর্তব্য। এটি একটি বড় আমানত। চাইলেই সবাই ভোটাধিকার পায় না। শুধু সৌভাগ্যবানরা তাদের সেই অমূল্য ভোট প্রদান করে মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে থাকেন।

সামনে জাতীয় নির্বাচন আসছে। এখনো বছরের অধিক সময় আছে হাতে। কিন্তু মাঠ গরম হতে শুরু করেছে। রিপাবলিকান দল থেকে নমিনেশন লাভে এক ডজন প্রার্থী নাম লিখিয়েছেন খাতায়। পুরনো বর্জিত প্রেসিডেন্ট জোরে শোরে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আবারও ক্ষমতায় আসতে চান। আমেরিকার ইতিহাসে ছেচল্লিশ জন ভোটে বিজয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম বার বিজয়ী ট্রাম্পও একজন। প্রেসিডেন্টদের বেশ বড় অংশ দুই বার করে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশ পরিচালনা করেছেন। যখনই প্রেসিডেন্টের বিদায়ী ঘণ্টা বেঝে উঠেছে, তাঁরা সবাই নিয়মনীতি ভঙ্গ না করে সম্মানের সংগে বিদায় নিয়েছেন। নবাগতকে স্বাগত জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন হোয়াইট হাউসের কর্মভার ও দায়িত্ব। অথচ ইতিহাসের সেই সুলিখিত ধারার ব্যতিক্রম ড. ট্রাম্প।

পৃথিবীর মানচিত্রে দুই শতের অধিক স্বাধীন দেশ আছে। তাদের অনেকের অস্তিত্ব ইতিহাসে নামে মাত্র। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তারা খুবই দুর্বল। কোন কোন দেশ পরিচালিত হয়ে আসছে একনায়কতন্ত্রের অধীনে। সেসব দেশে না আছে গনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র। হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্রে গনতন্ত্রের ভিত্তিতে সংবিধান কার্যকরী আছে। এর মধ্যে আধুনিক গনতন্ত্রের বিকাশ ও প্রকাশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। এই গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা উপমহাদেশটির রাষ্ট্রীয় সুন্দরতম কাঠামোর ভিত্তি হল গনতন্ত্র। প্রতিটি নাগরিক দাবী করতে পারে তার গনতান্ত্রিক অধিকার। আইনের উর কেউ নয়, এমনকি রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কও। আর সেই সাংবিধানিক ক্ষমতার বলেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোর্টে হাজিরা দিয়ে অভিযুক্তের মালা পরে নিয়েছেন অতি সম্প্রতি। হায় নিয়তি! তার নিজের লজ্জাবোধ না থাকলেও আন্তর্জাতিক মহলে জাতি লজ্জিত। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মিথ্যাচার যখন চরমে, তখন স্থানীয় এক সাপ্তাহিকীতে লিখেছিলামঃ "লজ্জাও তাদের কাছে লজ্জিত"।

নৈতিকতার অধঃপতন একজন রাষ্ট্রনায়কের বেলায় কতোখানি মানায়? CNN এর রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য মতে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকাকালীন চারশ' ছেষট্টি (৪৬৬) দিনে তিন হাজার (৩০০০) বার মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছেন। এই রেকর্ড বিশ্বকে ছাড়িয়ে গেছে। জানিনা গিনিস রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না। বাদ দিলাম মিথ্যে বলার রেকর্ড; যদি বলি তার চারিত্রিক নীতি, সেকি সমাজের আর দশ জনের মতো? অবশ্যই নয়। আপন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে সাক্ষী রেখে অবৈধ ভাবে বিভিন্ন নারী

সংস্রব চালিয়ে যাওয়া, সেকি মৌলবাদীদের সামাজিক আইনে সিদ্ধ?

বার বার আর্থিক প্রতিষ্ঠকগুলোকে (ব্যাংক) প্রতারিত করে (৬ বার দেউলিয়াত্ত ঘোষণা করে) নগদ টাকার মালিক হয়ে নিজের অতৃপ্ত যৌন লালসাকে চরিতার্থ করা কি একজন সুশীল নাগরিককে সমাজ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেইসব কার্যকলাপ যদি সমাজ ও রাষ্ট্র মেনে নেয়, তবে কেবল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই নন, সমাজের সকলের জন্যে তা আইনসিদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। খ্রিষ্টান নই, অন্য ধর্মাবলম্বী হয়েও ধর্মের আইন কানুন, সিদ্ধ নিষিদ্ধ চর্চার যতোটুকু জানি তাতে এটাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ধার্মিক না হয়েও ধর্মের বাহ্যিক নীতিমালাকে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে প্রয়োগ করা যায়।

পরিশেষে বলবো, যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু এখনো প্রচুর সুশীল নাগরিকদের বাস, তাই তাদের নিজের জন্যে ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে আগামী দিনে ওইসব বেলাল্লাপনা, বেহায়াপনা কীর্তিকলাপ যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে প্রবেশাধিকার না পায়, চিন্তা ভাবনা করে তাঁরা যেন দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব না করেন। একটি বিষাক্ত গাছ পুরো বাগানকে বিষিয়ে তোলে বৈকি।

স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ

দেলোয়ার জাহিদ

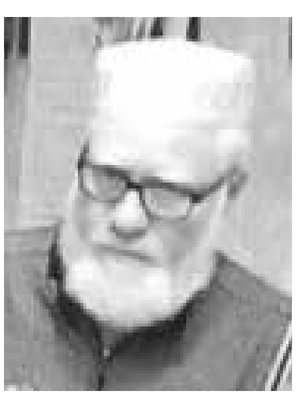

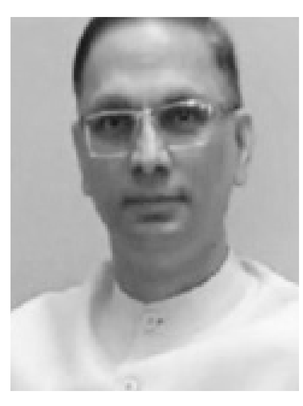

স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন অফ কানাডা দারিদ্র্য মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা এবং দেশের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি সেবা সংস্থা । সংস্থাটি স্বাস্থ্যকর এবং সম্মানজনক সম্প্রদায় গড়ে তোলা, ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেয়। তারা এ সেক্টর জুড়ে নেতাদেরকে শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক কেন্দ্র স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন সরকার ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকার রক্ষা করতে এবং স্বেচ্ছাসেবী জন্য সংস্থান সরবরাহ করতে উৎসাহিত হয়। উপরন্তু, ব্যবসা, মিডিয়া, শিক্ষা, ধর্ম, এবং এনজিওগুলোকে সক্রিয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক প্রচার এবং সুবিধা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

অ্যাসোসিয়েশন নাগরিক সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে স্বেচ্ছাসেবীর মূল্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং অত্যন্ত প্রশংসা করে। এটি স্বীকার করে যে স্বেচ্ছাসেবীগণ সকলের জন্য শান্তি, স্বাধীনতা, সুযোগ, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের মতো মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে। বিশ্বায়ন এবং জটিলতার যুগে, স্বেচ্ছাসেবক, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সম্প্রদায়য়ের, যত্ন এবং সেবার মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে কাজ করে।

STHA স্বেচ্ছাসেবক, সংস্থা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করা দায়িত্ব পালন করে. তারা অর্থপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবক কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া সংজ্ঞায়িত অংশগ্রহণের মানদন্ড এবং নীতি সহ সম্মত ফলাফল দেয়। যথাযথ প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি সহ সুরক্ষা ব্যবস্থা স্বেচ্ছাসেবক এবং তারা যাদের সেবা করে তাদের প্রদান করা উচিত। এ নিবন্ধটি স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণে শারীরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধাগুলি অপসারণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

কানাডার স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে, আজীবন শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধি কে উৎসাহিত ও সম্মান করে। একটি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই সম্প্রদায়গুলো উন্নীত করার জন্য পার্থক্য গুলো দূর করার এবং সংযোগ স্থাপনের তাৎপর্য উপর জোর দেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের ভাগ করা চ্যালেঞ্জের উদ্ভাবনী সমাধান প্রদান করতে এবং যৌথ গন্তব্য স্থির করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। নিবন্ধটিতে জোর দিয়ে বলে যে আমরা নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশ করার সাথে সাথে সমস্ত সমাজে স্বেচ্ছাসেবী একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে, এবং এটি জাতিসংঘের ঘোষণাকে পরিণত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপের আহ্বান জানায় যে ব্যক্তিদের বিশ্বকে বাস্তবে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে স্বেচ্ছাসেবায় ।

স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশন অফ কানাডা বিভিন্ন প্রকল্পে নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবকদের অমূল্য অবদানকে অত্যন্ত প্রশংসা করে এবং স্বীকৃতি দেয়।

প্রফেসর নওয়াব আলী, একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক, বাংলাদেশে স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন (STHA) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ফলিত রসায়নের পটভূমি এবং দৌলতপুর ডিগ্রী কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে ৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, অধ্যাপক নওয়াব আলী ২০১৬ সালে STHA-তে যোগদান করেন। তিনি কুষ্টিয়ায় বেকার যুবকদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। । এছাড়াও,কুষ্টিয়ায় ছাগল বিতরণ, বৃত্তি প্রদান, চিকিৎসা ব্যয় সহায়তা এবং টিউবওয়েল স্থাপন সহ অন্যান্য বিভিন্ন উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রফেসর নওয়াব আলীর নিঃস্বার্থতা এবং প্রতিশ্রুতি STHA এর প্রকল্পগুলির উপকারভোগীদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে, সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনকে উন্নত করার জন্য তার নিষ্ঠা প্রদর্শন প্রশংসনীয় ।

ডাঃ শরীফ মাহমুদ রুমি, একজন মেডিকেল ডাক্তার, ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সংকটের প্রতিক্রিয়ায় স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন (STHA) এর সাথে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে, ডা. রুমি সংগঠিত ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরে একটি মেডিকেল ক্যাম্প। এএমডিএ বাংলাদেশের সাথে কাজ করে, ক্যাম্পটি ২,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে। ডাঃ রুমির নিবেদন এবং দক্ষতা সংকটে আক্রান্ত রোহিঙ্গা জনসংখ্যার জরুরি স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা পূরণ করতে, তাদের কষ্ট লাঘব করতে এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য করেছে।

লাবিব উদ্দিন, একজন সরকারী কর্মচারী এবং সমাজকর্মী, ২০১৬ সাল থেকে স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন (STHA)-এর জন্য একজন মূল্যবান স্বেচ্ছাসেবক। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউবওয়েল স্থাপনের সুবিধা দেন, ছাগল পালনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করেন, COVID-১৯ লকডাউনের সময় প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করেন এবং সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা করেন। লাবিব উদ্দিনের প্রচেষ্টা হাজার হাজার মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করেছেন, দুর্বল মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নতি করেছে এবং মহামারী চলাকালীন দরিদ্র ব্যক্তিদের সফলভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে।

লুবনা জাহান ইভা, ২০২০ সাল থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক, দরিদ্র ব্যক্তিদের তাদের চিকিৎসা ব্যয়ে সহায়তা করে স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশন (STHA) এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে চিকিৎসা ব্যয় সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে লুবনা জাহান ইভা বিভিন্ন চিকিৎসার সম্মুখীন উপকারভোগীদের আর্থিক সহায়তা ও প্রদান করেন।

ভাষা শহীদ স্টেশন শিলচর

শেখর ভট্টাচার্য

ভাষা শহীদ স্টেশন। আসাম রাজ্যের "রাজ্য ভাষা" হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য যেখানে এগার জন বাঙালি অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষা শহীদ স্টেশন কোথায়? ভারতের আসাম রাজ্যের শিলচর শহরের রেল স্টেশনটির নাম ভাষা শহীদ স্টেশন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে সকাল থেকেই আন্দোলনকারীরা আসাম রাজ্যের রাজ্য ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভের জন্য অহিংসভাবে হরতাল পালন করছিলেন, আসামের বরাক উপত্যকার তিন জেলাতে। জেলা গুলো হলো শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি। বরাক উপতক্যার প্রধান শহর হলো শিলচর। শিলচরের তারাপুর রেলস্টেশনে শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল অবরোধ। ভারতীয় সময় বেলা ২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বিনা প্ররোচনায় নিরাপত্তারক্ষীরা ১৭ রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন নয়জন ভাষাসৈনিক। পরে আরো দুজনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরো একজন। ৫২' এর ভাষা আন্দোলনের পর ৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিলেন বাঙালি সাধারণ মানুষ। শহীদ হলেন কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হীতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। এই আন্দোলনের পর বাংলা ভাষা আসামের সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। এই ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বাংলাভাষীদের দাবির মুখে শিলচরের তারাপুরে অবস্থিত রেলস্টেশনটির নামকরণ করা হয় ভাষা শহিদ স্টেশন।

১১ জন ভাষা শহীদের মধ্যে কমলা ভট্টাচার্য ছিলেন একমাত্র নারী ভাষা সৈনিক। ভাষা আন্দোলনে পৃথিবীর নানা প্রান্তের অজস্র নারী স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী একমাত্র নারী ১৬ বছরের এই কিশোরী, যার নাম কমলা ভট্টাচার্য। কমলা ভট্টাচার্য ১৯৪৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা রামরামান ভট্টাচার্য ও মা সুপ্রবাসিনী দেবীর ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ের মধ্যে পঞ্চম সন্তান কমলা। কমলা ভট্টাচার্যের আদি নিবাস বাংলাদেশের সিলেট জেলায়। বাবার মৃত্যুর পর ১৯৫০ সালে কমলা ও তার পারিবারের অন্যান্য সদস্য বাংলাদেশ ছেড়ে আসামের কাছাড় জেলার শিলচরে চলে যান এবং শিলচর পাবলিক স্কুল রোডে বসবাস শুরু করেন। কমলা শিলচরের চোতিলাল সেন ইনস্টিটিউটের ছাত্রী ছিলেন।

সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর বৃহত্তর সিলেট থেকে বাংলাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষ বরাক উপত্যকার জেলাগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সিলেটের সাথে বরাক উপত্যকার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, পোষাক সহ কোন বিষয়ের অমিল নেই। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর মতো বরাক ও সুরমা নদী। যেহেতু বাংলার, বাঙালির রক্ত ধারা বরাক উপত্যকার মানুষের মধ্যে প্রবাহিত তাই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের চেতনায় তারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মাতৃভাষার অধিকার হরণের উদ্যোগের কথা জেনে তারাও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। দুটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য ছিলোনা বলে তারাও ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পূর্ব বাংলার ভাষা সংগ্রামীদের মতো জেগে উঠেছিলেন।বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন একুশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। দেশ ভাগ করে ভূগোল পরিবর্তন করা হয়েছিলো কিন্তু সংস্কৃতিকে বিভক্ত করা যায়নি। বরাক উপত্যকার আন্দোলনকারীদের মূল শ্লোগান ছিলো "জান দেবো তবু জবান দেবোনা।" বড় দৃঢ় ছিলো তাদের উচ্চারণ।লক্ষ্যে ছিলেন তারা অবিচল।

কী প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকায় ভাষার জন্য এই অদম্য আন্দোলন? পঞ্চাশের দশকে বরাক উপত্যকায় প্রায় চল্লিশ লক্ষাধিক নাগরিকের বসবাস ছিল, যার মধ্যে আশি শতাংশই ছিল বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি। এছাড়া আসামের অন্যান্য অঞ্চলেও বিপুল সংখ্যক বাঙালির বসবাস ছিল। উল্লেখ্য, আসামে অন্য সব জাতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে অসমিয়াদের তুলনায় ঐতিহাসিকভাবে ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা কিংবা আর্থসামাজিক বিচারে বাঙালিরা ছিল অগ্রসরমান। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নীলনকশার অংশ হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ওপর 'অসমিয়া জাতীয়তাবাদী' ধ্যান-ধারণাকে চাপিয়ে দেয়ার বীজ রোপণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিকদের উসকে দেয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরও সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অসমিয়া নাগরিকদের ভেতর এমন মানসিক দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা ভর করে যে, অগ্রসরমান বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতি হয়তো একদিন অসমিয়া যুবকদের শুধু কর্মসংস্থান দখলই নয়, পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবে। এ ধরনের মানসিক ভীতি থেকে আসামের রাজনৈতিক শাসকরা ১৯৪৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। এসময় তারা অসমিয়াদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ভাষা-নীতিমালা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে Assam (official) Language Act (ALA-1960) নামে একটি অ্যাক্ট আসাম প্রাদেশিক পরিষদে পাস করিয়ে নেয়।

এই অ্যাক্ট পাশের পর বাঙালিরা নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে সুসংগঠিত ভাবে পরিচালনার জন্য স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সংগঠিত হতে থাকে। আন্দোলনকে কার্যকর ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা নামে বাংলা ভাষীরা ভাষা রক্ষায় এগিয়ে আসে। 'নিখিল আসাম বাংলা ভাষাভাষী সমিতি', 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ', 'কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ' এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠন আসাম প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত Assam (official) Language Act (ALA-1960) বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এছাড়াও সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা, নাগরিক-সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহল ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

যে কোন আন্দোলনে যখন জন অংশগ্রহন স্বতস্ফুর্ত ভাবে ঘটতে থাকে তখন শাসক দল কোন অবস্থাতেই সে আন্দোলনকে দমাতে পারেনা। আন্দোলনের প্রথমদিকে শান্তিপূর্ণভাবে সভা, মিছিল, সত্যাগ্রহ, পদযাত্রা, হরতাল এবং অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনকে গতিশীল এবং সাধারণ মানুষের ভেতর বাংলা ভাষার দাবিকে আরও জোরালো করার লক্ষ্যে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ ২৪ এপ্রিল ১৯৬১ সালে সমগ্র বরাক উপত্যকায় 'পক্ষকালব্যাপী পদযাত্রা'র কর্মসূচি শুরু করে। এ পদযাত্রায় ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং কাছাড় জেলার সদর শহর শিলচর থেকে শুরু করে উপত্যকার বিভিন্ন শহর ও শহরতলি এবং গ্রাম অঞ্চল ঘুরে আনুমানিক ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করে ২ মে আবার শিলচরে এসে শেষ হয়। ২০০ মাইল পদ যাত্রায় গণ মানুষের অংশগ্রণের কারনে আন্দোলণ তৃণমূল পর্যায়ে সফল ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অংশ গ্রহণের কারণেই বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে।মাতৃ ভাষার স্বীকৃতির দাবিটি গণমানুষের প্রাণের দাবিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। পদযাত্রা কর্মসূচির কারণে বরাক উপত্যকায় ব্যাপক গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়। পদযাত্রা শেষে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করেন, ১৩ মে'র মধ্যে যদি বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা না হয়, তাহলে ১৯ মে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হবে।আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতায় ১৯ মে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সে হরতালে জনজোয়ার এতো তীব্র ছিলো যে শাসক গোষ্ঠী জনতার আন্দোলনকে নৃশংস ভাবে দমন করতে গিয়ে ভাষা সংগ্রামীদের নির্বিচারে এবং নিষ্ঠুর ভাবে গুলি করে হত্যা করে। শহিদের রক্ত স্রোতের ঢেউ এতোই তীব্র ছিলো, যা দেখে শাসকেরা বাংলাকে আসামের রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হয়।

সারাবিশ্বের বাঙালিদের জন্য এ এক গর্বের ইতিহাস। ২১ ফেব্রুয়ারির মতো ১৯ মে'র ১১ জন ভাষা শহিদ সমগ্র বিশ্বের মাতৃভাষা প্রেমী মানুষের গর্ব ও অহংকার। আশার বিষয় আসামের বরাক উপত্যকার বাংলাভাষী মানুষ এখন ১৯ শে মে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করেন প্রতি বছর। ভাষা দিবস পালন করতে গিয়ে তাঁরা শ্লোগান তুলেন আমাদের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় উনিশ'। পঁচিশে বৈশাখ থেকে শুরু হয় ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান আর শেষ হয় ১১ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে দুটি চোখের তারা করে বরাক উপত্যকার মানুষেরা এগিয়ে যাচ্ছেন ভাষা শহিদের রক্তের প্রতিদান দিতে। বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের বার্তা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেয়া উচিৎ বিশ্ব বাঙালির মাঝে। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় যেমন সারা বিশ্বের বাঙালিরা সমস্ত অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হয়, বরাক উপত্যকার ভাষা শহীদের আত্ম্যত্যাগের চেতনায়ও ভাষাসংস্কৃতি বিরোধী যে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিহত করতে বাঙ্গালিরা সমর্থ হবে। বরাক উপত্যকা হলো ভাষা শহীদের রেল স্টেশন। ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কন্ঠ উচ্চকিত করতে এই ভাষা শহীদ স্টেশন হয়ে উঠবে সকল মানুষের প্রেরণার উৎস।

SE
CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা
blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DFS, GA DB&F AND MD OCFR
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিট্যান্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাববাদী দর্শন ও মানবতাবাদ

মাজহার মান্নান

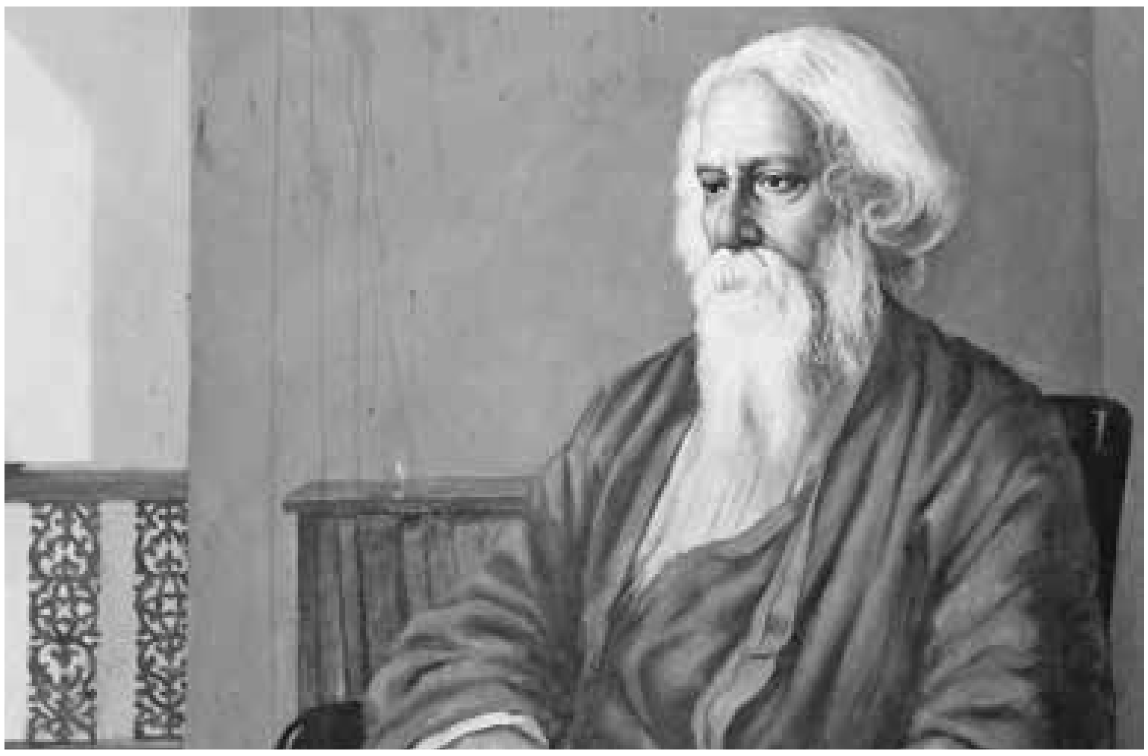

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন কবি যাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বাংলা সাহিত্যের এই মহান কবি ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ছড়াকার, ঔপন্যাসিক, সুরকার, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, ছোট গল্পকার, প্রবন্ধকার, কণ্ঠশিল্পী, দার্শনিক এবং একজন সৃজনশীল মানবতাবাদী। তাঁর ৫২ টি কবিতার বই, ৩৮ টি নাটক, ১৩ টি উপন্যাস, ৯৫ টি ছোটগল্প, ৩৬ টি প্রবন্ধ এবং ১৯১৫ টি গান বাংলা সাহিত্যকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই মহান কবি প্রায় ২০০০ টি ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে তাঁর গীতাঞ্জলি গ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কবিতা, ছোটগল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনন্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৫ সালে, ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি খেতাব ফিরিয়ে দেন। ১৯২১ সালে, তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য শ্রীনিকেতন নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। তিনি তার তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর সাহিত্যে মানবপ্রেম, দেশের প্রতি ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বজনীনতা ও সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমাজকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে তিনি গ্রামের দরিদ্র মানুষদের শিক্ষিত করার পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তার গান মানবতাবাদ প্রচারে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু মানুষের হৃদয়ের দুঃখ, আনন্দ, মানবতার প্রেম। মানুষের ছোট ছোট কষ্টগুলিকে অনন্য কাব্যিকরূপে সাজাতে রবীন্দ্রনাথের কোন বিকল্প দেখা যায় না। তিনি লেখেন," ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, নিতান্তই সহজ সরল, সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি।"

তাঁর গান মানবতাবাদ প্রচারে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু মানুষের হৃদয়ের দুঃখ, আনন্দ, মানবতার প্রেম। তার লেখনি তরুন মনে সাহস যুগায়, দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যেতে ঝংকার তুলে তরুন হৃদয়ে। " উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' (১৯১৬) ছিল মানবতাবাদের একটি মহান প্রকাশ যা প্রথম বিশ্বের প্রাদুর্ভাবের পরে রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নারীর সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যার কথা লিখেছেন এবং নিখুঁত কলমের আঁচরে তুলে ধরেছেন। তার পূরবী (১৯২৫) এবং মহুয়া (১৯২৯) কাব্যে মানবতাবাদ বাকপটুভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রেম এখানে নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল ছোটগল্পকার এবং তাঁর ছোটগল্পে যেভাবে মানবতাবাদকে তুলে ধরেছেন তা অন্য কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি তাঁর ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্য ভাববাদী চেতনা পাঠকদেরকে এক কাল্পিক রাজ্যে নিয়ে যায়। " নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝে নিয়েছো যে ঠাঁই।" তাঁর উপন্যাস, চোখের বালি, সমসাময়িক সময়ে বিধবাদের জীবনের সমস্যাগুলি অন্বেষণ করে এবং তাদের সমাধান করার চেষ্টা করে। উইলিয়াম শেকসপিয়ার মানুষের জটিল চরিত্রকে দারুনভাবে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শেকসপিয়ার দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষ সুযোগ পেলে যে কোন সময় কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে পারে। মানুষের মাঝে বিশেষ ধরণের ইগো/ অহম কাজ করে যেটা মানুষকে স্বরুপ বদলাতে তাড়িত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যেও এই অহংবাদটি দারুনভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি লেখেন, " রথযাত্রা লোকারন্য মহা ধুমধাম, ভক্তরা লুটায়ে করিছে প্রণাম, পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অর্ন্তযামী।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৌকডুবি উপন্যাসে জটিল পারিবারিক দ্বন্দ্ব বা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন এবং সেগুলোকে একটি নান্দনিক রূপ দিয়েছেন। তাঁর গোরা উপন্যাসে তিনি হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে এমনভাবে মোকাবেলা করেছেন যা অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং একই সঙ্গে তিনি বিশ্ব মানবতাবাদকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘোর-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল প্রকৃতিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে প্রকৃত মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি তার 'জাতীয়তাবাদ' (১৯১৭) গ্রন্থে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা দিয়ে সত্যিকারের মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা কখনই সম্ভব নয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি দর্শনের উপর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, মানব ধর্ম (১৯৩৫) হিসাবে সংকলিত, তা সত্যিই মানবতাবাদের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের লেখার মূল উপাদান মানব, মানবতা ও মানবতাবাদ।' কাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের জাগতিক মানবিক চেতনাকে প্রতিফলিত করে এবং বিশ্বমানবতার সুর প্রতিধ্বনিত করে। তিনি তাঁর সাহিত্যে মানবপ্রেম ও ভালোবাসার একটি শৈল্পিক ও সার্বজনীন রূপ দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে মানবতাবাদের ক্ষেত্র জাত, ধর্ম, বর্ণ, দেশ ইত্যাদির উর্ধ্বে। তিনি তাঁর ছোটগল্প দেনা-পাওনা-এ যৌতুকের ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৈমন্তীর জীবনে যৌতুকের করুণ পরিণতি অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে চিত্রিত করেছেন এবং একটি কলুষিত সমাজের ভঙ্গুরতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অপরাজিতা গ্রন্থে লোভী মানুষের অমানবিক আচরণ এবং তাদের কুৎসিত চেহারার একটি করুণ চিত্র এঁকেছেন। মানবতার অবমাননার বেদনা মূর্ত হয়েছে রাকানাইর নিবুদ্ধতার গল্পে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্পে গল্পে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। যে সমাজে পুরুষরা নারীর মর্যাদাকে অপমান করে আবার বিচারকের ভূমিকা পালন করে, সেই সমাজের নিন্দা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সর্বদা নীতিহীন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং মানবতার স্বার্থে কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং তার মেঘ ও রদ্রুর গল্পে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বর্বরতার নিন্দা করেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে শাসক, বিচারক ও জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি জাতি-বর্ণ বৈষম্য ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে লিখেছেন। বর্ণবাদ এবং বর্ণবাদ কীভাবে একটি সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারে তার 'ল্যাবরেটরি' গল্পে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং তার তীক্ষ্ণ লেখনী দিয়ে সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন। বৃটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে কীভাবে দরিদ্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং মানবতা বিনষ্ট হয়েছিল তার চিত্র তিনি তাঁর 'মুসলমানী' গল্পে এঁকেছেন।তিনি তাঁর সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বজনীনতার দর্শন প্রচার করেছেন যা ছিল একটি মানবতাবাদের চালিকা শক্তি। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর মর্যাদা রক্ষায় লিখেছেন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। তিনি যৌতুক, সহমৃত্যু, বিধবাত্ব, বহুবিবাহ এবং সমাজে নারীর মর্যাদাকে কলঙ্কিত করে এমন অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর ছোটগল্পের মূল বিষয় ছিল নারীমুক্তি। তাঁর গল্পে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদম্বিনীকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যা সত্যিকার অর্থে পুরুষ শাসিত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলিকে চিত্রিত করে। তিনি তার 'খাতা' ও 'স্ত্রীর চিঠি' গ্রন্থে নারীমুক্তির কথা বলেছেন।

তাঁর মতে মানবতাবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সনাতন জমিদারদের মতো ছিলেন না। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন এবং তিনি মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে মানবতাবাদের প্রকৃত প্রবক্তা বলা হয়। মানবতাবাদ এবং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাই রবীন্দ্র দর্শন ও সাহিত্যের প্রধান বিষয়। মানব মনের ব্যকুল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যে সমুজ্জ্বল। " ফিরবে না তা জানি, তা জানি, আহা তবুও তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি, কোথায় তুমি পথভোলা, তবু থাক না আমার দোয়ার খোলা।"

তিনি বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় সমান অবদান রেখেছেন এবং একই সাথে সর্বজনীন মানবতাবাদ প্রচার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানুষের হৃদয়ে। সমাজে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ কীভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে বিষয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তার পাঠকদের শিখিয়েছেন কীভাবে প্রতিবাদ করতে হয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয় এবং তার পাঠকদের সর্বদা মানবতার জন্য গান গাইতে অনুপ্রাণিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ শুধু মানবের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও তার মমত্ববোধ দৃশ্যমান। তিনি তার "পরিচয়' কবিতায় সেটা দেখিয়েছেন। " এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ, দুজনেরে বাটি দিল সমান সোহাগ, ছাগ শিশু নর শিশু দিদি মাঝে পড়ে, দোহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।" লালনের মানবতাবাদী এবং ভাববাদী দর্শন দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সমালোচকরা দাবি করেন রবীন্দ্র সাহিত্যে ভাববাদী যাত্রার প্রকটতা থাকলেও অবশেষে তিনি বস্তুবাদী দার্শনিকে পরিনত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী লেখনী এক জটিল বস্তুবাদী সমীকরণে পরিনতি লাভ করে। " নাচে পাপ সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ, মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ।" তবে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমা ভাববাদীদের মত ছিলেন না। তিনি ভাববাদ ও বস্তুবাদকে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। একদিকে তার ভাববাদী মন বিশ্ব সত্তার সন্ধান করে, অন্যদিকে তার বস্তুবাদী মন সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করে। " আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি, বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাই নি।" রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরিচিকা তখন সহজে ভুলায়" -- তখন তার মাঝে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবতাবাদ এবং ভাববাদ যেন মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মত এক অতিন্দ্রিয় ভাববাদ রবীন্দ্রে সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" মানব চরিত্রের জটিল বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের মত অন্য কেউ করতে পারেন নি। রূপক শব্দে সাজানো পংক্তিমালা যেন মানব চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ যতই কল্পলোকে বিচরন করুক না কেন তিনি বাস্তবতার নিরিখে লেখে গেছেন। তিনি তাইতো ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া বানানো যায় না, কিন্তু ঘোড়াকে পিটিয়ে গাধা বানানো যায়। ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের অসীম চাওয়াকে বিশ্বকবি মানব মনের দৈন্যকেই ইঙ্গিত করেছেন। যতটুকু জীবন মানুষ পায় ততটুকু সে লোভ লালসায় মত্ত থাকতে চায়। কিন্তু নিষ্ঠুর ভব তাকে সে সুযোগ বেশিক্ষণ দেয় না। " উদয় হতে অস্তাচলে পথিক চলে দলে দলে, এই ধরণীর ধুলা জুড়ে, ধুলার সাথে যায় যে উড়ে।" রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বিশ্বপ্রেমে রূপ নেয়। তিনি বলেছেন আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়-- প্রেম ও জ্ঞান। প্রেমকে তিনি উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসার যৌক্তিক রূপে নিতে চান। তিনি তার প্রেম দর্শনকে ব্যাক্তি পর্যায়ে আটকে না রেখে বিশ্বপ্রেম তথা ঈশ্বর প্রেমে নিয়ে যেতে চান। " কান্ডারী গো এবার যদি পৌঁছে থাকি কূলে, হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার হাত ধরে লও তুলে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদের শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে এবং বাঙালি জাতি তাকে চিরকাল মনে রাখবে।

[কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক]

ঈদের দিনে কেউ কাঁদে

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

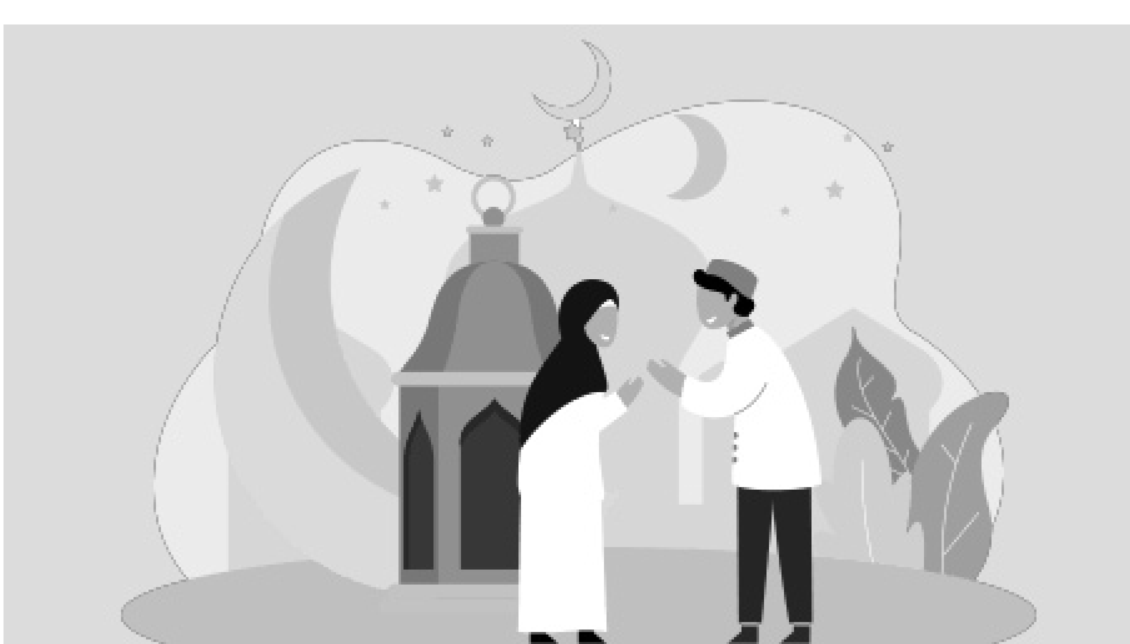

কটন কাকা, আজকে ঈদের একটা দিন তারপর ও তোমার মুখে হাসি নাই, মন খারাপ করে বসে আছো এবং মনে হচ্ছে চোখে পানি টলমল করছে । নামাজ পড়ে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লে । ঘুম থেকে উঠছো না এবং কথাবার্তা ও তেমন বলছ না। শুয়ে চোখের পানি ফেলছো আর মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবছ? বলোতো কটন কাকা তোমার কি হয়েছে? তোমার জন্য আমরা কি করতে পারি? বাপুরে মন খারাপ হয়েছে নানা কারনে। বাবা মরে গেল। বাবা কে ছাড়া ঈদ করতে গিয়ে বোঝতে পেরেছিলাম বাবা কি? বাবা থাকতে তার এতটুকু অভাববোধ করি নাই। বাবা মরে যাওয়ার পর প্রথম কয়েকটা বছরে ঈদের দিনে কত যে কেঁদেছি।

বাবা ছাড়া মাঠে ঈদের নামাজ পড়তে গিয়ে তার কথা মনে পড়ছে। বাবা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পড়ে সবার আগে যেত। আর বাবার পিছে পিছে আমরা নামাজের মাঠের দিকে হেঁটে যেতাম। একসাথে জায়নামাজ বিছিয়ে বাবার পাশে বসতাম। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হুজুর ও মাঠের টাকা দিতাম।

কত যে আনান্দ পেতাম। বাবা চলে গেলেও মা বেঁচে ছিল। নামাজ পড়ে বাসায় এসে মায়ের সাথে কত গল্প করতাম।

মা সেমাই আর পায়েস দিত পেট ভরে খেতাম। মায়ের সাথে বিকালে নানার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। ঈদের দিনটা হেসে খেলে কাটানোর চেষ্টা করতাম। বাবু, বাবা ও মাকে হারিয়ে এখন হয়েছি এতিম। ঈদে আর সেই আগের মত আনন্দ আসে না।

আগে সহপাঠিরা মিলে নদীতে একত্রে গোসল করতে যেতাম।

কত লাফ, ঝাঁপ পাড়তাম। ডুব দিয়ে পলান টুকটুক খেলতাম।

এখন বাপু কেউ টিউবয়েলে গোসল করে, কেউ টেপে গোসল করে। আগের সেই আনন্দ একাবারে মরে গেছে। বাপু কত ময়

মুরুব্বি ছিল তারা মরে গেছে। গ্রামের অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে । সমাজ জামাত প্রায় উঠে গেছে । ভালবাসা মরে গেছে।

দেখা হলে কেউ একে অপরের সাথে তেমন কথা বলে না। একে অপরের বাড়ি যেতে চায় না। কি কলির যুগে বাস করছি বাপু।

ঈদের দিন আর অন্য দিনের মধ্যে তেমন একটা প্রার্থক্য মনে হয় না। কই গেল সেই দিনগুলো? বাপু সেই আগের দিনের সব আনন্দময় ঈদের কথা মনে পড়ে কাঁদা আসছে। কত লোকে লোকে মিল মহব্বত ছিল। মুরুব্বিদের সবাই কত সম্মান করত।

মুরুব্বিরা ও একসাথে বসে কত গলপ করত। গরম গরম খিচুরি ও ভোনা মাংসের মৌ মৌ গন্ধ বের হত। খিচুরির স্বাদ কমে গেছে। গরুর কি খাওয়া মোটা তাজা করে বাপু মাংস গেলে শরীরভাল না হয়ে শরীরে অসুখ ধরে। ঝামেলায় সব ছয়লাব হয়ে গেছে। চালে ভেজাল, ডালে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল। ভেজালের ছড়াছড়ি বাপু। মানুষের মনে বাপু একটু ও শান্তি নাই।

সব কিছুর দাম আকাশচুম্বি। আগে চার পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে একটা ভাগ রেখে মানুষ কোরবানি দিছে এখন বিশ হাজার টাকার ভাগে ও ভাল কোরবানি হয় না। গরীব বাপু একেবারেই মরে গেল। আমি গরীবদের কথা চিন্তা করে আরো বেশি কাঁদছি । গরীব মানুষ কে কেউ দাম দেয় না বাপু । গরীব রা দু- বেলা পেট ভরে খেতে পারে না। কত দুঃখে কষ্টে পার হয় তাদের জীবন। তাদের সব সময় নুন আনতে পান্তা ফুরায়। অভাব অনটন , রোগ শোক তাদের নিত্য দিনের সাথী। কতজন কত নতুন পোশাক পরিধান করছে আর গরীবেরা পুরাতন লুঙ্গি পুরাতন জামা পরিধান করে আছে। বাপু আমি একজন গরীব । তাই গরীবদের প্রতি মায়া জাগে। দেখো বাপু এই কোরবানির ঈদে কেউ দুটি তিনটি করে ও কোরবানি দিচ্ছে আর গরীবদের ভাগ্যে একটু মাংস ও জুটে না। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত পাতে একটু মাংসের জন্য বাপু। কতজন মুখের উপর কত কথা কয়। তারপর ও যদি একটু মাংস দেয় কত যে খুশি হয়। বাপু আমার এই ঈদের দিন অনেক কথা মনে পড়ছে । অনেক গরীব মানুষ ঢাকায় গিয়ে কাজ করছে আর কত মানুষ ঈদ করার জন্য গ্রামে আসছে। কি বৈচিত্র্যময় জীবন বাপু । দু-টি টাকার জন্য কত পরিশ্রম যে তারা করছে। কটন কাকা তোমার জন্য কি করলে তোমার মনে আনন্দ আসবে ঈদের দিনে একটু যদি বলো। বাপু আমার জন্য কিছু করতে হবে না। তোমাদের আশেপাশে যত গরীব মানুষ আছে তোমরা একটু খোঁজ খবর নিলে, তাদের বিপদে একটু এগিয়ে আসলে এবং কোরবানির ঈদে তাদের একটু মাংস দিলে একটা পুরাতন জামাকাপড় দিলে, তাদের পরিশ্রমের মূল্য দিলে আমার অনেক ভাল লাগবে। বাপু শুনি কেউ নাকি মাংস ফ্রিজে তুলে রাখে পশু কোরবানি দিয়ে। বাপু যে মাংস ফ্রিজে রাখবে

সেটা যেন গরীবদের দিয়ে দেয়। গরীবেরা খেয়ে অনেক দোয়া করবে। বাপু আমরা এক একজন মানুষ যদি এক একজন গরীবের দেখি তাহলে গরীবদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। বাপু কেউ এক হাজার টাকা দিয়ে ও এক কেজি মাংস কিনে খেতে পারে কিন্তু গরীবেরা একশত টাকা দিয়ে ও কিনে খেতে পারে না। তাদের যেন একটু মাংস দিয়ে খাই। অনেক গরীব মানুষ লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না বাপু তাদের প্রতি আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে। তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক দোয়া করবে। আমরা যেন গরীব ছেলেমেয়েদের হাতে দশ বিশ টাকা করে তুলে দেই। সবাই মিলে আমরা ঈদের আনন্দ করব। বাপু এই ঈদের দিনে কত জনের আছে কত দুঃখ। সৃষ্টিকর্তা সবার মনের খবর জানে। কতজনের স্বামী নাই, কত জনের বউ নাই। কেউ মা হারা, কেউ বাপ হারা। কত মানুষ অকালে ঝরে গেছে।

মা কোলের ছেলে কে হারা পাগল হয়ে গেছে। গরীবের কান্না দেখলে বাপু আমার ও কান্না চলে আসে।আচ্ছা কটন কাকা আমি তোমার মনের দুঃখ বোঝতে পেরেছি। আমিও সকল কে বলব গরীবদের সাহায্য করতে। কোরবানির মাংস দিতে। চলো কটন কাকা ঈদের নামাজ পড়তে যাই। জামাতের সময় ও হয়ে গেছে। ঠিক আছে বাপু গরীব ধনী সবাই মিলে চলো একসাথে ঈদের মাঠে যাই।

কালোরঙ পতিহীনা

রিজোয়ান মাহমুদ

সব কালো রঙ শোকের হয় না
তোর বাবার গায়ের রঙ-ও কালো ছিল,
এনিয়ে আমার অনুতাপ কখনো ছিল না।
তবে, একটা কঠিন সময় আমার এলো
হঠাৎ যখন তিনি অনুপস্থিত জীবনে; তখনই
সমস্ত যাপন নীল হতে আরম্ভ করলো।
তোরা বাবাহীন, আমি পতিহীন
চারপাশে ঘন একাকিত্ব...
কালোকে ভালোবাসতে জানলে, দেখবি
সুকালো গোলাপ জলে তোর বাবার গোরও
ভেসে গেছে
শোকফুলে নিঃশ্বাস রিলিজ করিস না কখনো-ই
শোক আর কালো ওরা এক ও অভিন্ন
দহন দোহনে রাতের কার্বন
প্রতি কান্নাপত্রে জড়িয়ে রয়েছে নিঃশ্বাস
আমার হাতের নীলগঞ্জ - শোকবই
ছেঁড়াপাতার মর্মর ধ্বনি
তোর বাবার কবরে শুয়েছিল - সেদিনও বর্ষা ছিল।

প্রেমঃ ওভার দ্য পিরিয়ড, দীর্ঘশ্বাস

সাকিব জামাল

বোধকরি, প্রেমেও আছে অ্যামরটাইজেশন!
যদি এসেট ধরি, সমপরিমাণ লায়াবেলিটিও
থাকার কথা।
ক্ষণে ক্ষণে তাই বিরহ জমে মনে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় প্রেম।

বয়ে যায় যুগল ঢেউ, স্রোতহীনতার মোহনায়-
একাকিত্বের তুমুল আয়োজনে।

ওভার দ্য পিরিয়ড, দীর্ঘশ্বাস।
উদ্বাস্তু বুকে চলে ফের একেলা পাখির কীর্তন!

বলক্যান রমণী

শাহেদ সাদ উল্লাহ

আমার ডানে ছায়াগুলো উবে গিয়েছিল উদ্বাহু রোদে।
বলক্যান রমণীর মতো-ভয়ানক শূন্যতা
একা রেখে গেছে আমাকেও।

দীর্ঘায়িত দুঃখের প্রান্তে যে-ফুল, যে-ফুল ফুটে থাকে
বৈষ্ণব রাতে; হৃদয় নিড়িয়ে দেখেছি, তাকেও ছিঁড়ে নিয়ে
গেছে পলাতক জোছনা।

নিরন্ন মানুষ আমি,
ভগ্নকপালে ছিলনাকো বৈকুণ্ঠের বাণী লেখা।
আমার দুহাতে থাকা শেষ ঘাসফুলও ভিজে যায়।
তারপর চলে যাই একা-যত দূর গেলে চোখে পড়ে না
দ্বাদশীর চাঁদ।

আমার ছিল যা, নিয়ে গেছে। মাটির নক্ষত্র আছে শুধু
এ হাতে। দোহাই, আমার কোনো চারুতা ছিল না,
শ্লোক ছিল না; ছিল না কিংশুক।
একা যদি যাই, যেতে দিও ও আকাশ
প্রাণের কসম, আর ফিরব না কোনো দিন। মনে যদি পড়ে,
বলো, বলক্যান নারী নিয়ে গেছে আমার হৃৎপিণ্ড কেটে।
প্রাণহীন বুকে তুমুল ঘাই মারে কৃষ্ণসাগর।

মালিকানা

তানভীর হক

যে গাঢ় নীল বাড়িতে আমরা থাকি
তা আমাদের নয়
যে আকাঙ্ক্ষার ঘরে আমরা প্রেম জোয়ারে ভাসি
তা আমাদের নয়
যে স্বপ্নের বিছানায় আমরা ঘুমাই
তা আমাদের নয়
যে খোলা জানলা ছুঁয়ে আসা রোদে আমরা জাগি
তা আমাদের নয়
যে রংধনু পর্দার আড়ালে আমরা থাকি
তা আমাদের নয়
যে মসৃণ দেয়াল আমরা মধ্যাহ্নের অভিসারে সাজাই
তা আমাদের নয়
যে সুদৃশ্য তখতে আমরা বসি
তা আমাদের নয়
যে নকশি দ্বার খুলে অতিথিকে আমরা স্বাগত জানাই
তা আমাদের নয়
যে রঙ্গালয়ে আমরা নৃত্যের ঝংকার তুলি
তা আমাদের নয়
যে সবুজ বাতি আমরা উৎসব শেষে নিভিয়ে দেই
তা আমাদের নয়
যে অথৈ অন্ধকার আমরা প্রতিরাতে জড়িয়ে ধরি
তা কেবল আমাদের।

মনি, মনিমালা ও অন্যান্য

সব্যসাচী পড়ুয়া

ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো অসহায় মনিমালা।
মনিমা শরীরের দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা
করে। চোখের নিচে নোনাধরা পলেস্তারা খসে পড়ে।
আখক্ষেতের ছায়ার নিচে গোসাপ। ছোট মা
দেখতে পায়। চৌষট্টি কলার চাঁদ। ছটপটে জোনাক
জ্বলে নিভে।
শরীরে বান ডাকে। পাড় ভাঙার শব্দ পায় মনি।
যে বাড়ছে ভেতরে মধুর স্বপ্ন, কী দ্যুতি ও দাউ।

ঝড় উঠলে ভয় হয়। মনির দেহে মনে
মুনিয়া পাখির বাসা। বসবাস। অনেক কষ্টে আগলে
রেখেছে সে। বজ্র ও বিষাদ থেকে। আগুন ও ক্ষুধা এড়িয়ে।
মনি একা, নারী থেকে অপরূপ নারী হতে চেয়ে, স্বাভিমান ভেঙে, বৃষ্টির শ্রাবণ কিংবা
বৃষ্টি ভেজা গন্ধরাজের মতো!

শরীরের উঠোনে মনির পায়ের ছাপ লেগে আছে
বকুল ঝরে যাবে বলে রোজ চোখের জল ঢালে
মনিমালা, যে ভেতরে ভেতরে এতদিন বাড়ছিল মনির
নীল শরীরে-একটু একটু করে!

বিরহের রেখাচিত্র

হাসান ইমতিয়াজ

তারপর থমকে যাই —
পেছনে দেয়াল—সামনে লেবুর ঝোপ
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে
লেবুর ঝোপও হয়ে যায় অরণ্য

সূর্যের সাথে সাথে
সমুদ্রও ডুবে যায় চোখের ভেতর
তারপর ফের বেঁচে ওঠা
তারপর আগুন
তারপর অজস্র জল আর নোনাসুখ
তারপর বহরে বহরে শ্যাওলা

আবার থমকে যাই —
আবার আঙুলের রাস্তায় ধীরে ধীরে
হেঁটে যাওয়া — ছাই হওয়া
নক্ষত্রের মুদ্রায় ঘুম

তারপর আবার সেই
বিরহের কম্পাসে নিজেকে ফুটিয়ে
তোলার চেষ্টা।

বিরহের রেখাচিত্র

হাসান ইমতিয়াজ

তারপর থমকে যাই —
পেছনে দেয়াল—সামনে লেবুর ঝোপ
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে
লেবুর ঝোপও হয়ে যায় অরণ্য

সূর্যের সাথে সাথে
সমুদ্রও ডুবে যায় চোখের ভেতর
তারপর ফের বেঁচে ওঠা
তারপর আগুন
তারপর অজস্র জল আর নোনাসুখ
তারপর বহরে বহরে শ্যাওলা

আবার থমকে যাই —
আবার আঙুলের রাস্তায় ধীরে ধীরে
হেঁটে যাওয়া — ছাই হওয়া
নক্ষত্রের মুদ্রায় ঘুম

তারপর আবার সেই
বিরহের কম্পাসে নিজেকে ফুটিয়ে
তোলার চেষ্টা।

পথমেলায় আবারো দেখা হয়ে গেল ভদ্র মহিলার সাথে মনিরার। চেষ্টা করলো পাশ কাটিয়ে যেতে। তার সাথে মনিরার পূর্বেও তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব পাশের স্টলের দিকে এগোতে লাগল সে।

কিন্তু কথায় আছে না, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়? তা-ই ঘটলো। হুট করেই মনিরার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

-কি গো! কেমন আছো?

-জি আপু। ভালো।

-জানতে চাইলে না আমি কেমন আছি?

-হ্যাঁ হ্যাঁ। আপু। কেমন আছেন আপনি?

-আর বলো না। শরীরে আজকাল ম্যাজম্যাজ করে গো। কাল মাত্র ডাক্তার দেখিয়ে আসলাম। নিউরো ডাক্তার। তবে আমার কিন্তু ওজনজনিত কোনো সমস্যা নাই। দেখো না আমার স্বাস্থ্য কিন্তু ফিটফাট। বাড়তি ওজনের ঝামেলা ভাই আমার নাই।

মনিরার বুঝতে বাকি রইলো না তিনি কি ইঙ্গিত করছেন। এর আগেও তিনি মনিরাকে বহুবার স্বাস্থ্য কমাতে পরামর্শ দিয়েছেন। মনিরা কিছুই বলেনি। এসব মানুষদের বলেও কোনো লাভ নেই। তারা অপেক্ষায়ই থাকেন কখন কাকে একটু খোঁচা দেয়া যায়। সেই পর্ব আবারো শুরু করতে যাচ্ছেন তিনি। মনিরা বলল, আপু। নিজের যত্ন নিবেন। আমার একটু তাড়া আছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

তারপর, হনহন করে পথমেলা পিছনে ফেলে বাড়ির দিকে ছুটল মনিরা।

কেবল বেশি খেলেই যে ওজন বাড়ে না, ওজন বাড়ার পিছনে যে আরো বহু কারণ থাকতে পারে, সেকথা যেন কেউ বুঝতেই চান না। কিছু লোকের জেনেটিক্যালি ওজন বাড়ে। কিছু লোকের হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে ওজন বাড়ে। কিছু লোকের এক্সিডেন্ট বা ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবেও ওজন বাড়াতে পারে। মনিরার বিরাট এক দুর্ঘটনার পর অস্ত্রোপাচার হয়। সেই থেকেই কিছু ঔষদ তাকে নিয়মিত নিতে হচ্ছে। তাই ওজনও বেড়েছে। কিন্তু মনিরার পরিবারে এ নিয়ে কারো কোনো উদ্বেগ বা সমস্যা নেই। যতো সমস্যা প্রতিবেশীদের।

বাড়ি ফিরেই মনিরা রান্না ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু তারপরও ক্ষণে ক্ষণে তার মনে সেই মহিলার ইঙ্গিতমূলক কথাগুলো যেন নাড়া দিচ্ছিল। এসব বিষয়গুলো তাকে ভীষণ আহত করে। কিন্তু সমস্যা হলো মনিরা স্বভাবে খুবই নম্র ভদ্র। তাই মুখের উপর কাউকে কিছু বলতে পারে না। হয়তো বলতে পারলে ক্ষোভ কিছুটা কমে যেতো।

হঠাৎ তার কলিগের কথা মনে পড়লো। নাম তার সামান্তা। মনিরা যদিও এখন কাজ করছে না তবে তারা এক সময় দীর্ঘদিন এক সাথে কাজ করেছে। সামান্তা খুবই পোক্ত মনের মানুষ। জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখার ক্ষমতা তার চমৎকার। মন বিক্ষিপ্ত হলে মনিরা প্রায় সময় তার সাথে কথা বলে।

এবার ফোনটা হাতে নিল মনিরা। স্ক্রিনে নাম্বার টিপতেই ওপাশ থেকে সামান্তার আওয়াজ এলো।

-হ্যালো! মনিরা!

-হ্যাঁ। কি করছো?

-এইতো মুভি দেখছিলাম। তোমার কী খবর?

-আর বলো না। সেই মহিলার সাথে আবারো দেখা হলো আজ পথমেলায়। দেখা হতেই শুরু করলো স্বাস্থ্য নিয়ে কথা। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল।

-ওই যে ফিটনেস নিয়ে পকপক করেন, তিনি?

-হ্যাঁ।

সামান্তা এবার একটু থামলো। তারপর বললো,

-শোন! অন্যের জন্য কেন মেজাজ খারাপ করবে?

-জানি না।

-এটা ভুল। তুমি ঠিকই জানো কেন তার কথায় মেজাজ খারাপ হয়েছে। কারণ সে তোমাকে আঘাত করতে চেয়েছিল।

-হুম।

-শোন মনিরা। বোঝাপড়ায় ভুল মানুষের সাথে নিজেকে কখনোই যুক্ত করবে না। কারণ তারা তোমাকে বুঝবে না, বুঝতে চাইবেও না। বরং তোমাকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়ার চেষ্টা করবে। তাই-যেখানে বোঝার গড়মিল, যেখানে প্রশংসার চাইতে খোঁচাখুচির সম্ভাবনা বেশি, অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ব্যয় করতে হবে, তোমাকে সম্মান জানাবে না, সেখান থেকে তুমি সরে আসবে। তারপর দেখো-পৃথিবী কত সুন্দর। তুমি নিজেও কত সুন্দর।

সামান্তার সাথে কথা বললেই মনিরার মন ভালো হয়ে যায়। মেয়েটা কত সুন্দর করে কথা বলে।

এরপরও কিছুক্ষণ কথা বলল তারা সংসারের টুকিটাকি বিষয় নিয়ে।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে মেঝেতে। সূর্য ডুবে গেছে সেই কখন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই বৃষ্টির প্রতিশ্রুতিতে গর্ভবতী আকাশে যেন কালো মেঘ জড়ো হয়েছিল। এখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা হালকাভাবে জানালা ভেদ করে মনিরার গায়ে এসে পড়লো। মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে বৃষ্টির বেগ বাড়তে শুরু করেছে। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো মনিরা। বৃষ্টির বেগ সত্যিই বাড়ছে। পৃথিবীটা যেন জলময় ক্যানভাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটার ছন্দময় শব্দ গাছেদের পাতার উপর নাচতে শুরু করেছে। ভেজা মাটির ঘ্রাণ বাতাসে ভেসে আসছে। মুগ্ধ হয়ে মনিরা অবলোকন করছে বাইরের দৃশ্য। পৃথিবীটা যেন মন্থর হয়ে আসছে, যেন প্রকৃতি নিজেই একটা প্রশান্ত বিরতি নিতে চাচ্ছে।

এই বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাটি সত্যিই মনিরার মনকে চাঙ্গা করে তুলছে, একটি আত্মদর্শনের দিক যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

মনিরা ভাবছে, জীবনের ক্ষণস্থায়ী, উপেক্ষা করা মুহুর্তগুলির মধ্যেও সৌন্দর্যে উপভোগ করা যায়। কেন অন্যের অপ্রয়োজনীয় আলাপে একটি দিন নষ্ট করা?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং! ফোনটা বাজছে। সামান্তার কল এসেছে।

মনিরা এবার মৃদু হাসিমাখা মুখে ফোনটার দিকে এগিয়ে গেল।

SHOWING IN THEATRES FROM 7 JULY 2023

1. JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS, **JAMAICA**
2. AMC JERSEY GARDENS, **ELIZABETH**
3. REGAL COMMERCE CENTRE STADIUM, **NORTH BRUNSWICK**
4. REGAL HAMILTON COMMONS, **MAYS LANDING/ATLANTIC CITY**
5. REGAL CROSSGATES SCREENX & IMAX, **ALBANY**
6. REGAL BINGHAMTON STADIUM, **BINGHAMTON**

Canada & USA Distribution

SWAPNA SCARECROW

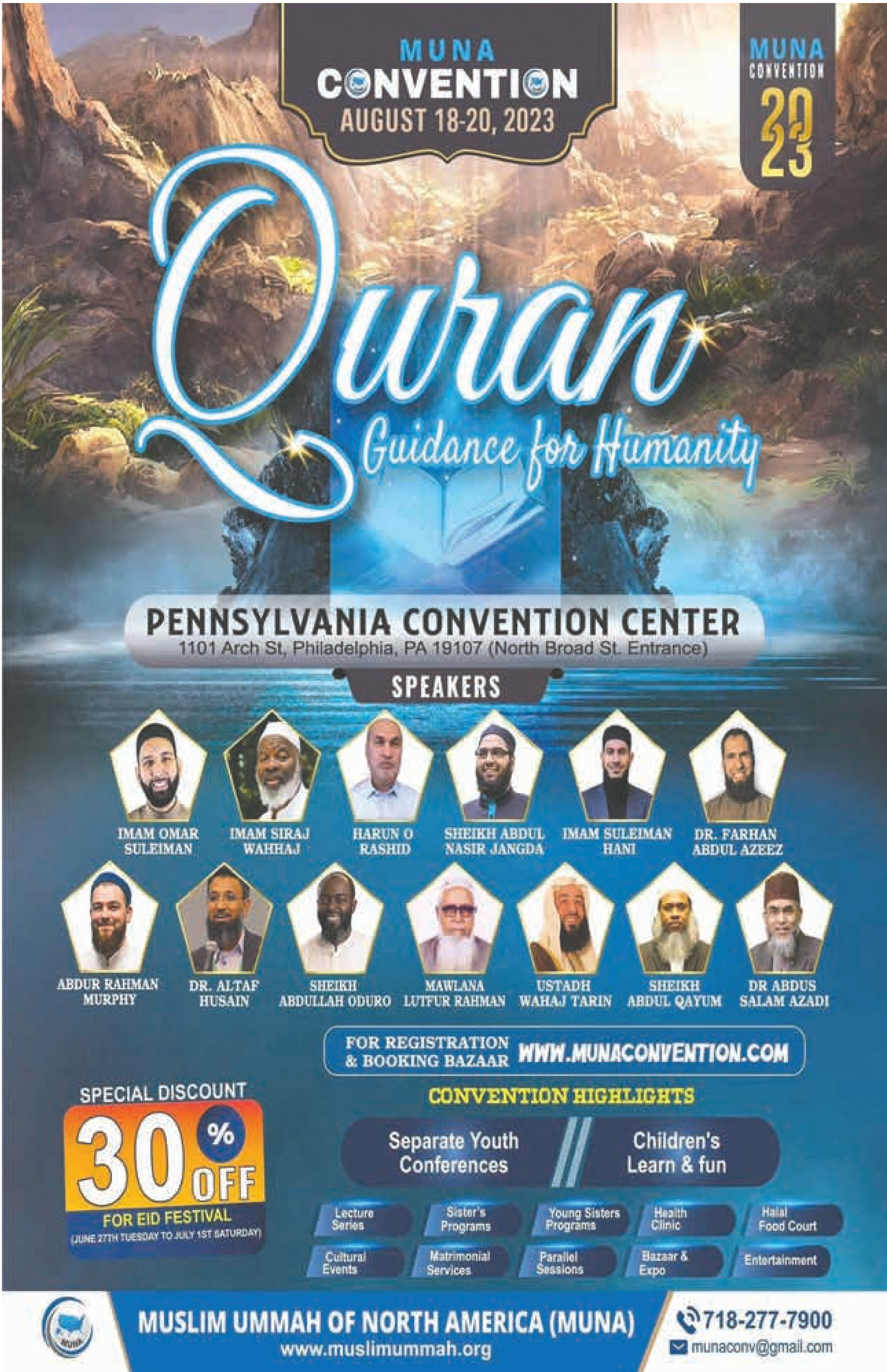
MUNA
CONVENTION
AUGUST 18-20, 2023
MUNA
CONVENTION
2023
Quran
Guidance for Humanity
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
1101 Arch St, Philadelphia, PA 19107 (North Broad St. Entrance)
SPEAKERS
IMAM OMAR SULEIMAN
IMAM SIRAJ WAHHAJ
HARUN O RASHID
SHEIKH ABDUL NASIR JANGDA
IMAM SULEIMAN HANI
DR. FARHAN ABDUL AZEEZ
ABDUR RAHMAN MURPHY
DR. ALTAF HUSAIN
SHEIKH ABDULLAH ODURO
MAWLANA LUTFUR RAHMAN
USTADH WAHAJ TARIN
SHEIKH ABDUL QAYUM
DR ABDUS SALAM AZADI
FOR REGISTRATION & BOOKING BAZAAR
WWW.MUNACONVENTION.COM
SPECIAL DISCOUNT
30% OFF
FOR EID FESTIVAL
(JUNE 27TH TUESDAY TO JULY 1ST SATURDAY)
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & fun
Lecture Series
Sister's Programs
Young Sisters Programs
Health Clinic
Halal Food Court
Cultural Events
Matrimonial Services
Parallel Sessions
Bazaar & Expo
Entertainment
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
www.muslimummah.org
718-277-7900
munaconv@gmail.com

4TH OF JULY
INDEPENDENCE DAY
৪ জুলাই ২০২৩
আমেরিকার মহান স্বাধীনতা দিবস

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা সুরক্ষা ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে আমেরিকাই সেরা। বিশ্বনেতা আমেরিকা সারা পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্যের ঝাণ্ডা ওড়ায়।
আমেরিকার মহান স্বাধীনতার স্থপতিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

ড. আবু জাফর মাহমুদ,
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর

As a veteran freedom fighter of Bangladesh's Liberation War, I believe, safeguarding the freedom and patriotism America is the vanguard. United States of America, being the world leader, upholds the flag of peace and integrity.

We salute the architects of Great American Independence.

Dr. Abu Zafar Mahmood,
Global Peace Ambassador

ALEGRA HOME CARE INC.
CDPAP SERVICES
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS — POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয়বাংলাদেশ — JOY BANGLADESH INC.

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
6 July 2023, Thursday
৬ জুলাই ২০২৩, ২২ আষাঢ় ১৪৩০, ১৮ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার

ইঁদুরের সাথে মেয়র অ্যাডামসের যুদ্ধ

রোকেয়া দীপা

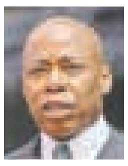

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটিতে ইঁদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, ইঁদুর নিউইয়র্ক সিটিকে চালাচ্ছে, এমনটি হতে পারে না। সমস্ত সিটিতে ইঁদুর ঠেকানোর জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র অ্যাডামস। ২৮ জুন বুধবার সিটি হলে সংবাদ সম্মেলন করে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের দুই দফা কর্মসুচী ঘোষণা করা হয়েছে।

৩০ জুন থেকে কার্যকর নিয়ম অনুযায়ী খাবার বিক্রি বা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত লোকজনকে অবশ্যই কালো ভারী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ঢাকায় লু’-হাওয়া বইবে, নাকি ‘সৌরভ’ বাতাস

কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপ

শিতাংশু গুহ

ডোনাল্ড লু

অনেকদিন দেশে রাজনীতি ছিলোনা, বিএনপি-জামাত হারিয়ে গিয়েছিলো, মাঠে শুধু ছিলো আওয়ামী লীগ। অধুনা বিএনপি জেগেছে, হটাৎ জামাত মাঠে নেমেছে। নির্বাচন এলে এমনটা হয়, এবারো হচ্ছে, দেশে এখন রাজনীতি হচ্ছে। এটি ভাল। রাজনীতি হোক। ঢাকাই রাজনীতিতে বিদেশীরাও প্লেয়ার। আমরা তাঁদের ‘হায়ার’ করে ডেকে আনি, অথবা আমাদের ব্যর্থতার কারণে ওঁরা দামী প্লেয়ার হিসাবে জায়গা করে নেন, ‘গোল’ ওরাই দেয়, আমরা হাততালি দেই, ওদের প্রশংসা করি। ভালো দর্শক হিসাবে আমাদের কোন তুলনা হয়না। ওঁরা সার্টিফিকেট দেয়, আমরা নিজেদের ‘ধন্য’ মনে করি।

ভারত ও আমেরিকার দুই কূটনীতিক একই দিনে ঢাকা নেমেছেন। তাঁরা শেখ হাসিনা’র সাথে দেখা করবেন বা করেছেন। সামনের সপ্তাহে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জয়া এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

পেশাদার সাংবাদিক সংবাদের সত্যতার ব্যাপারে অবগত থাকবেন

নাজমুল আহসানের মন্তব্য

সোহানা নাজনীন

সব খবরই ছাপানোর যোগ্যতা রাখে। কিন্তু খবরের কোনো অংশটুকু ছাপানো হবে তা সম্পাদক বিশেষে নির্ভর করে। মূল বিষয় হচ্ছে সংবাদটি সঠিক কিনা, সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠ কি না। বস্তুনিষ্ঠতা কিংবা সত্যের ব্যাপারটাকে অনেকটাই অনুমান নির্ভর সাংবাদিকতা গ্রাস করে ফেলেছে। দায়িত্বশীল পত্রিকার সম্পাদকের মূল

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

তানভীর আলমের একটি পরিবেশনা

নৃত্যশিল্পী তানভীর আলম এক উজ্জল প্রতিভা

গোপেন দেব, *মন্ট্রিয়ল, কানাডা*

কখনও খুব বেশি করেই প্রকাশিত/প্রচারিত হয় সামান্য কিছু অর্জনও! আবার অনেকটা অগোচরেই, নীরবেই প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায় অসাধারণ কিছু প্রতিভা।

আমাদের তানভীরের সাফল্যের পথচলাটাও এরকমই - অগোচরে, নীরবে প্রস্ফুটিত হওয়া একটি প্রতিভা।

কানাডায় জন্ম নেয়া তানভীর শিক্ষার গতানুগতিক ধারায় না গিয়ে মা বাবার শেকড় সংস্কৃতির একটি বিষয়কে ধারণ করে কীভাবে এগিয়ে গেলো/যাচ্ছে - এটি একটি ভাবনার বিষয়, বিষয় গর্বেরও! কানাডায় নৃত্যকলার ওপর পড়াশুনা করা তানভীর এই শিল্প মাধ্যমে এখন অনেক পরিচিত একটি নাম। ভারতীয় কত্থক নৃত্য ওর মূল বিষয়।কিন্তু একই সাথে পশ্চিমা বিশ্বের নৃত্যকলার ওপরও রয়েছে ওর পারদর্শিতা।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

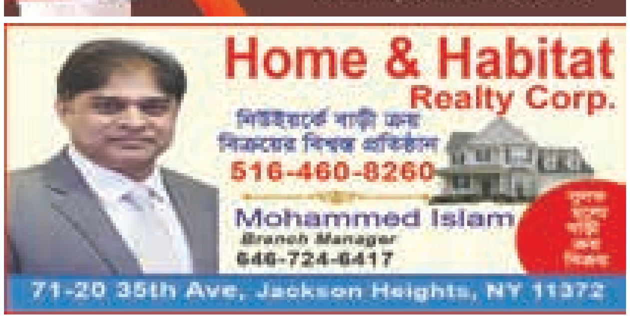

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com